মাসিক আত-তাহরীক

আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয় এই কুরআন এমন পথনির্দেশ করে, যা সর্বাধিক সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত’ *(সূরা বনু ইস্রাঈল ১৭/৯)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৮তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
মার্চ ২০২৫

কুরআন সংখ্যা-১

আসুন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية
المجلد : ٢٨ العدد : ٦ شعبان ورمضان وشوال ١٤٤٦هـ/ مارس ٢٠٢٥
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

হোটেল স্টার ইন্টারন্যাশনাল

আমাদের সেবা সমূহ
○ আবাসিক ○ মিটিং রুম
○ রূপটপ রেষ্টুরেন্ট ○ কনফারেন্স হল ○ কমিউনিটি সেন্টার ○ ট্রেনিং সেন্টার
○ সুইমিং পুল ○ জিমনেসিয়াম ○ কিডসজোন

তাবলীগী ইজতেমা ২০২৫ উপলক্ষে রাজশাহীতে আগত সকল অতিথিদের হোটেল স্টার ইন্টারন্যাশনাল-এর পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আপনারা স্বাবান্ধব আমন্ত্রিত। তাবলীগী ইজতেমার অতিথির জন্য বিশেষ ছাড় রয়েছে।

আসুন! আমরা যার যার অবস্থান থেকে দেশ ও মানুষের জন্য কিছু করি। আমরা সবাই মিলে স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ি।

যোগাযোগ : আম চত্বর, বাইপাস রোড, নতুন বাস টার্মিনাল, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
01784-400700 www.hotelstarint.com hotelstarint

ডিলারশীপ ও পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

খুচরা মূল্য :

- কালোজিরা ফুলের মৌসুমের মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- বরই ফুলের প্রাকৃতিক মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- প্রাকৃতিক বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৩৮০/-
- শক্তি প্লাস আরোগ্য কালোজিরা তেল ৭৫ মিলি. ২২০/-
- শক্তি প্লাস শান্তির দূত জয়তুন তেল ৭৫ মিলি. ২২০/-

যোগাযোগ : প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ, প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ, রাজশাহী। মোবা : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ চলছে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২
বিকাশ ও নগদ (পেমেন্ট) : ০১৩১৯৬৭৬৫৬৭

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭, ০১৭৫১-৫১৯৫৬২। নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৮তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শা'বান-রামাযান-শাওয়াল	১৪৪৬ হি.
ফাল্গুন-চৈত্র	১৪৩১ বাং
মার্চ	২০২৫ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

- সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
- হা.ফা.বা বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড : ০১৭৩০-৭৫২০৫০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১
- তাওহীদের ডাক : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩
- ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
  (বিকাল ৪.০০ থেকে ৬.০০ পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩
ওয়েবসাইট : www.ahlehadeethbd.org

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা — সাধারণ ডাক/রেজিঃ ডাক

বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয় :**
  - কুরআনী রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপরেখা ০২
- **দরসে কুরআন :**
  - বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী আয়াত সমূহের সমন্বয় ০৩
    -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **প্রবন্ধ :**
  - কুরআনের সঠিক মর্ম অনুধাবনে শানে নুযূলের গুরুত্ব ০৮
    -মুহাম্মাদ আব্দুর ওয়াদূদ
  - কুরআন সংকলনের ইতিহাস ১৪
    -ড. মুহাম্মাদ আজীবর রহমান
  - বিজ্ঞানীদের উপর কুরআনের প্রভাব ১৯
    -প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া
  - সমাজে অপরাধপ্রবণতা হ্রাসে কুরআনে বর্ণিত শাস্তিবিধানের অপরিহার্যতা ২২
    -মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - কেবল কুরআন অনুসরণই কি যথেষ্ট? ২৮
    -মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম
  - কুরআনের আলোকে রামাযান ৩৪
    -ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
- **শিক্ষাঙ্গন :**
  - শিক্ষার্থীদের সাথে কুরআনের সম্পর্ক ৩৭
    -সারওয়ার মিছবাহ
- **নবীনদের পাতা :**
  - মানসিক প্রশান্তি লাভে আল-কুরআন ৪০
    -মুজাহিদুল ইসলাম
- **কবিতা :** ৪৫
  - মহিমান্বিত কুরআন
  - কুরআনের মাস
  - কুরআনের শিক্ষা
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৬
- **মুসলিম জাহান** ৪৬
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৬
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৭
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

কুরআনী রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপরেখা

পবিত্র কুরআন মানবজীবন পরিচালনার অব্যর্থ রূপরেখা দিয়েছে। মানুষের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন কিভাবে পরিচালনা করতে হবে, কুরআনে তার মৌলিক নীতিমালা বিধৃত হয়েছে। নিম্নে কুরআনের আলোকে একটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তর ও কাঠামো কিভাবে গঠন করা যাবে তা উল্লেখ করা হ'ল।-

১. রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ। জনগণের সার্বভৌমত্ব বলে যেটা বলা হয়, তারা অবশ্যই আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের অধীন। যেমন আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য' *(ইউসুফ-মাক্কী ১২/৪০)*। এতে বুঝা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধই মূল বিবেচ্য বিষয়। কুরআন ও সুন্নাহ হবে আইন ও নীতির ভিত্তি। আমীর যার ভিত্তিতে কাজ করবেন।

২. ইসলামী রাষ্ট্রে একটি শূরা বা পরামর্শ সভা থাকবে। ইসলামী রাষ্ট্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আর যরূরী বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর' *(আলে ইমরান-মাদানী ৩/১৫৯)*। এতে বুঝা যায় যে, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণের জন্য আমীর শূরার পরামর্শ গ্রহণ করবেন। যেখানে রাষ্ট্রের যোগ্য ও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সদস্য মনোনীত হবেন।

৩. শাসন ও বিচার ব্যবস্থা নিরংকুশভাবে ইনছাফ ও ন্যায়বিচার ভিত্তিক হবে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনছাফ ও ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেন' *(নাহল-মাক্কী ১৬/৯০)*।

৪. আমীরের প্রধান গুণ ও বৈশিষ্ট্য হবে যোগ্যতা ও আমানতদারিতা। যেমন আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত সমূহকে যথাস্থানে সমর্পণ কর' *(নিসা-মাদানী ৪/৫৮)*। এতে বুঝা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রে শাসন ক্ষমতা বংশানুক্রমিক বিষয় নয়; বরং মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে যোগ্য নির্বাচক মণ্ডলীর মাধ্যমে আমীর নির্বাচিত হবেন।

৫. শাসককে পুরুষ হ'তে হবে। আল্লাহ বলেন, 'পুরুষেরা নারীদের অভিভাবক' *(নিসা-মাদানী ৪/৩৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ঐ জাতি কখনই সফলকাম হয় না, যারা নারীর হাতে নেতৃত্ব তুলে দেয়' *(বুখারী হা/৪৪২৫; মিশকাত হা/৩৬৯৩)*। এর মাধ্যমে নারীদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় গুরুদায়িত্ব থেকে নিরাপদে রাখা হয়েছে।

৬. দেশের আইন ও বিচারব্যবস্থা কুরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত বিধি-বিধানের আলোকে পরিচালিত হবে। আল্লাহ বলেন, 'যারা আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করে না, তারা কাফের, যালেম, ফাসেক' *(মায়েদাহ-মাদানী ৫/৪৪, ৪৫, ৪৭)*। তিনি বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়। (বাদী-বিবাদী) ধনী হৌক বা গরীব হৌক, আল্লাহ তাদের সর্বাধিক শুভাকাংখী। অতএব ন্যায়বিচারে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে জেনে রেখো আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত' *(নিসা-মাদানী ৪/১৩৫)*।

৭. পুঁজিবাদ বা সমাজবাদ নয়, বরং ব্যক্তি মালিকানা অক্ষুন্ন রেখে আল্লাহ নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী উত্তরাধিকার বন্টন এবং যাকাত ও ছাদাক্বা প্রদানের মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টন ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হ'ল ইসলামী অর্থনীতির মূল কথা। আল্লাহ বলেন, 'যাতে সম্পদ কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়' *(হাশর-মাদানী ৫৯/৭)*। এই কাঠামোতে ধনীদের থেকে নিয়ে গরীবদের মধ্যে সম্পদ বন্টন করা হয়। যে কারণে ইসলামী অর্থনীতি হয় সম্পূর্ণ সূদমুক্ত *(বাক্বারাহ-মাদানী ২/২৭৫)*।

৮. ইসলামী রাষ্ট্রে সকল ধর্মের অধিকার সুরক্ষিত থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'দ্বীনের ব্যাপারে কোন যবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই সুপথ ভ্রান্তপথ হ'তে স্পষ্ট হয়ে গেছে' *(বাক্বারাহ-মাদানী ২/২৫৬)*। এতদ্ব্যতীত বৈধ সকল বিষয়ে সকলের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে। সেই সাথে ইসলামকে অদ্বৈতবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, আওলিয়াবাদ প্রভৃতি শিরকী দর্শন হ'তে মুক্ত রাখবে।

৯. কল্যাণমূলক শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা নিশ্চিত করা। আল্লাহ বলেন, 'পড়! তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন' *('আলাক্ব-মাক্কী ৯৬/১)*। এতে বুঝা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হ'ল সর্বস্তরের নাগরিকের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন করা। ধর্মীয় ও বৈষয়িক শিক্ষার প্রসার ঘটানো।

১০. ইসলামী রাষ্ট্র দেশের শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং শত্রুর মোকাবিলার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা কাফেরদের মোকাবিলায় সাধ্যমত শক্তি ও সুসজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখো' *(আনফাল-মাদানী ৮/৬০)*। এতে বুঝা যায় যে, রাষ্ট্রকে নাগরিকদের সুরক্ষা ও দেশের প্রতিরক্ষার জন্য প্রশাসনিক ও সামরিক প্রস্তুতি রাখতে হবে।

১১. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও কূটনীতির ক্ষেত্রে কুরআনের বিধান হ'ল পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা। অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান দেখানো। আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখা। আল্লাহ বলেন, 'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না'...*(মুমতাহিনা-মাদানী ৬০/৮)*। এতে বুঝা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি হবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, ন্যায়বিচার ও সহযোগিতা।

উপরোক্ত মূলনীতিগুলি থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, কুরআনী রাষ্ট্রব্যবস্থা পৃথিবীর সর্বাধিক কল্যাণমুখী ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা। যেখানে সকল নাগরিকের অধিকার পূর্ণভাবে সংরক্ষিত থাকে। তাদের অর্থনৈতিক সাম্য ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত হয় এবং সমাজে ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব একজন মুসলিম হিসাবে আমাদের দায়িত্ব হ'ল ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে আল্লাহ্র আনুগত্যে সমর্পিত করা। কোন অবস্থায় শিরক ও কুফর মিশ্রিত বাতিল আক্বীদা তথা পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, গণতন্ত্র প্রভৃতি জাহেলী মতবাদকে সর্বতোভাবে বর্জন করে এক আল্লাহ্র পথে মানুষকে আহ্বান করা। পরিশেষে আসুন! আমরা কুরআনী রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপরেখা অনুযায়ী ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করি এবং জনমত গঠন করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন।-আমীন! *(স.স.)*।

বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী আয়াত সমূহের সমন্বয়

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا اٰيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ–

‘এটি এক বরকতমণ্ডিত কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি। যাতে লোকেরা এর আয়াত সমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে’ *(ছোয়াদ-মাক্কী ৩৮/২৯)*।

কুরআনের অনেক আয়াত রয়েছে যা বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী। কিন্তু তার মর্ম অনুধাবন করলে উক্ত বাহ্যিক বিরোধ সমন্বয় করা সম্ভব। ফলে আর বিরোধ থাকে না। উদাহরণ স্বরূপ :

(১) আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا– ‘আর আল্লাহ্র চাইতে অধিক সত্যবাদী আর কে আছে? *(নিসা-মাদানী ৪/৮৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً– ‘আর আল্লাহ্র চাইতে কথায় অধিক সত্যবাদী আর কে আছে? *(নিসা-মাদানী ৪/১২২)*।

দু’টি আয়াতের মর্ম একই। অতএব দ্বিতীয়টি প্রথমটির নাসেখ বা হুকুম রহিতকারী। কেননা আল্লাহ বলেছেন, مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ‘আমরা কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা তা ভুলিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তদনুরূপ আয়াত আনয়ন করি’ *(বাক্বারাহ-মাদানী ২/১০৬)*। অতএব দুই আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ রইল না।

(২) আল্লাহ কুরআন সম্পর্কে বলেন, هُدًى لِلْمُتَّقِينَ– ‘আল্লাহভীরুদের জন্য পথ প্রদর্শক’ *(বাক্বারাহ-মাদানী ২/২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ، ‘রামাযান হ’ল সেই মাস, যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে। যা মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক’ *(বাক্বারাহ-মাদানী ২/১৮৫)*। ১ম আয়াতে ‘মুত্তাক্বীদের জন্য’ খাছ করা হয়েছে। পরের আয়াতে সাধারণভাবে ‘সকল মানুষকে’ বুঝানো হয়েছে। উভয় আয়াতের সমন্বয় এই যে, প্রথমটি হ’ল هداية التوفيق والانتفاع ‘তাওফীক ও উপকার লাভের’ হেদায়াত। দ্বিতীয়টি হ’ল هداية التبيين والإرشاد ‘ব্যাখ্যা ও সুপথ প্রদর্শনের’ হেদায়াত।

(৩) একই দৃষ্টান্ত রয়েছে নিম্নের দু’টি আয়াতে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، ‘নিশ্চয়ই তুমি হেদায়াত করতে পারো না যাকে তুমি ভালবাস। বরং আল্লাহই যাকে চান তাকে হেদায়াত করে থাকেন’ *(ক্বাছাছ-মাক্কী ২৮/৫৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ‘আর নিশ্চয়ই তুমি প্রদর্শন করে থাক সরল পথ’ *(শূরা-মাক্কী ৪২/৫২)*। উভয় আয়াতের সমন্বয় এই যে, প্রথমটি হ’ল هداية التوفيق والانتفاع ‘তাওফীক ও উপকার লাভের’ হেদায়াত। দ্বিতীয়টি হ’ল هداية التبيين والإرشاد ‘ব্যাখ্যা ও সুপথ প্রদর্শনের’ হেদায়াত।

(৪) আল্লাহ বলেন, شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، ‘আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর ফেরেশতামণ্ডলী ও ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও’ *(আলে ইমরান-মাদানী ৩/১৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلٰهٍ إِلاَّ اللهُ، ‘নিশ্চয় এটিই হ’ল যথার্থ বিবরণ। বস্তুত আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই’ *(আলে ইমরান-মাদানী ৩/৬২)*। পক্ষান্তরে আল্লাহ বলেন, فَلاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ، ‘অতএব তুমি আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যকে আহ্বান করোনা’ *(শো‘আরা-মাক্কী ২৬/২১৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ، ‘অথচ যখন তোমার পালনকর্তার নির্দেশ এসে গেল, তখন তাদের উপাস্যরা তাদের কোন কাজে আসেনি যাদেরকে তারা ডাকত আল্লাহকে ছেড়ে’ *(হূদ-মাক্কী ১১/১০১)*।

প্রথম দু’টি আয়াতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উলূহিয়াত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরের দু’টি আয়াতে অন্যের জন্য উলূহিয়াত সিদ্ধ করা হয়েছে। উভয়ের সমন্বয় এই যে, প্রথম দু’টিতে উলূহিয়াতকে আল্লাহ্র সত্য উলূহিয়াতের সাথে খাছ করা হয়েছে। শেষের দু’টিতে মিথ্যা উলূহিয়াত সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، ‘এটা একারণেও যে, কেবলমাত্র আল্লাহই সত্য এবং তিনি ব্যতীত যাকে তারা ডাকে সবই মিথ্যা’ *(হজ্জ-মাদানী ২২/৬২)*।

(৫) আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّ اللهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، ‘তুমি বল, আল্লাহ কখনো অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না’ *(আ‘রাফ-মাক্কী ৭/২৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، ‘যখন আমরা কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন আমরা সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নির্দেশ দেই। তখন তারা সেখানে পাপাচারে মেতে ওঠে’ *(ইসরা-মাক্কী ১৭/১৬)*।

প্রথমোক্ত আয়াতে আল্লাহ ফাহেশা কাজে নির্দেশ দেননা বলা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় আয়াতের প্রকাশ্য অর্থে বুঝা যায় যে, আল্লাহ ফাসেকী কাজের নির্দেশ দেন। উভয় আয়াতের সমন্বয় এই যে, প্রথম আয়াতে 'শারঈ বিধান' প্রদত্ত হয়েছে। যেমন তিনি বলেছেন, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، 'নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং অশ্লীলতা, অন্যায় ও অবাধ্যতা হ'তে নিষেধ করেন' *(নাহল-মাক্কী ১৬/৯০)*। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্র الأمر الكوني বা 'সার্বজনীন বিধান' বর্ণিত হয়েছে। যেমন তিনি বলেন,–إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 'যখন তিনি কিছু করতে ইচ্ছা করেন তখন তাকে কেবল বলেন, হও। অতঃপর তা হয়ে যায়' *(ইয়াসীন-মাক্কী ৩৬/৮২)*। অতএব উভয় আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

(৬) আল্লাহ বলেন, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ– 'যারা আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার বা শাসন করেনা, তারা কাফের' *(মায়েদাহ ৫/৪৪)*। এর পরে ৪৫ আয়াতে রয়েছে 'তারা যালেম' এবং ৪৭ আয়াতে রয়েছে, 'তারা ফাসেক'। একই অপরাধের তিন রকম পরিণতি : কাফের, যালেম ও ফাসেক। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধানকে অস্বীকার করল সে কাফের। আর যে ব্যক্তি তা স্বীকার করল, কিন্তু সে অনুযায়ী বিচার করল না সে যালেম ও ফাসেক। সে ইসলামের গণ্ডী থেকে বহির্ভূত নয়'।

(৭) আল্লাহ বলেন, قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، 'আল্লাহ বললেন, আমি যখন তোমাকে নির্দেশ দিলাম, তখন কোন্ বস্তু তোমাকে বাধা দিল যে তুমি সিজদা করলে না?' *(আ'রাফ-মাক্কী ৭/১২)*। অথচ অন্যত্র এসেছে, مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ 'আমি যাকে আমার দু'হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি, তাকে সিজদা করতে কোন বস্তু তোমাকে বাধা দিল? *(ছোয়াদ-মাক্কী ৩৮/৭৫)*। প্রথম আয়াতে لاَ শব্দটি 'অতিরিক্ত' হিসাবে এসেছে। যেমনটি এসেছে সূরা বালাদে। لاَ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ 'আমি শপথ করছি এই নগরীর' *(বালাদ-মাক্কী ৯০/১)*। অর্থ أنا أقسم بهذا البلد 'আমি এই নগরীর শপথ করে বলছি'। বাক্যের শুরুতে لاَ 'না' বোধক নয়। বরং 'অতিরিক্ত' হিসাবে আনা হয়েছে তম্বীহ ও তাকীদের জন্য এবং প্রতিপক্ষের ভ্রান্ত ধারণা জোরালোভাবে খণ্ডন করার জন্য।

(৮) আল্লাহ বলেন, فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ– 'সেদিন মানুষ ও জিন তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে না' *(রহমান-মাক্কী ৫৫/৩৯)*। অন্যত্র বলা হয়েছে, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ– 'যেদিন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তান জিজ্ঞাসিত হবে' *(তাকভীর-মাক্কী ৮১/৮)*। এর অর্থ الإستخبار والإستعلام 'খবর নেওয়া' এবং 'কারণ কি সে বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া' *(শানক্বীত্বী)*। নিরপরাধ মযলূম মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করার অর্থ হ'ল যালেম পিতা-মাতাকে তার সামনে ধিক্কার দেওয়া। অথবা হত্যাকারীকে মেয়েটির সামনে ডেকে এনে ধমক দিয়ে বলা হবে, তুমি বলো, কেন মেয়েটি নিহত হ'ল? *(ক্বাসেমী)*।

(৯) আল্লাহ বলেন, قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ– قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ 'সে বলল, আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন'। 'আল্লাহ বললেন, তোমাকে অবকাশ দেওয়া হ'ল' *(আ'রাফ-মাক্কী ৭/১৪-১৫)*। অন্যত্র বলা হয়েছে, إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ– 'অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত' *(হিজর-মাক্কী ১৫/৩৮)*। অধিকাংশ বিদ্বানগণের মতে এর অর্থ হ'ল ক্বিয়ামতের দিন প্রথম শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া *(শানক্বীত্বী)*।

(১০) আল্লাহ বলেন, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، 'যখন তারা কোন অশ্লীল কর্ম করে তখন বলে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের এরূপ করতে দেখেছি' *(আ'রাফ-মাক্কী ৭/২৮)*। কাফেররা তাদের অশ্লীল কর্মের পক্ষে এভাবে দলীল দিত। এটি ছিল তাদের তাক্বলীদী গোঁড়ামী বা অন্ধ অনুসরণ মাত্র। যেমনটি আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ– فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ– 'তারা তাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছিল পথভ্রষ্ট রূপে'। 'ফলে তারা তাদের পদাংক অনুসরণের প্রতি দ্রুত ধাবিত হয়েছিল' *(ছাফফাত-মাক্কী ৩৭/৬৯-৭০)*।

(১১) আল্লাহ বলেন, أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَلاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ– 'অথচ তারা কি দেখে না যে সে তাদের সাথে কথা বলে না এবং তাদের কোন পথও দেখায় না? তারা সেটিকে উপাস্য বানিয়ে নিল। বস্তুত তারা ছিল সীমালংঘনকারী' *(আ'রাফ-মাক্কী ৭/১৪৮)*। অত্র আয়াতে মূসা (আঃ)-এর কওমের গোবৎস পূজার বিরুদ্ধে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ পরের আয়াতেই বলেছেন, وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ– 'আর যখন তারা তাদের কৃতকর্মের কারণে লজ্জিত হ'ল এবং দেখল যে, তারা নিশ্চিতভাবেই পথভ্রষ্ট হয়েছে, তখন তারা বলল, আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন এবং

আমাদের ক্ষমা না করেন, তাহ'লে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' *(আ'রাফ-মাক্কী ৭/১৪৯)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي- قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا، 'তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? তবে কি প্রতিশ্রুতির সময়কাল তোমাদের নিকট দীর্ঘ হয়ে গেছে? না কি তোমরা চেয়েছ যে, তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ অবধারিত হয়ে যাক। যে কারণে তোমরা আমার সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে? *(৮৫)*। 'তারা বলল, আমরা আপনার নিকট কৃত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি' *(ত্বোয়াহা-মাক্কী ২০/৮৫-৮৬)*।

তাদের লজ্জিত হওয়ার পর গোবৎস পূজার শাস্তি হিসাবে আল্লাহ নাযিল করেন। যেমন তিনি বলেন, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ- 'আর (স্মরণ কর) যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয়ই তোমরা গোবৎস পূজার মাধ্যমে নিজেদের উপর যুলুম করেছ। অতএব এখন তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট তওবা কর এবং (শাস্তি স্বরূপ) পরস্পরকে হত্যা কর। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট। অতঃপর তিনি তোমাদের তওবা কবুল করলেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বাধিক তওবা কবুলকারী ও দয়াবান' *(বাক্বারাহ-মাদানী ২/৫৪)*।

কেবল মূসা (আঃ)-এর কওমের গোবৎস পূজারীরা নয়, বরং প্রাচীন ও বর্তমান যুগের সকল মূর্তিপূজারী, কবরপূজারী, ভাস্কর্যপূজারী, ছবি ও প্রতিকৃতি পূজারী সকলের অবস্থা একই। বর্তমান যুগে সভ্যতার সর্বোচ্চ স্তরে এসেও নামধারী জ্ঞানী মানুষদের ধিক্কার দিয়ে কবি 'আমর বিন মা'দীকারিব (হি. পূ ৭৫-২১ হি.) বলেন,

لقد أسمعتَ لو ناديتَ حيًّا + ولكن لا حياة لمن تنادي

ولو نارا نفختَ بها أضاءتْ + ولكن أنتَ تنفخُ في الرماد

'যদি তুমি জীবিত ব্যক্তিকে ডাকতে, তাহ'লে তুমি তাকে শুনাতে পারতে + কিন্তু যাকে তুমি ডাকছ তার কোন প্রাণ নেই'। 'যদি তুমি আগুনে ফুঁক দিতে তাহ'লে সে আলো দিত + কিন্তু তুমি ফুঁক দিচ্ছ ছাইয়ের মধ্যে'।

(১২) আল্লাহ বলেন, فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ- 'অতঃপর আমরা তাদের নিকট সবকিছু বর্ণনা করব পূর্ণজ্ঞান সহকারে। আর আমরা তো তাদের থেকে অনুপস্থিত ছিলাম না' *(আ'রাফ-মাক্কী ৭/১৪৯)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ- 'আর যে অবস্থায় তুমি থাক না কেন, কিংবা যে প্রেক্ষিতে তুমি কুরআনের কোন অংশ পাঠ কর না কেন এবং যে কাজই তোমরা কর না কেন, আমরা সেখানে হাযির থাকি যখন তোমরা সে কাজে রত হও। বস্তুত নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের এক কণা পরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচরে নেই। তার চাইতে ছোট বা বড় সকল বস্তুই স্পষ্ট কিতাবে (লওহে মাহফূযে) লিপিবদ্ধ রয়েছে' *(ইউনুস-মাক্কী ১০/৬১)*। অত্র আয়াত এবং অন্যান্য বহু আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি বান্দার গোপন ও প্রকাশ্য ছোট ও বড় সকলকিছুর পূর্ণ খবর রাখেন। তার জানার বাইরে বান্দা কিছুই করতে পারেন না। তিনি সৃষ্টি জগতের সব কিছুর ব্যাপারে সদা প্রহরী। কেবল লওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ রয়েছে তা নয়, বরং সর্বদা যখনই বান্দা কোন কাজ করে, তখনই আল্লাহ সেখানে হাযির থাকেন এবং তা জানতে পারেন। অত্র আয়াতে আল্লাহ তার 'ইলম' গুণকে নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন।

অত্র আয়াতে মু'তাযিলাদের ভ্রান্ত আক্বীদার প্রতিবাদ রয়েছে। যারা আল্লাহ্র গুণাবলীকে অস্বীকার করেন। একইভাবে তারা আল্লাহ্র ক্বাদের, মুরীদ, সামী', বাছীর, মুতাকাল্লিম সকলগুণকে অস্বীকার করেন। অথচ এগুলি অত্র আয়াতে এবং অন্যান্য আয়াতে তিনি নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন।

(১৩) আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ- 'আর আমরা তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জন্য সেখানে জীবিকা সমূহ প্রদান করেছি। কিন্তু তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাক' *(আ'রাফ-মাক্কী ৭/১০)*। অত্র আয়াতে জীবিকার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ব্যাখ্যা এসেছে অন্যান্য আয়াতে। যেমন আল্লাহ বলেন, فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ- أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا- ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا- فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا- وَعِنَبًا وَقَضْبًا- وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا- وَحَدَائِقَ غُلْبًا- وَفَاكِهَةً وَأَبًّا- مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ- 'অতঃপর মানুষ লক্ষ্য করুক তার খাদ্যের দিকে' *(২৪)*। 'আমরাই প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করি' *(২৫)*। 'অতঃপর ভূমিকে উত্তমভাবে বিদীর্ণ করি' *(২৬)*। 'অতঃপর তাতে উৎপন্ন করি খাদ্য-শস্য' *(২৭)*। 'আঙ্গুর ও শাক-সবজি' *(২৮)*। 'যায়তূন ও খর্জুর' *(২৯)*। 'ঘন পল্লবিত উদ্যানরাজি' *(৩১)*। 'এবং ফল-মূল ও ঘাস-পাতা' *(৩১)*। 'তোমাদের ও তোমাদের গবাদিপশুর ভোগ্যবস্তু হিসাবে' *('আবাসা-মাক্কী ৮০/২৪-৩২)*। অন্য আয়াতে এসেছে, وَالْأَنْعَامَ

خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ– 'তিনি গবাদিপশু সৃষ্টি করেছেন। তাতে তোমাদের জন্য শীত নিবারণের উপকরণ ও অন্যান্য কল্যাণ রয়েছে এবং সেসব থেকে তোমরা ভক্ষণ করে থাকো' *(নাহল-মাক্কী ১৬/৫)*। রয়েছে মৌমাছি থেকে মানুষের জন্য খাদ্য সরবরাহের চমৎকার বিবরণ। যেমন আল্লাহ বলেন, وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ– ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ– 'আর তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে প্রত্যাদেশ করলেন যে, তুমি তোমার গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, গাছে ও যেখানে মানুষ মাচান নির্মাণ করে' (৬৮)। 'অতঃপর তুমি সর্বপ্রকার ফল-মূল হ'তে ভক্ষণ কর। এরপর তোমার প্রভুর দেখানো পথ সমূহে প্রবেশ কর বিনীত ভাবে। তার পেট থেকে নির্গত হয় নানা রংয়ের পানীয়। যার মধ্যে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য' *(নাহল-মাক্কী ১৬/৬৮-৬৯)*।

(১৪) ইবলীসের জওয়াব উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ– 'সে বলল, আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে' *(আ'রাফ-মাক্কী ৭/১২)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ– 'এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হ'তে' *(রহমান-মাক্কী ৫৫/১৫)*। 'অগ্নিস্ফুলিঙ্গ' কথাটি কেবল 'আগুন' হ'তে বিশেষ বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। অতএব দু'টি পৃথক। যা থেকে জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

(১৫) আল্লাহ বলেন, قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ– 'আল্লাহ বললেন, এখান থেকে তুমি নেমে যাও। এখানে তুমি অহংকার করবে, তা হবে না। অতএব তুমি বেরিয়ে যাও। তুমি লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত' *(আ'রাফ-মাক্কী ৭/১৩)*। الصغار বা 'লাঞ্ছনা' কথাটি الذل والهوان বা 'দীনতা' ও 'হীনতা' হ'তে কঠিন। এর দ্বারা 'নেমে যাও' আদেশটির কঠোরতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ– 'আল্লাহ বললেন, তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায়। তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করব' *(আ'রাফ-মাক্কী ৭/১৮)*। অত্র আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, অহংকারী ব্যক্তি তার কাম্যবস্তু বড়ত্ব ও অহমিকা কখনই অর্জন করতে পারবে না। বরং সে তার বিপরীতটিই পাবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন,– أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ 'বস্তুত দাম্ভিকদের ঠিকানা কি জাহান্নামে নয়? *(যুমার-মাক্কী ৩৯/৬০)*।

(১৬) আল্লাহ বলেন, يَابَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ، 'হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে। যেমন সে তোমাদের আদি পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল' *(আ'রাফ-মাক্কী ৭/২৭)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَقُلْنَا يَاآدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى– 'অতঃপর আমরা বললাম, হে আদম! এটি তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। অতএব সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের না করে দেয়। তাহ'লে তুমি কষ্টে পতিত হবে' *(ত্বোয়াহা-মাক্কী ২০/১১৭)*। প্রথম আয়াতে আদম সন্তান এবং পরের আয়াতে আদম বলে একই বিষয়ে বান্দাকে সাবধান করা হয়েছে। আর সেটি হ'ল শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকা। যেটাতে আদম ব্যর্থ হয়েছে। তাকে আগেই সতর্ক করা সত্ত্বে সে সতর্ক হ'তে পারেনি। বান্দা যেন শয়তান থেকে সাবধান হয়।

(১৭) আল্লাহ বলেন, وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي، 'এবং তার ভাইয়ের মাথা ধরে নিজের দিকে টানতে লাগল। তখন ভাই বলল, হে আমার সহোদর! সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে দুর্বল ভেবেছিল' *(আ'রাফ-মাক্কী ৭/১৫০)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা অন্য আয়াতে এসেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَاقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي– قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى– 'আর অবশ্যই হারূণ তাদের আগেই বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! এর দ্বারা তোমরা একটা পরীক্ষায় পতিত হয়েছ। তোমাদের প্রতিপালক দয়াময়। অতএব তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল' *(৯০)*। তারা বলল, মূসা আমাদের নিকট ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এর পূজাতেই লেগে থাকব' *(ত্বোয়াহা-মাক্কী ২০/৯০-৯১)*। অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ বনু ইস্রাঈলের পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে নবী হারূণ (আঃ)-এর নিষ্পাপত্ব ও দায়মুক্তি বর্ণনা করেছেন।

(১৮) আল্লাহ বলেন, قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، 'তুমি বল, হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল' *(আ'রাফ-মাক্কী ৭/১৫৮)*। এর দ্বারা শেষনবী (ছাঃ)-এর রিসালাতকে তৎকালীন আরবসহ আহলে কিতাবদের জন্য শামিল করা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে

তার ব্যাখ্যা এসেছে, وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، 'আর তুমি আহলে কিতাব ও (মুশরিক) উম্মীদের বল, তোমরা কি ইসলাম কবুল করলে? যদি করে, তবে তারা সরল পথ প্রাপ্ত হ'ল। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহ'লে তোমার দায়িত্ব কেবল পৌঁছে দেওয়া' *(আলে ইমরান-মাদানী ৩/২০)*। অন্য আয়াতে তার রিসালাত পৌঁছার সাথে সাথে কুরআন পৌঁছার কথা বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، 'আর আমার নিকট অহি করা হয়েছে এই কুরআন, যাতে এর দ্বারা আমি সতর্ক করি তোমাদের ও যাদের নিকট এটি পৌঁছবে' *(আন'আম-মাক্কী ৬/১৯)*। এর দ্বারা পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে যে কোন রং, বর্ণ, ভাষা ও অঞ্চলের মানুষের জন্য কুরআন একমাত্র এলাহী গ্রন্থ এবং শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) একমাত্র রাসূল হিসাবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মনোনীত হয়েছেন।

(১৯) আল্লাহ বলেন, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً– 'আর আমরা রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না' *(বনু ইস্রাঈল-মাক্কী ১৭/১৫)*। অত্র আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক জাতির নিকট নবী পৌঁছেছেন এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে সতর্ক করেছেন। অথচ আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ– 'আর এভাবেই আমরা প্রত্যেক জনপদের শীর্ষ পাপীদের অনুমতি দেই যাতে তারা সেখানে চক্রান্ত করে। অথচ এর দ্বারা তারা কেবল নিজেদেরকেই প্রতারিত করে। কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না' *(আন'আম-মাক্কী ৬/১২৩)*। একদিকে আল্লাহ রাসূল পাঠাচ্ছেন, অন্যদিকে সেখানকার শীর্ষ পাপীদের পাপ কাজের অনুমতি দিচ্ছেন। এর অর্থ অনুমতি নয়, বরং পাপীদের পরীক্ষা করা। এজন্যেই বলা হয়ে থাকে, لِكُلِّ فِرْعَوْنَ مُوسَى 'প্রত্যেক ফেরাউনের জন্য মূসা রয়েছেন'।[১] যারা ফেরাউনদের উপদেশ দেন। যাতে তারা আল্লাহ্র পথে ফিরে আসে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ– 'আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে (আখেরাতে) কঠিন শাস্তির পূর্বে (দুনিয়াতে) লঘু শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো। যাতে তারা (আল্লাহ্র পথে) ফিরে আসে' *(সাজদাহ-মাক্কী ৩২/২১)*।

শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এসেছিলেন বিশ্বনবী হিসাবে ক্বিয়ামত অবধি বিশ্বের সকল মানুষের নিকটে। এমতাবস্থায় যদি কেউ তার নবুঅত ও রিসালাতকে অস্বীকার করে এবং ইসলামকে অমান্য করে, সে জাহান্নামী হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِى أَحَدٌ مِّنْ هٰذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ– 'যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, ইহূদী হৌক বা নাছারা হৌক এই উম্মতের যে কেউ আমার আগমনের খবর শুনেছে, অতঃপর মৃত্যুবরণ করেছে, অথচ আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তার উপরে ঈমান আনেনি, সে অবশ্যই জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০)*। অতএব কুরআনের উপরোক্ত পরস্পর বিরোধী আয়াত সমূহ আদৌ পরস্পর বিরোধী নয়। বরং পরস্পরের ব্যাখ্যা ও পরিপূরক।

আল্লাহ আমাদেরকে সার্বিক জীবনে তাঁর পূর্ণ অনুসারী হওয়ার তওফীক দিন।-আমীন!

১. মিরক্বাত হা/৪৯৮৫-এর আলোচনা, ৮/৩১২৩ পৃ.।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD

আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম *(মৌসুমি)*
- লিচু *(মৌসুমি)*
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল *(এক্সট্রা ভার্জিন)*
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ

facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com

SCAN ME

এম হোমিও কিওর

এখানে স্ত্রীরোগ, শিশুরোগ, যৌন রোগ সহ সকল জটিল ও কঠিন রোগের সু-চিকিৎসা করা হয়।

সাক্ষাতের সময়

সকাল ৯-টা থেকে দুপুর ১২-টা
বিকাল ৫-টা থেকে রাত্রি ৮-টা (শুক্রবার বন্ধ)।

বি.দ্র. কুরিয়ার যোগে ঔষধ পাঠানো হয়

যোগাযোগ

ডা. মুহাম্মাদ মুনজুরুল হক (ডি.এইচ.এম.এস)
জনতা ব্যাংকের নিচে, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৯১৬-৭৭৭৬৬৩, ০১৭১১-৪১৫৪৯৯।

তাবলীগী ইজতেমা ২০২৫ সফল হোক

কুরআনের সঠিক মর্ম অনুধাবনে শানে নুযূলের গুরুত্ব

*-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ**

পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানী কিতাব, যা মানব জাতির হেদায়াতের একমাত্র উৎস। কুরআনের মর্ম অনুধাবন ও উপদেশ গ্রহণ করে সার্বিক জীবনে বাস্তবায়নই এর উদ্দেশ্য। কুরআন অনুধাবনের মাধ্যমেই কুরআন নাযিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য হাছিল হয়। পক্ষান্তরে কুরআন মেনে না চললে ক্বিয়ামতের দিন রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্‌র কাছে কুরআন পরিত্যাগের অভিযোগ পেশ করবেন *(ফুরক্বান ২৫/৩০)*। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'কুরআন পরিত্যাগ' করার অর্থ হ'ল 'এর অনুধাবন ও যথার্থ বুঝ হাছিলের চেষ্টা পরিত্যাগ করা'।[১] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'কুরআন পরিত্যাগ করা অনেক প্রকার হ'তে পারে, তান্মধ্যে অন্যতম হ'ল 'কুরআন অনুধাবন ও বুঝ পরিত্যাগ করা'।[২]

কুরআনের সঠিক মর্ম অনুধাবনের জন্য 'শানেনুযূল' তথা আয়াতসমূহ নাযিলের প্রেক্ষাপট জানা খুবই যরূরী। আলোচ্য প্রবন্ধে কুরআনের সঠিক মর্ম অনুধাবনে 'শানেনুযূলে'র গুরুত্ব আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

শানেনুযূল পরিচিতি : কুরআন নাযিলের প্রেক্ষাপট সংক্রান্ত 'ইলম বুঝাতে 'শানেনুযুল' (شان نزول) বা 'সাবাবে নুযূল' (سبب نزول) শব্দ ব্যবহৃত হয়। 'শান' শব্দের অর্থ অবস্থা, মর্যাদা, ঘটনা, পটভূমি। আর 'সাবাব' অর্থ- কারণ, হেতু, উদ্দেশ্য ইত্যাদি।[৩] আর 'নুযূল' অর্থ অবতরণ, নামা, নাযিল হওয়া ইত্যাদি।[৪] অতএব শানে নুযূল বা সাবাবে নুযূল অর্থ অবতরণ বা নাযিলের কারণ, নাযিলের পটভূমি। মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মানব জাতির হেদায়াতের জন্য সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব পবিত্র কুরআন একদিনে নাযিল হয়নি। দীর্ঘ ২৩ বছরে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে, কারো প্রশ্নের জবাবে বা কোন সমস্যার সমাধানে কুরআন নাযিল হয়েছে। মূলত একেই 'আসবাবে নুযূল' বা 'শানেনুযূল' বলা হয়।

শানেনুযূলের পরিচয়ে বলা হয়েছে, ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه، 'যা কোন ঘটনার উল্লেখ বা হুকুম বর্ণনায় এক বা একাধিক আয়াত নাযিল হয়েছে'।[৫] শানেনুযূল বলতে বুঝায় 'মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থ কুরআনের কোন একটি সূরা বা এর অংশবিশেষ অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট বা ইতিহাসকে'।[৬]

নাযিলের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় কুরআনের আয়াতগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।[৭]

প্রথমত : যেসব আয়াত বা সূরা আল্লাহ কোন উপলক্ষ বা কারো প্রশ্নের জবাব ছাড়াই নাযিল করেছেন। এ ধরনের আয়াতের সংখ্যা অধিক। যেমন আক্বীদা সংক্রান্ত বিষয়াবলী, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ও ক্ষমতা সংক্রান্ত আয়াতসমূহ ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত : যেসব আয়াত বা সূরা আল্লাহ বিশেষ কোন কারণে বা কারো প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে বা কোন সমস্যা সমাধানের জন্য নাযিল করেছেন। যেমন- যুল-ক্বারনাইন সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে সূরা কাহাফের ৮৩ থেকে ১০১ মোট ১৯টি আয়াত নাযিল হয়েছে। রূহ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে সূরা বনু ইস্রাঈলের ৮৫নং আয়াত নাযিল হয়েছে ইত্যাদি।

কুরআনের সঠিক মর্ম অনুধাবনে শানেনুযূলের গুরুত্ব :

শানেনুযূল ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানের অন্যতম শাখা। যার মাধ্যমে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত নাযিলের সময়, স্থান, অবস্থা ও বিধান জানা যায়। কুরআনের সঠিক মর্ম অনুধাবনেও শানেনুযূলের গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুতঃ ইলমে তাফসীরের জন্য শানেনুযূল জানা অপরিহার্য। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হ'ল-

(১) কুরআন নাযিলের ধারাবাহিকতা জানা যায় : কুরআন বুঝার জন্য কুরআন নাযিলের ধারাবাহিকতা জানা যরূরী। বর্তমানে আমাদের কাছে আল-কুরআন মুদ্রিত অবস্থায় আছে এবং সূরা ও আয়াতগুলো ধারাবাহিকভাবে সজ্জিত রয়েছে। এভাবে একদিনে কুরআন নাযিল হয়নি। বরং সূরা 'আলাক্বের প্রথম পাঁচ আয়াতের মাধ্যমে কুরআন নাযিলের সূচনা হয়।[৮] অথচ সূরা 'আলাক্ব কুরআনের শেষের দিকে ৯৬তম সূরা। এরপর ৭৪নং সূরা মুদ্দাছছিরের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়।[৯] আর পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসাবে সর্বপ্রথম সূরা ফাতিহা নাযিল হয়।[১০] আর সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত নিয়ে মতভেদ থাকলেও সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মত হ'ল সূরা বাক্বারার ২৮১নং আয়াত। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৭ বা ২১ দিন পূর্বে নাযিল হয়।[১১] আর সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসাবে ১১০নং সূরা নাছর নাযিল হয়।[১২]

(২) কুআনের বিধান নাযিলের ধারাবাহিকতা জানা যায় : ইসলামের বিভিন্ন বিধান একদিনে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসেনি। এটি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে যেমন ধারাবাহিক বর্ণিত

---

* তুলাগাঁও, নোয়াপাড়া, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

১. তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা ফুরক্বান আয়াত ৩০-এর তাফসীর দ্র.।
২. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ (দারু ইলমিল ফাওয়ায়েদ) পৃ. ১১৮।
৩. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, মু'জামুল ওয়াফী, পৃ. ৫৫১।
৪. ঐ, পৃ. ১০৬৩।
৫. মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমিল কুরআন (বৈরূত: দারুল কিতাবিল 'আরাবী, প্রথম প্রকাশ ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.) ১/৮৯।
৬. মাওলানা সাঈদ আল-মিছবাহ, শানেনুযূল (ঢাকা : মোহাম্মদী বুক হাউস, অক্টোবর ২০১৩), পৃ. ভূমিকাংশ।
৭. ইমাম সুয়ূতী, আল-ইতক্বান ফী 'উলূমিল কুরআন ১/৮২।
৮. বুখারী হা/৪৯৫৩; মুসলিম হা/১৬০।
৯. ফাৎহুল বারী, বুখারী হা/৩-এর ব্যাখ্যা দ্র.।
১০. মান্না' আল-ক্বাত্ত্বান, মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন, পৃ. ৬০। গৃহীত: মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তাফসীরুল কুরআন, ৩০তম পারা, পৃ. ৯।
১১. তাফসীর ইবনে কাছির, সূরা বাক্বারাহ ২৮১নং আয়াতের তাফসীর দ্র.। বিস্তারিত : মাসিক আত-তাহরীক, অক্টোবর ২০১৬ প্রশ্নোত্তর (১৭/১৭)।
১২. মুসলিম হা/৩০২৪।

হয়েছে, তেমনি কোন একটি নির্দিষ্ট সূরায় বর্ণিত না হয়ে বিভিন্ন সূরায় নাযিল হয়েছে। সেজন্য বিধান নাযিলের ধারাবাহিকতা না জানলে আমল করা সম্ভব নয়। যেমন মদ হারাম হওয়ার ধারাবাহিকতা, পর্দা ফরয হওয়ার ধারাবাহিকতা ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, মদ মোট চারটি ধাপে হারাম করা হয়।

শানেনুযূল জানা না থাকলে সূরা বাক্বারার আয়াত পাঠ করে অনেকে মদ হালাল মনে করতে পারেন। সূরা নিসার ৪৩নং আয়াত পাঠ করে ছালাত ব্যতীত অন্য সময় মদ পান করাকে জায়েয মনে করবেন। তাই কুরআনের বুঝ হিসাবে তা নাযিলের ধারাবাহিকতা জানার জন্য শানেনুযূল সম্পর্কে জানা যরূরী।

অনুরূপভাবে পর্দা ফরয হওয়ার ও ছিয়াম ফরযের ধারাবাহিকতাসহ ইসলামের অন্যান্য বিধান নাযিলের ধারাবাহিকতা জেনে সঠিকভাবে কুরআন অনুধাবনে শানেনুযূল জানা যরূরী।

(৩) কুরআনের প্রকৃত অর্থ জানা সহজ হয় : মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের কিছু কিছু আয়াত রয়েছে যার প্রকৃত অর্থ শানেনুযূল জানার মাধ্যমে সহজ হয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ‘এবং তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না’ *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। আসলাম আবূ ইমরান আত-তুজীবী (রহঃ) হ’তে বর্ণিত, ‘তিনি বলেন, আমরা রোম সাম্রাজ্যের কোন এক শহরে অবস্থানরত ছিলাম। তখন আমাদেরকে মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে রোমের এক বিশাল বাহিনী যাত্রা শুরু করল। মুসলিমদের পক্ষ হ’তেও একই রকম বা আরো বিশাল একটি বাহিনী যাত্রা শুরু করল। তখন মিসরের শাসক ছিলেন উকবাহ ইবনু আমের (রাঃ) এবং সেনাপতি ছিলেন ফাযালাহ ইবনু উবায়দ (রাঃ)। তখন একজন মুসলিম সেনা রোমীয়দের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করেন। এমনকি বুহ্য ভেদ করে তিনি তাদের ভেতরে ঢুকে পড়েন। তখন মুসলিমগণ সশব্দে চিৎকার করেন এবং বলেন, সুবহানাল্লাহ! লোকটি নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। তখন আবূ আইউব আল-আনছারী (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, হে জনমণ্ডলী! তোমরা এ *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)* আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করছ? অথচ এ আয়াতটি আমাদের তথা আনছারদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

আল্লাহ যখন ইসলামকে বিজয় দান করলেন এবং ইসলামের বিপুল সংখ্যক সাহায্যকারী হয়ে গেল, তখন আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে না শুনিয়ে চুপে চুপে বলল, আমাদের মাল-সম্পদ তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ ইসলামকে এখন শক্তিশালী করেছেন। তার সাহায্যকারীর সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন যদি আমরা আমাদের মাল-সম্পদ রক্ষাণাবেক্ষণের জন্য অবস্থান করতাম এবং বিনষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পদের পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতাম (তাহ’লে ভাল হ’ত)। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা‘আলা আমাদের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে তাঁর নবীর প্রতি নিম্নোক্ত *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)* আয়াত অবতীর্ণ করেন। কাজেই মাল-সম্পদের তত্ত্বাবধান ও তার সংরক্ষণে আত্মনিয়োগ করা এবং জিহাদ ত্যাগ করাই হচ্ছে ধ্বংস। অতএব আবূ আইউব আনছারী (রাঃ) বাড়ী-ঘর ছেড়ে সব সময় আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদে ব্যাপৃত থাকতেন। অবশেষে তিনি রোমে (তৎকালীন এশিয়া মাইনর, বর্তমানে তুরস্ক) মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।[১৩]

মহান আল্লাহ বলেন, فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ‘অতঃপর নিষিদ্ধ মাসগুলি অতিক্রান্ত হ’লে তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা কর, পাকড়াও কর, অবরোধ কর এবং ওদের সন্ধানে প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, ছালাত আদায় করে ও যাকাত দেয়, তাহ’লে ওদের রাস্তা ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(তওবা ৯/৫)*। এ আয়াত দিয়ে চরমপন্থীরা জঙ্গীবাদের দলীল দিয়ে থাকেন। অথচ আয়াতটি বিদায় হজ্জের আগের বছর মুশরিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়। যার মাধ্যমে মুশরিকদের সাথে পূর্বেকার সকল চুক্তি বাতিল করা হয়। এর ফলে মুশরিকদের জন্য হজ্জ চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয় এবং পরের বছর যাতে মুশরিকমুক্ত পরিবেশে রাসূল (ছাঃ) হজ্জ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়। এটি বিশেষ অবস্থায় একটি বিশেষ নির্দেশ মাত্র।[১৪]

(৪) শানেনুযূল জানার মাধ্যমে কুরআন বুঝা সহজ হয় : কুরআনের বিধান সঠিকভাবে পালন করার জন্য কুরআন বুঝা যরূরী। আর শানেনুযূল কুরআন বুঝতে সহজ করে। এজন্য ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহ.) বলেন, معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ‘শানেনুযূল জানা কুরআন বুঝতে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই নাযিলের জ্ঞান উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান’।[১৫] মহান আল্লাহ বলেন, نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ، ‘তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত স্বরূপ। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে চাও গমন কর’ *(বাক্বারাহ ২/২২৩)*। এ আয়াত দ্বারা বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহ স্ত্রীদের সাথে মিলনের কোন নিয়মনীতি বেধে দেননি। অথচ এ আয়াত আল্লাহ এ উদ্দেশ্যে নাযিল করেননি বরং এ আয়াত নাযিল হয়েছে ইহুদীদের সম্পর্কে। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, ‘ইহুদীগণ তাদের মহিলাদের হায়েয হ’লে তার সাথে এক সঙ্গে খাবার খেত না এবং এক ঘরে বাস করত না। ছাহাবায়ে কেরাম এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন,

১৩. *তিরমিযী হা/২৯৭২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩।*
১৪. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তর জবাব, পৃ. ৪।*
১৫. *মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১৩/১৮১।*

'আর লোকেরা তোমাকে প্রশ্ন করছে মহিলাদের ঋতুস্রাব সম্পর্কে। তুমি বল, ওটা কষ্টদায়ক বস্তু। অতএব ঋতুকালে তোমরা স্ত্রীমিলন হ'তে বিরত থাক...' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা (সে সময় তাদের সাথে) শুধু সহবাস ছাড়া অন্যান্য সব কাজ কর। এ খবর ইহুদীদের কাছে পৌঁছলে তারা বলল, 'এ লোকটি সব কাজেই কেবল আমাদের বিরোধিতা করতে চায়'।[১৬]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، 'আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদের ঈমানকে বিনষ্ট করবেন' *(বাক্বারাহ ২/১৪৩)*। এখানে 'ঈমান' শব্দ দ্বারা ঈমানের প্রচলিত অর্থ নেয়া হ'লে আয়াতের মর্ম হবে এই যে, ক্বিবলা পরিবর্তনের ফলে নির্বোধেরা মনে করতে থাকে যে, এরা দ্বীন ত্যাগ করেছে কিংবা এদের ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে। উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন না। কাজেই তোমরা নির্বোধদের কথায় কর্ণপাত কর না। কোন কোন মনীষীর মতে এখানে ঈমানের অর্থ করা হয়েছে ছালাত। মর্মার্থ এই যে, সাবেক ক্বিবলা বায়তুল-মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে যেসব ছালাত আদায় করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলো নষ্ট করবেন না; বরং তা শুদ্ধ ও মকবূল হয়েছে।[১৭]

বারা' (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) মদীনাতে ষোল অথবা সতের মাস যাবৎ বায়তুল মাক্বদিসের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করেন। অথচ নবী করীম (ছাঃ) বায়তুল্লাহ্র দিকে তার ক্বিবলা হওয়াকে পসন্দ করতেন। নবী করীম (ছাঃ) 'আছর ছালাত (কা'বার দিকে মুখ করে) আদায় করেন এবং লোকেরাও তাঁর সঙ্গে ছালাত আদায় করেন। এরপর তাঁর সঙ্গে ছালাত আদায়কারী একজন বের হন এবং তিনি একটি মসজিদের লোকেদের পাশ দিয়ে গেলেন তখন তারা রুকূ অবস্থায় ছিলেন। তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে মক্কার দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করেছি। এ কথা শোনার পর তাঁরা যে অবস্থায় ছিলেন, সে অবস্থায় বায়তুল্লাহ্র দিকে ফিরে গেলেন। আর যারা ক্বিবলা বায়তুল্লাহ্র দিকে পরিবর্তনের পূর্বে বায়তুল মাকদিসের দিকে ছালাতরত অবস্থায় মারা গিয়েছেন, শহীদ হয়েছেন, তাদের সম্পর্কে আমরা কী বলব তা আমাদের জানা ছিল না। তখন আল্লাহ এ আয়াত *(বাক্বারাহ ২/১৪৩)* অবতীর্ণ করেন'।[১৮]

(৫) আয়াতে কারীমার সঠিক মর্ম উপলব্ধি করা যায় : কুরআনের সঠিক মর্ম উপলব্ধি না করতে পারলে কুরআন দ্বারা হেদায়াতের পরিবর্তে বিভ্রান্ত হ'তে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে, তারা পূর্বে যা (মদ) ভক্ষণ করেছে, তার জন্য তাদের উপর কোন দোষ বর্তাবে না, যখন তারা ভবিষ্যতে সংযত হয় এবং ঈমান আনে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে' *(মায়েদাহ ৫/৯৩)*।

এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ দেখে মনে হয়, আল্লাহ্র ভয় ও ঈমান থাকলে সবকিছু আহার করা হালাল। কোন কিছুই হারাম নয়। অধিকন্তু আয়াতটি মদ হারাম ঘোষণার পরপর আসায় কেউ কেউ ভাবতে পারেন, এখানে বোধ হয় ঈমানদার ও নেককার লোকদের জন্য মদ্যপানের বৈধতা ও অনুমতি দেওয়া হয়েছে (নাউযুবিল্লাহ)। অথচ এ আয়াত নাযিল হয়েছে ঐ সকল ছাহাবীদের সম্পর্কে, যারা মদ হারাম হওয়ার পূর্বে মদপান করে মারা গেছেন। বারা' ইবনু আযেব (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ)-এর বেশ কিছু ছাহাবী শরাব নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে মদ্যপানে অভ্যস্ত অবস্থায় মারা যান। মদ হারাম হওয়া সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হ'লে নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের কেউ কেউ বলেন, আমাদের ঐসব সাথীদের কি হবে, যারা মদ পানে অভ্যস্ত থাকা কালে মারা গেছেন? তখন এ আয়াত *(মায়েদা ৫/৯৩)* অবতীর্ণ হয়'।[১৯] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলমের সাথে মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই সুপথ প্রাপ্ত' *(আন'আম ৬/৮২)*। আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াত *(আন'আম ৬/৮২)* অবতীর্ণ হ'ল তখন তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবাদের কাছে গুরুতর মনে হ'ল। তারা বললেন, আমাদের মাঝে এমন কে আছে যারা তাদের ঈমানকে যুলম দ্বারা কলুষিত করেনি? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তা অবশ্যই এমনটা নয়, তোমরা কি লোকমানের কথা শ্রবণ করনি? শিরকই বিরাট যুলুম (সীমালঙ্ঘন) *(লোক্বমান ৩১/১৩)*।[২০]

(৬) শানেনুযূল কুরআনের দুর্বোধ্যতা দূর করে : আল্লাহ বলেন, لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ، 'যেসব লোকেরা তাদের কৃতকর্মে খুশী হয় এবং তারা যা করেনি, এমন কাজে প্রশংসা পেতে চায়, তুমি ভেব না যে, তারা শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে' *(আলে ইমরান ৩/১৮৮)*। এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে ইয়াহুদীদের সম্পর্কে। আলক্বামাহ ইবনু ওয়াক্কাছ অবহিত করেছেন যে, মারওয়ান (রহঃ) তাঁর দারোয়ানকে বললেন, হে নাফি'! তুমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে বল, যদি প্রাপ্ত বস্তুতে আনন্দিত এবং যা করেনি এমন কাজ সম্পর্কে প্রশংসিত হ'তে আশাবাদী প্রত্যেক ব্যক্তিই শাস্তিপ্রাপ্য হয় তাহ'লে সকল মানুষই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, এটা

১৬. *মুসলিম হা/৩০২।*
১৭. *কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর) মদীনা: বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স, ১/১৩৮।*
১৮. *বুখারী হা/৪৪৮৬।*
১৯. *তিরমিযী হা/৩০৫১।*
২০. *বুখারী হা/৬৯১৮।*

তোমাদের মাথা ঘামানোর বিষয় নয়। একদা নবী করীম (ছাঃ) ইহুদীদেরকে ডেকে একটা বিষয় জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাতে তারা সত্য গোপন করে বিপরীত তথ্য দিয়েছিল। এতদসত্ত্বেও তারা তাদের দেয়া উত্তরের বিনিময়ে প্রশংসা অর্জনের আশা করেছিল এবং তাদের সত্য গোপনের জন্য আনন্দিত হয়েছিল। তারপর ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনাকারী আব্দুর রায্যাক (রহঃ) ও ইবনু জুরাইজ (রহঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[২১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، 'আর আল্লাহ্র জন্যই পূর্ব ও পশ্চিম। অতএব যেদিকেই তোমার মুখ ফিরাও সেদিকেই রয়েছে আল্লাহ্র চেহারা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/১১৫)*।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, যে কোন দিকে মুখ করেই ছালাত আদায় করা যায়। নফল ছালাত হোক বা ফরয ছালাত হোক, সফর হোক বা মুক্বীম অবস্থায় হোক। অথচ এ আয়াত মুসাফির ব্যক্তির বাহনে নফল ছালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إِيمَاءً، صَلاَةَ اللَّيْلِ إِلاَّ الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، 'নবী করীম (ছাঃ) সফরে ফরয ছালাত ব্যতীত তাঁর সাওয়ারী হ'তেই ইঙ্গিতে রাতের ছালাত আদায় করতেন সাওয়ারী যে দিকেই ফিরুক না কেন। আর তিনি বাহনের উপরেই বিতর আদায় করতেন'।[২২] অন্য বর্ণনায় আছে, তারপর ইবনু ওমর (রাঃ) এই আয়াত পাঠ করলেন, 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্র জন্যই। অতএব তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও সেদিকেই আল্লাহ্র চেহারা' *(বাক্বারাহ ২/১১৫)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, এ প্রসঙ্গেই উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।[২৩]

তবে তাকবীরে তাহরীমার সময় ক্বিবলামুখী হওয়া মুস্তাহাব। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) সফরে নফল ছালাত আদায়ের ইচ্ছা করলে স্বীয় উষ্ট্রীকে ক্বিবলামুখী করে নিয়ে তাকবীর বলতেন। অতঃপর সাওয়ারীর মুখ যেদিকেই হ'ত সেদিকে ফিরেই ছালাত আদায় করতেন।[২৪] ফরয ছালাত আদায়ের জন্য ক্বিবলামুখী হওয়া শর্ত। জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ، فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، 'নবী করীম (ছাঃ) নিজের সাওয়ারীর উপর (নফল) ছালাত আদায় করতেন, সাওয়ারী তাঁকে নিয়ে যে দিকেই মুখ করত না কেন। কিন্তু যখন ফরয ছালাত আদায়ের ইচ্ছা করতেন, তখন নেমে পড়তেন এবং ক্বিবলামুখী হ'তেন'।[২৫] জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيْ حَاجَةٍ قَالَ فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ- 'রাসূল (ছাঃ) আমাকে কোন কাজে পাঠালেন। আমি ফিরে এসে দেখি তিনি সাওয়ারীর উপর পূর্ব দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করছেন এবং তাঁর রুকূর চেয়ে সাজদা হ'তে (মাথা) অধিক নত ছিল'।[২৬]

(৭) কুরআনের হুকুম প্রয়োগে শানেনুযূল জানা যরূরী : কুরআনের বিভিন্ন হুকুম প্রদানের জন্য শানেনুযূল জানা যরূরী। অন্যথা ভুল হ'তে পারে। যেমন আল্লাহ বলেন, فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، 'অতএব তোমার পালনকর্তার শপথ! তারা কখনো (পূর্ণ) মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়ে তোমাকে ফায়ছালা দানকারী হিসাবে মেনে নিবে' *(নিসা ৪/৬৫)*।

খারেজী আক্বীদার মুফাসসিরগণ অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন 'তাগূতের অনুসারী ঐসব লোকেরা 'ঈমানের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে। মুখে তারা যত দাবীই করুক না কেন'।[২৭] অথচ এখানে لاَ يُؤْمِنُونَ 'তারা মুমিন হ'তে পারবে না'-এর প্রকৃত অর্থ হ'ল, لاَ يَسْتَكْمِلُوْنَ الْإِيْمَانَ 'তারা পূর্ণ মুমিন হ'তে পারবে না'।[২৮] কারণ উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছিল দু'জন ছাহাবীর পরস্পরের জমিতে পানি সেচ সংক্রান্ত বিবাদ মিটানোর উদ্দেশ্যে। আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক আনছারী নবী করীম (ছাঃ)-এর সামনে যুবায়ের (রাঃ)-এর সঙ্গে হাররার নালার পানি নিয়ে ঝগড়া করল। মহিলা সেই পানি দ্বারা খেজুর বাগানে সেচ দিত। আনছারী বলল, নালার পানি ছেড়ে দিন, যাতে তা (প্রবাহিত থাকে)। কিন্তু যুবায়ের (রাঃ) দিতে অস্বীকার করেন। তারা দু'জনে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হ'লে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) যুবায়ের (রাঃ)-কে বললেন, হে যুবায়ের! তোমার যমীনে (প্রথমে) সেচ করে নেও। এরপর তোমার প্রতিবেশীর দিকে পানি ছেড়ে দাও। এতে আনছারী অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, সে তো আপনার ফুফাতো ভাই। এতে রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারায় অসন্তুষ্টির চাপ প্রকাশ পেল। এরপর তিনি বললেন, হে যুবায়ের! তুমি নিজের জমি সেচ কর। এরপর পানি আটকিয়ে রাখ, যাতে তা বাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে। যুবায়ের (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমার মনে হয়, এ আয়াতটি *(নিসা ৪/৬৫)* এ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।[২৯]

---

২১. বুখারী হা/৪৫৬৮।
২২. বুখারী হা/১০০০; মুসলিম হা/৭০০; মিশকাত হা/১৩৪০।
২৩. তিরমিযী হা/২৯৫৮।
২৪. আবূদাঊদ হা/১২২৮।
২৫. বুখারী হা/৪০০, ১০৯৪, ১০৯৯, ৪১৪০।
২৬. আবূদাঊদ হা/১২২৭; তিরমিযী হা/৩৫১।
২৭. সাইয়িদ কুতুব, তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন ২/৮৯৫; জিহাদ ও ক্বিতাল ৬৭ পৃ.।
২৮. ফাৎহুল বারী হা/২৩৫৯-এর ব্যাখ্যা দ্র.।
২৯. বুখারী হা/২৩৫৯।

দু'জনই ছিলেন বদরী ছাহাবী এবং দু'জনই ছিলেন স্ব স্ব জীবদ্দশায় ক্ষমাপ্রাপ্ত। অতএব তাদের কাউকে 'তাগূতের অনুসারী' মুনাফিক বা কাফের বলার উপায় নেই। কিন্তু খারেজী ও শী'আপন্থী মুফাসসিরগণ তাদের 'কাফের' বলায় প্রশান্তিবোধ করে থাকেন। তারা এর দ্বারা সকল কবীরা গোনাহগার মুসলমানকে 'কাফের' সাব্যস্ত করেছেন। ফলে তাদের ধারণায় কোন মুসলিম সরকার 'মুরতাদ' হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, উক্ত সরকার স্বীয় রাষ্ট্রে কিছু কুফরী কাজের প্রকাশ ঘটাল'।[৩০]

(৮) কুরআনের বিধান সম্পর্কে জানা যায় : কুরআনে বর্ণিত আয়াতের হুকুম বিভিন্ন রকম রয়েছে। আর বাহ্যিক আয়াত দ্বারা এটা বুঝা যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে শানেনুযূল দ্বারা বুঝা যায়। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ 'নিশ্চয়ই ছাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অন্যতম। অতএব যারা কা'বা গৃহে হজ্জ অথবা ওমরাহ করে, তাদের জন্য এ দু'টি প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই। আর যদি কেউ স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত কিছু নেকীর কাজ করে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ গুণগ্রাহী ও সুবিজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/১৫৮)*।

ছাফা ও মারওয়া সাঈ করা হজ্জের একটি রুকন। অথচ এ আয়াত দ্বারা বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, হজ্জ ও ওমরায় ছাফা ও মারওয়া প্রদক্ষিণ করা ফরয নয় বরং নফল। অথচ এটা ফরয, যা শানেনুযূলের মাধ্যমে জানতে পারি। উরওয়াহ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, মহান আল্লাহ্র এ বাণী *(বাক্বারাহ ২/১৫৮)* সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? (আমার ধারণা যে,) ছাফা-মারওয়ার মাঝে কেউ সাঈ না করলে তার কোন দোষ নেই। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, ওহে ভাগ্না! তুমি যা বললে, তা ঠিক নয়। কেননা যা তুমি তাফসীর করলে, যদি আয়াতের মর্ম তা-ই হ'ত, তাহ'লে আয়াতের শব্দ বিন্যাস এভাবে হ'ত (لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) 'দু'টোর মাঝে সা'ঈ না করায় কোন দোষ নেই'। কিন্তু আয়াতটি আনছারদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মুশাল্লাল নামক স্থানে স্থাপিত মানাত নামের মূর্তির পূজা করত, তার নামেই তারা ইহরাম বাঁধত। সে মূর্তির নামে যারা ইহরাম বাঁধত তারা ছাফা-মারওয়া সাঈ করাকে অপরাধ মনে করত। ইসলাম গ্রহণের পর তারা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! পূর্বে আমরা ছাফা ও মারওয়া সাঈ করাকে অপরাধ মনে করতাম (এখন কি করব?) এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ) অবতীর্ণ করেন।[৩১]

জাহেলী যুগেও যেহেতু এ সাঈর রীতি প্রচলিত ছিল। তখন এ দু'টি পাহাড়ের মধ্যে কয়েকটি মূর্তি সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। এজন্য মুসলিমদের কারো কারো মনে একটা দ্বিধার ভাব জাগ্রত হয়েছিল যে, বোধ হয় এ সাঈ জাহেলী যুগের কোন অনুষ্ঠান এবং ইসলাম যুগে এর অনুসরণ করা হয়ত গোনাহের কাজ। এরূপ সন্দেহ নিরসন কল্পে আল্লাহ তা'আলা যেভাবে বায়তুল্লাহর ক্বিবলা হওয়া সম্পর্কিত সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দের অবসান ঘটিয়েছেন, তেমনিভাবে এ আয়াতে বায়তুল্লাহ সংশ্লিষ্ট আরও একটি সংশয়ের অপনোদন করে দিয়েছেন।[৩২]

(৯) সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতবহ ঘটনা বিস্তারিত জানা যায় : কুরআনের বহু স্থানে সংক্ষিপ্তাকারে বিশেষ কোন ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উক্ত ঘটনার শানেনুযূল জানা না থাকলে সেসব আয়াতে কারীমার মর্মার্থ যথাযথভাবে বুঝা যায় না। যেমন আল্লাহ বলেন, فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى، 'সুতরাং তোমরা তাদের হত্যা করনি, বরং আল্লাহ তাদের হত্যা করেছেন। আর তুমি ধূলি নিক্ষেপ করনি যখন তুমি তা নিক্ষেপ করেছিলে, বরং আল্লাহই তা নিক্ষেপ করেছিলেন' *(আনফাল ৮/১৭)*। এ আয়াতে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে, বদর যুদ্ধের দিনে যখন মক্কার এক হাযার সদস্যের বাহিনী ময়দানে এসে উপস্থিত হয়, তখন মুসলিমদের সংখ্যাল্পতা এবং নিজেদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তারা গর্বিত ও সদম্ভ ভঙ্গিতে উপস্থিত হয়। সে সময় রাসূল (ছাঃ) দো'আ করেন হে আল্লাহ! আপনাকে মিথ্যা জ্ঞানকারী এই কুরাইশরা গর্ব ও দম্ভ নিয়ে এগিয়ে আসছে। আপনি বিজয়ের যে প্রতিশ্রুতি আমাকে দিয়েছেন, তা যথাশীঘ্র পূরণ করুন। তখন জিব্রীল (আঃ) এসে নিবেদন করেন, হে রাসূল! আপনি এক মুষ্টি মাটি নিয়ে শত্রু বাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করুন। তিনি তাই করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিনবার মাটি ও কাকরের মুঠো তুলে নেন এবং একবার শত্রুবাহিনীর ডান অংশের উপর, একবার বাম অংশের উপর এবং একবার সামনের দিকে নিক্ষেপ করেন। সেই এক কিংবা তিন মুষ্টি কাকরকে আল্লাহ এমনভাবে ছড়িয়ে দেন যে, প্রতিপক্ষের সৈন্যদের এমন একটি লোকও বাকী ছিল না, যার চোখ অথবা মুখমণ্ডলে এই ধূলি ও কাকর পৌঁছেনি। আর তারই প্রতিক্রিয়ায় গোটা শত্রুবাহিনীর মাঝে এক ভীতির সঞ্চার হয়ে যায়। এভাবে মুসলিম বাহিনী এই বিজয় লাভে সমর্থ হন। আয়াতে মুসলমানদেরকে হেদায়াত দান করা হয় যে, নিজের চেষ্টা-চরিত্রের জন্য গর্ব করো না; যা কিছু ঘটেছে তা শুধুমাত্র তোমাদের চেষ্টা ও পরিশ্রমেরই ফসল নয়; বরং এটা আল্লাহ্র একান্ত সহায়তারই ফল। তোমাদের হাতে যেসব শত্রু নিহত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে তোমরা হত্যা করনি; বরং আল্লাহই হত্যা করেছেন।[৩৩]

---

৩০. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, কুরআন অনুধাবন, (হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ), ১ম প্রকাশ, পৃ.৩০-৩১।
৩১. বুখারী হা/১৬৪৩; মুসলিম হা/১২৭৭।
৩২. কুরআনুল কারীম (বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর), ১/১৮৯।
৩৩. কুরআনুল কারীম (বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর), ১/৮৯০-৮৯১।

(১০) তাফসীরের জন্য শানেনুযূল জানা প্রয়োজন : কুরআনের তাফসীর করার জন্য যেসকল বিষয় জানা যরূরী তার অন্যতম হ'ল শানেনুযূল। শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হি./১৭০৩-১৭৬২ খৃ.) বলেন, 'ঐ ব্যক্তির জন্য কুরআনের তাফসীরে প্রবেশ করা হারাম যে ব্যক্তি কুরআনের ভাষা জানে না, যে ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে এবং রাসূল (ছাঃ), তাঁর ছাহাবী ও তাবেঈগণ থেকে বর্ণিত ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবগত নয় এবং যে ব্যক্তি কুরআনের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও আয়াত নাযিলের কারণ এবং নাসেখ-মানসূখ সম্পর্কে অবগত নয়'।[৩৪]

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, (ক) কুরআনের তাফসীরের জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতি হ'ল কুরআন দিয়ে কুরআনের ব্যাখ্যা করা। কেননা এক স্থানে আয়াতটি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হ'লেও অন্য স্থানে সেটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। (খ) যদি তুমি এতে ব্যর্থ হও, তাহ'লে সুন্নাহতে এর ব্যাখ্যা তালাশ কর। কেননা এটি কুরআনের ব্যাখ্যা ও তার মর্ম স্পষ্টকারী। আল্লাহ বলেন, 'আর আমরা তোমার নিকটে কুরআন নাযিল করেছি, যাতে তুমি লোকদের নিকট বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দাও যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে' *(নাহল ১৬/৪৪)*। আর সুন্নাহ নিজেই রাসূলের উপরে অহি আকারে নাযিল হয়েছে, যেমন তাঁর উপরে কুরআন নাযিল হয়েছে। যদিও তা কুরআনের ন্যায় তেলাওয়াত করা হয় না। অতঃপর যখন আমরা কুরআনে বা সুন্নাহতে কোন ব্যাখ্যা না পাব, তখন ছাহাবীগণের বক্তব্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করব। কেননা কোন্ অবস্থায় বা কোন্ প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছিল, সে বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার কারণে তাঁরা উক্ত বিষয়ে অধিক অবগত ছিলেন। আর এ বিষয়ে তাঁদের ছিল পূর্ণ বুঝ এবং সঠিক ধারণা ও আমল। বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ। যেমন চার খলীফা, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস প্রমুখ বিদ্বানগণ।[৩৫]

(১১) শানেনুযূল সংকীর্ণতাকে দূর করে দেয় : মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، 'তুমি বলে দাও, আমার নিকট যা অহি করা হয়েছে, তাতে ভক্ষণকারীর জন্য আমি কোন খাদ্য হারাম পাইনি যা সে ভক্ষণ করে, কেবল মৃত প্রাণী, প্রবাহিত রক্ত ও শূকরের গোশত ব্যতীত। কেননা এগুলি নাপাক বস্তু। আর ঐ প্রাণী ব্যতীত, যা শিরকের কারণে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে' *(আন'আম ৬/১৪৫)*।

উক্ত আয়াত মক্কার কাফেদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।[৩৬] আর এ আয়াত দ্বারা অল্প কিছু খাবার হারামের কথা বুঝা যায় অথচ আল্লাহ আরো অনেক খাবার হারাম করেছেন যা এ আয়াতের শানেনুযূল থেকে জানা যায়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জাহিলী যুগের লোকেরা কিছু জিনিস খেত এবং ঘৃণাবশত কিছু জিনিস পরিহার করত। এ অবস্থায় আল্লাহ তাঁর নবী (ছাঃ)-কে প্রেরণ করলেন এবং তাঁর কিতাব অবতীর্ণ করলেন এবং তাতে কিছু জিনিস হালাল করলেন ও কিছু জিনিস হারাম করলেন। তিনি যা হালাল করেছেন তা হালাল এবং যা হারাম করেছেন তা হারাম, আর যেগুলো সম্পর্কে নীরব থেকেছেন তাতে ছাড় দেয়া হয়েছে। অতঃপর ইবনু আব্বাস (রাঃ) আন'আম ৬/১৪৫ আয়াত তেলাওয়াত করেন।[৩৭]

পরিশেষে একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, কুরআনের সঠিক মর্ম অনুধাবন করা ও বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জানার ক্ষেত্রে শানেনুযূলের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। শানেনুযূল অবগত হওয়া ব্যতীত সঠিকভাবে কুরআন বুঝা ও কুরআনের উপর আমল করা দুষ্কর। তাই প্রত্যেক মুসলিমের কুরআন জানা ও মানার জন্য শানেনুযূল জানা যরূরী।

---

৩৪. কুরআন অনুধাবন, পৃ. ২০।
৩৫. কুরআন অনুধাবন ২০-২১ পৃ.।
৩৬. তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা আন'আম ১৪৬নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।
৩৭. আবূদাঊদ হা/৩৮০০।

হোটেল এশিয়া
(আবাসিক)
HOTEL ASIA
(RESIDENTIAL)
☎0721-773721, 01712-439021
* মনোরম পরিবেশ
* রুচিসম্মত আবাসিক সুবিধা
* গাড়ি পার্কিং-এর সু-ব্যবস্থা
তাবলীগী ইজতেমা'২৫ সফল হোক।
ইয়াসীন সুপার মার্কেট, ষ্টেশন রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী
(নির্ভরযোগ্য তথ্যসমৃদ্ধ কিতাব প্রকাশে সচেষ্ট)
এখানে ক্বওমী মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক-সহ নির্ভরযোগ্য লেখক ও প্রকাশনীর সকল প্রকার ধর্মীয় বই পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়।
১ম শাখা : মাদ্রাসা মার্কেট (মসজিদের উত্তর পার্শ্বে), রাণী বাজার, রাজশাহী। ০১৭০৮-৫২৪৫২৫
Fesb. Wahidiyais Islamia Laibeary
২য় শাখা : সোনাদীঘির মোড়, সাহেব বাজার, রাজশাহী। ০১৭৩৭-১৫২০৩৬
ঢাকা শাখা : মাদ্রাসা মার্কেট তৃতীয় তলা, বাংলা বাজার, ঢাকা। ০১৯২২৫৮৯৬৪৫

কুরআন সংকলনের ইতিহাস

-ড. মুহাম্মাদ আজীবর রহমান*

ভূমিকা :

কুরআন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ। এ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর সুদীর্ঘ ২৩ বছরে অবতীর্ণ হয়েছে। পূর্ববর্তী নবীদের উপর অবতীর্ণ সকল কিতাব লিখিত হ'লেও একমাত্র কুরআনই পঠিত আসমানী কিতাব। জিব্রীল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে 'অহি' পাঠ করে শুনাতেন।[১] কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হ'লেও এর আহ্বান ও আবেদন সার্বজনীন। এটি সমগ্র মানবজাতির হেদায়াতের জন্য নাযিল হয়েছে। আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে কুরআনই সর্বাধুনিক। তাওরাতে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুহাম্মাদ! আমি তোমার উপর সর্বাধুনিক কিতাব নাযিল করেছি'।[২] দুনিয়ার সর্বাধিক পঠিত এ গ্রন্থ বার বার পঠিত হয় বলে একে 'কুরআন' বলা হয়। কুরআন সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী কিতাব। সেকারণ কুরআনকে 'ফুরক্বান'ও বলা হয়। 'কুরআন' শব্দটি পবিত্র কুরআনে সত্তর বার এসেছে।[৩] ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে হেরা পর্বতে সূরা আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়ে কুরআন নাযিলের সূচনা হয়।[৪] অতঃপর পূর্ণ ত্রিশপারা কুরআন তেইশ বছরে স্থান-কাল পাত্রভেদে নাযিল হয়েছে। সে কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় সম্পূর্ণ কুরআন গ্রন্থাকারে সংকলন সম্ভব হয়নি। তাছাড়া কুরআনের কোন আয়াত বা বিধান মানসূখ বা রহিত হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর বিধান রহিত হওয়ার সম্ভাবনা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।[৫] ফলে কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে না। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই সম্পূর্ণ কুরআন লিপিবদ্ধ হয়, যা খণ্ড খণ্ড আকারে বিভিন্ন ছাহাবীর নিকটে সংরক্ষিত ছিল। ওমর (রাঃ)-এর পরামর্শে প্রথম খলীফা আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর শাসনামলে (৬৩২-৬৩৪ খৃ.) তাঁর নির্দেশে সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর তৃতীয় খলীফা ওছমান (রাঃ) কুরআন সংকলন করে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে একই ক্বিরাআতের উপর ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে কুরআন সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হ'ল।-

কুরআন পরিচিতি :

কুরআনের মূল পরিচয় হ'ল এটি 'কালামুল্লাহ' (كَلَامُ اللهِ) বা আল্লাহ্র কালাম। যা সরাসরি আল্লাহ্র নিকট থেকে এসেছে।[৬] সৃষ্টিজগত দুনিয়াবী চোখে কখনোই তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে দেখতে পাবে না *(আন'আম ৬/১০৩)*। তবে তাঁর 'কালাম' দেখে, পড়ে, শুনে ও বুঝে হেদায়াত লাভ করতে পারবে। কুরআনের ভাব ও ভাষা, এর প্রতিটি বর্ণ, শব্দ ও বাক্য আল্লাহ্র। জিব্রীল (আঃ) ছিলেন কুরআনের বাহক[৭] এবং রাসূল (ছাঃ) ছিলেন এর প্রচারক ও ব্যাখ্যাতা।[৮] কুরআন লওহে মাহফূযে (সুরক্ষিত ফলকে) লিপিবদ্ধ' *(বুরূজ ৮৫/২১-২২)*। সেখান থেকে মহান আল্লাহ্র হুকুমে পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়েছে।[৯]

কুরআন সংকলনের বিভিন্ন পর্যায়

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে কুরআন সংরক্ষণ :

৬১০ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট মোতাবেক ২১শে রামাযান সোমবার ক্বদরের রাত্রিতে প্রথম কুরআন নাযিল হয়।[১০] অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর ২৩ বছরের নবুঅতী জীবনের বাঁকে বাঁকে বাস্তবতার নিরিখে আসমানী তারবার্তা হিসাবে কুরআন নাযিল হয়েছে পরম্পরাগতভাবে। নুযূলে কুরআনের শুরু থেকে নবুঅতের শুরু এবং নুযূলে কুরআনের সমাপ্তিতে নবী জীবনের সমাপ্তি।[১১] কুরআনের কোন সূরা কিংবা সূরার অংশ বিশেষ যখন নাযিল হ'ত তখন ছাহাবায়ে কেরাম তা মুখস্থ করতেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা লিখিয়ে নিতেন।[১২] সুতরাং রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে দু'ভাবে কুরআন সংরক্ষণ করা হতো। ১. মুখস্থকরণের মাধ্যমে। যেমন- আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, আমি কুরআন মুখস্থ করেছি এবং তা প্রতি রাতে সম্পূর্ণ তিলাওয়াত করি'।[১৩] ২. লেখার মাধ্যমে। যেমন আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) ব্যতীত আর কারো নিকট আমার চেয়ে অধিক হাদীছ নেই। কারণ তিনি লিখতেন, আর আমি লিখতাম না'।[১৪]

যে সকল ছাহাবী অহি লেখার কাজে নিয়োজিত ছিলেন তাঁদেরকে 'কাতেবুল অহি' বা অহি লেখক বলা হয়। বিশিষ্ট অহি লেখক যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) 'কাতেবুন নবী' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। অহি লেখকদের সংখ্যা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ তাদের সংখ্যা চল্লিশ বলে উল্লেখ করেছেন।[১৫] প্রফেসর ড. আলী ইবনু সুলাইমান

---

* *রেজিস্ট্রার ও সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, নর্থবেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী।*

১. *মুফতী আহমাদ ইয়ার খান নঈমী, তাফসীরে নঈমী (ইলাহাবাদ : মাকতাবাতুল হাবীব জামি'আ হাবীবিয়া, তাবি), ১ম খণ্ড, পৃ. ৮।*
২. *দারেমী হা/৩৩৭০, সনদ হাসান; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩১৭৩৮।*
৩. *ড. মোহাম্মদ আব্দুল অদুদ, বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (ঢাকা : আল-কুরআন ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ একাডেমী, মার্চ ২০০৪), পৃ. ৯-১০।*
৪. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৪৩৭ হি./২০১৫ খ্রী.), পৃ. ৮৪।*
৫. *ছুবহী ছালিহ, মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন (বৈরূত: দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৯৯), পৃ. ৭৩।*
৬. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭৭৪; নিসা ৪/৮২।*
৭. *বাক্বারাহ ২/৯৭; শু'আরা ২৬/১৯৪; তাকভীর ৮১/১৯।*
৮. *মায়েদাহ ৫/৬৭; নাহল ১৬/৪৪, ৬৪।*
৯. *আলে ইমরান ৩/৩; ইসরা ১৭/১০৬; ফুরক্বান ২৫/৩২; যুমার ৩৯/২৩।*
১০. *সীরাতে ইবনু হিশাম ১/২৩৬; সূরা ক্বদর ৯৭/১-৫; ড. আকরাম যিয়া উমরী, সীরাহ ছহীহাহ ১/১২৫।*
১১. *সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ৮০১।*
১২. *বুখারী, 'কুরআনের মর্যাদা' অধ্যায়, 'কুরআন সংরক্ষণ' অনুচ্ছেদ।*
১৩. *বুখারী হা/১৯৭৮, ৫০৫২-৫৪; মুসলিম হা/১১৫১-২; তিরমিযী হা/২৯৪৯; নাসাঈ হা/২৩৯০, ২৪০০।*
১৪. *বুখারী হা/১১৩।*
১৫. *মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন পৃ. ১০১।*

আল-আবীদ বলেন, তাদের সংখ্যা ৪৪জন।[১৬] তৎকালে আরবে লেখার উপকরণ সহজলভ্য ছিল না। ফলে হাড়, কাঠফলক, পাথরখণ্ড, গাছের পাতা, খেজুরের ডাল ও চামড়ায় কুরআন লিপিবদ্ধ করা হ'ত।[১৭] সূরা নিসার ৯৫ নম্বর আয়াত নাযিল হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যায়েদকে ডাক, সে যেন ফলক, দোয়াত ও হাড় নিয়ে আসে'।[১৮] যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য অহি লিপিবদ্ধ করতাম। যখন তাঁর উপর অহি নাযিল হ'ত তখন তাঁর দেহ মোবারক ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। পবিত্র দেহে ঘামের ফোঁটা মুক্তার দানার ন্যায় চকমক করত। যখন এ অবস্থা শেষ হয়ে যেত তখন আমি দুম্বার চওড়া হাড় অথবা লিখনযোগ্য কোন বস্তু নিয়ে হাযির হ'তাম। আমি লিখতে থাকতাম আর তিনি লিখাতে থাকতেন। এমনকি যখন আমি লেখা শেষ করতাম তখন কুরআন নকল করার ওযন আমার কাছে এমন অনুভব হ'ত যেন আমার পা ভেঙ্গে যাবে এবং আমি আর কখনো আমার পায়ের উপর চলতে পারব না। লেখা শেষ হ'লে তিনি বলতেন, 'পড়'। আমি তখন পড়ে শুনাতাম। আমি কোন ভুল-ত্রুটি করলে তিনি তা সংশোধন করে দিতেন। তারপর সেটাকে লোকদের সামনে নিয়ে আসতাম'।[১৯]

প্রাথমিক পর্যায়ে লিখে এবং মুখস্থ করেই কুরআন সংরক্ষণ করা হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম আবাসিক এবং পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে 'আছহাবে ছুফফাহ'। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (১২৬৩-১৩২৮)-এর মতে, 'এই প্রতিষ্ঠানে একসাথে ৭০/৮০ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত থাকত এবং মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৬০০/৭০০ জন'।[২০] এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা রাত-দিন কুরআন-সুন্নাহ শিখতেন এবং আলোচনা-পর্যালোচনা ও গবেষণা করতেন। আর তাদেরকে পরবর্তীতে কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য শিক্ষক হিসাবে বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়। ফলে হাফেয ও শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কুরআনের হেফাযত ও সংরক্ষণ কর। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন! অবশ্যই উট তার রশি থেকে যেমন দ্রুত পালিয়ে যায় তারচেয়েও দ্রুত বেগে এ কুরআন চলে যায়'।[২১] তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্তরে কুরআন গেঁথে (মুখস্থ) রাখে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ মালিকের ন্যায়, যে উট বেঁধে রাখে। যদি সে উট বেঁধে রাখে, তবে সে উট তার নিয়ন্ত্রণে থাকে, কিন্তু যদি সে বাঁধন খুলে দেয়, তবে তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়'।[২২] মহান আল্লাহ বলেন, '(এটা তো লিপিবদ্ধ আছে) সম্মানিত ফলক সমূহে, যা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও পবিত্র। (যা লিখিত হয়েছে) লিপিকার ফেরেশতাদের হাতে' *(আবাসা ৮০/১৩-১৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী ছাহাবীগণ হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতেন। ছাহাবীদের মধ্যে কুরআন লেখা ও মুখস্থ করার ব্যাপারে রীতিমত প্রতিযোগিতা হ'ত। প্রখ্যাত অহি লেখক যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ)ও কুরআনের হাফেয ছিলেন। অনেকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যক্তিগতভাবে কুরআনের সূরা বা আয়াত লিখে সংরক্ষণ করতেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কুরআন পাঠ কর। আর (বাড়ীতে) রক্ষিত কুরআন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। কেননা আল্লাহ ঐ অন্তরকে কখনোই শাস্তি দিবেন না, যা কুরআনের সংরক্ষক'।[২৩] তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনকে ভালবাসে, সে যেন সুসংবাদ গ্রহণ করে'।[২৪] আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তিনি আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রেরিত একজন রাসূল, যিনি আবৃত্তি করেন পবিত্র পত্র সমূহ' *(বায়্যেনাহ ৯৮/২)*। সুতরাং বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায়ই কুরআনের খণ্ড খণ্ড কপি তৈরী হয়ে গিয়েছিল।

জিব্রীল (আঃ)-এর নিকট থেকে নির্দেশনা পেয়েই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়াতের ধারাবাহিকতার নির্দেশ দিতেন। সে মোতাবেক অহি লেখকগণ নাযিলকৃত আয়াতগুলো বিভিন্ন সূরার আওতায় বিন্যস্ত করতেন।[২৫] অহির মাধ্যমে কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহ সাজানো হয়েছে। প্রতি বছর রামাযানে একবার করে জিব্রীল (আঃ) মহানবী (ছাঃ)-কে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন। এমনকি মহানবী (ছাঃ)-এর মৃত্যুর বছর জিব্রীল (আঃ) দু'বার তাঁকে কুরআন পাঠ করে শুনান।[২৬] সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই পরিপূর্ণভাবে কুরআন লিপিবদ্ধ, সাজানো ও সংরক্ষণের কাজ সমাপ্ত হয়।

কুরআনের আয়াতসমূহের বিন্যাস ও সূরা সমূহের নামকরণ সবই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ওছমান (রাঃ) বলেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর কোন আয়াত নাযিল হ'ত, তখন তিনি অহী-লেখক কাউকে ডেকে বলতেন, এই আয়াতটি অমুক সূরার মধ্যে অমুক স্থানে রাখো। সূরা আনফাল প্রথম দিককার মাদানী সূরা এবং সূরা তওবা শেষের দিককার মাদানী সূরা। দু'টি সূরার বিষয়বস্তু প্রায় একই। সেজন্য সূরা দু'টিকে আমি পাশাপাশি রেখেছি। কিন্তু তিনি বলেননি যে, এটি ওটার অন্তর্ভুক্ত। সেজন্য আমি দু'টি সূরার মাঝে বিসমিল্লাহ.. লিখিনি'।[২৭] এতে বুঝা যায় যে, কুরআনের বিন্যাস আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। জিবরীল (আঃ) প্রতিবছর রামাযানে রাসূল

---

১৬. *প্রফেসর ড. আলী ইবনু সুলায়মান আল-আবীদ, জামউল কুরআনিল কারীম হিফযান ওয়া কিতাবান, (সঊদী আরব : জামি'আতুল ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সঊদ আল-ইসলামিয়াহ, তাবি.), পৃঃ ২৫।*
১৭. *তিরমিযী হা/৩৯৫৪; আহমাদ হা/২১৬৪৭; বুখারী হা/৪৯৮৬, ৭১৯১; ফাতহুল বারী ৯/১১ পৃঃ; জামউল কুরআনিল কারীম হিফযান ওয়া কিতাবান, পৃঃ ২৭-২৮।*
১৮. *বুখারী হা/৪৯৯০।*
১৯. *তাবারাণী, মু'জামুল আওসাত; নূরুদ্দীন হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়াইদ, ১/১৫২, হা/৬৮৪, এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।*
২০. *মাজমূউল ফাতাওয়া, ১১শ খণ্ড (সঊদী আরব : মাজমাউ মালিক, ১৯৯৫), পৃ. ৭-৮১।*
২১. *বুখারী হা/৫০৩৩; মিশকাত হা/২১৮৭; ছহীহুল জামে' হা/২৯৫৬।*
২২. *বুখারী হা/৫০৩১; মুসলিম হা/৭৮৯; আহমাদ হা/৪৬৬৫।*
২৩. *দারেমী হা/৩৩১৯, সনদ ছহীহ; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩০০৭৯।*
২৪. *দারেমী হা/৩৩২৩, সনদ ছহীহ।*
২৫. *মুস্তাদরাকে হাকেম হা/২৮৭৫, ২/২৪১ পৃঃ, সনদ ছহীহ; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৭৯৫৩।*
২৬. *বুখারী হা/৩৬২৪; ছহীহাহ হা/৩৫২৪; ছহীহুল জামে' হা/২০৫৪।*
২৭. *আহমাদ, তিরমিযী হা/৩০৮৬; আবুদাঊদ হা/৭৮৬; মিশকাত হা/২২২২ 'কুরআনের ফযীলত সমূহ' অধ্যায়।*

(ছাঃ)-এর নিকটে এসে কুরআন পাঠ করতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর বছরে দু'বার পাঠ করে শুনান।[২৮] এখান থেকেও বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

আবুবকর (রাঃ)-এর সময় কুরআন সংকলন :

মহানবী (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে আবুবকর (রাঃ) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় ভণ্ড নবীদের অপতৎপরতা, স্বধর্ম ত্যাগীদের বিদ্রোহ, যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু, হাফেযদের শাহাদতবরণ, বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলায় কুরআনের কোন অংশ বিলীন হ'তে পারে এমন আশংকা থেকে আবুবকর (রাঃ) কুরআন সংকলনের কাজ আরম্ভ করেন।[২৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময় কুরআন লিপিবদ্ধ ও মুখস্থ করে স্মৃতিতে ধরে রাখার কাজ সমাপ্ত হয়। সেগুলো বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্নভাবে রক্ষিত ছিল। আবুবকর (রাঃ) বিক্ষিপ্ত অংশগুলোকে একত্রিত করে সংকলনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করলেন। অন্যদিকে ১২ হিজরী মোতাবেক ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ইয়ামামার যুদ্ধে ৫শ' মতান্তরে ৬৬০জন ছাহাবী শহীদ হন।[৩০] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ঐ যুদ্ধে ৭০০ মুসলিম যোদ্ধা শহীদ হন। যাদের মধ্যে ৭০জন ছিলেন কুরআনের হাফেয।[৩১] এমন পরিস্থিতিতে সর্বপ্রথম ওমর (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)-কে কুরআন সংকলনের জন্য অনুরোধ করেন।

অহি লেখক যায়েদ ইবনু ছাবিত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে বহু লোক শহীদ হবার পর আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন। এ সময় ওমর (রাঃ)ও তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। আবুবকর (রাঃ) বললেন, ওমর (রাঃ) আমার কাছে এসে বললেন, ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদদের মধ্যে ক্বারীদের সংখ্যা অনেক। আমি আশংকা করছি, এমনিভাবে যদি ক্বারীগণ শহীদ হয়ে যান, তাহ'লে কুরআন মাজীদের বহু অংশ হারিয়ে যাবে। অতএব আমি মনে করি যে, আপনি কুরআন সংকলনের নির্দেশ দিন। উত্তরে আমি ওমর (রাঃ)-কে বললাম, যে কাজ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) করেননি, সে কাজ তুমি কিভাবে করবে? ওমর (রাঃ) জবাবে বললেন, আল্লাহ্র কসম! এটা একটি উত্তম কাজ।

ওমর (রাঃ) এ কথাটি আমার কাছে বার বার বলতে থাকলে অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এ কাজের জন্য আমার বক্ষকে উন্মোচন করে দিলেন এবং এ ব্যাপারে ওমর যা ভাল মনে করলেন আমিও তাই করলাম। যায়েদ (রাঃ) বলেন, আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) আমাকে বললেন, তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক। তোমার ব্যাপারে আমার কোন সংশয় নেই। তদুপরি তুমি রাসূল (ছাঃ)-এর অহি লেখক ছিলে। সুতরাং তুমি কুরআন মাজীদের অংশগুলোকে তালাশ করে একত্রিত কর। আল্লাহ্র শপথ! তারা যদি আমাকে একটি পর্বত এক স্থান হ'তে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিতেন, তাহ'লেও তা আমার কাছে কুরআন সংকলনের নির্দেশের চেয়ে কঠিন বলে মনে হ'ত না। আমি বললাম, যে কাজ রাসূল (ছাঃ) করেননি, আপনারা সে কাজ কিভাবে করবেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! এটা একটা কল্যাণকর কাজ।

এ কথাটি আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) আমার কাছে বার বার বলতে থাকেন, অবশেষে আল্লাহ আমার বক্ষকে উন্মোচন করে দিলেন এ কাজের জন্য, যে কাজের জন্য তিনি আবুবকর এবং ওমর (রাঃ)-এর বক্ষকে উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। এরপর আমি কুরআন অনুসন্ধানের কাজে লেগে গেলাম এবং খেজুর পাতা, প্রস্তরখণ্ড ও মানুষের বক্ষ থেকে তা সংগ্রহ করতে থাকলাম। এমনকি আমি সূরাহ তওবার শেষাংশ আবূ খুযায়মাহ আনছারী (রাঃ) থেকে সংগ্রহ করলাম। এ অংশটুকু তিনি ব্যতীত আর কারো কাছে পাইনি। আয়াতগুলো হচ্ছে এই, 'নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল, যার নিকট তোমাদের দুঃখ-কষ্ট বড়ই দুঃসহ। তিনি তোমাদের কল্যাণের আকাঙ্ক্ষী। তিনি মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়ালু' *(তওবা ৯/১২৮)*। এরপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বলো, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি' *(তওবা ৯/১২৯)*। তারপর সংকলিত ছহীফাসমূহ মৃত্যু পর্যন্ত আবুবকর (রাঃ)-এর কাছে রক্ষিত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তা ওমর (রাঃ)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল, যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন। অতঃপর তা ওমর (রাঃ)-এর কন্যা হাফছাহ (রাঃ)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল'।[৩২]

আবুবকর (রাঃ) কুরআন সংকলনের বিষয়ে ওমর (রাঃ) ও যায়েদ (রাঃ)-কে বলেন, 'তোমরা দু'জন মসজিদের দরজায় বস। কেউ আল্লাহ্র কিতাবের কোন অংশ দু'জন সঙ্গীসহ নিয়ে আসলে তা লিপিবদ্ধ করবে'।[৩৩] এই নির্দেশনার আলোকে যায়েদ (রাঃ) দীর্ঘ এক বছরের প্রচেষ্টায় কুরআন সংকলনের কাজ শেষ করেন। যখন কোন সূরা বা আয়াত তাঁর নিকটে আনা হ'ত তখন তিনি হাফেযদের স্মৃতিতে রক্ষিত কুরআনের সাথে তা মিলিয়ে দেখতেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে লিপিবদ্ধ হয়েছে কি-না তাও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। দু'জনের কাছে লিখিত আয়াত একই রকম হ'লেই কেবল তা গ্রহণ করতেন। সূরা তওবার শেষ দু'টি আয়াত শুধু আবু খুযায়মাহ আল-আনছারী (রাঃ)-এর নিকট পেয়েছিলেন। অন্যদের কাছে পাননি।[৩৪] এই দু'টি আয়াত অন্য কারো কাছে পাওয়া না গেলেও তিনি গ্রহণ করেন।

---

২৮. *বুখারী হা/৪৯৯৭, ৪৯৯৮।*
২৯. *মুহাম্মাদ ইবনু আবী বকর আব্দুল্লাহ ইবনে মূসা আল-আনছারী (৬৪৫ হিঃ), আল-জাওহারাহ ফী নাসাবিন নাবী ওয়া আছহাবিহিল আশারাহ, (রিয়ায : দারু রিপাঈ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৩হি./১৯৮৩খ্রী.), ২/১৭৩।*
৩০. *জামউল কুরআনিল কারীম হিফযান ওয়া কিতাবান, পৃ. ৩০।*
৩১. *আল্লামা আহমাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া ইবনে জাবির আল-বাগদাদী বালাযুরী (রঃ), ফুতূহুল বুলদান (ইফাবা, ১৯৯৮), পৃ. ৮৯; জামউল কুরআনিল কারীম হিফযান ওয়া কিতাবান, পৃ. ৩০।*
৩২. *বুখারী, 'কিতাবু ফাযাইলিল কুরআন', 'বাবু জাম'ইল কুরআন', হা/৪৯৮৬, ২৮০৭; 'কিতাবুত তাফসীর' হা/৪৩১১।*
৩৩. *জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, আন-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন (কায়রো : মাতবাআ হিজাযী, ১৯৪১), ১/১০০; ড. আব্দুল ক্বাইয়ূম আব্দুল গফুর আস-সানাদী, জামউল কুরআনিল কারীম ফী আহদিল খুলাফাইর রাশেদীন, পৃঃ ১৮।*
৩৪. *বুখারী হা/৪৯৮৬।*

কারণ এ দু'টি আয়াতের পক্ষে হিফয ও লিখন দু'ধরনের সাক্ষী ছিল। তাছাড়া আয়াত দু'টি যায়েদসহ হাফেযদের স্মৃতিতে সংরক্ষিত ছিল। আবুবকর (রাঃ)-এর সময় সংকলিত কুরআন সেটি, যা জিব্রীল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে তাঁর জীবনের শেষ বছরে উপস্থাপন করেছিলেন। আবুবকর (রাঃ) সংকলিত কুরআনকে উম্ম বা আদি কুরআন বলা হয়। এটি সাত ক্বিরাআতে হীরার[৩৫] হস্তাক্ষরে লেখা হয়।[৩৬] তিনি মৃত্যুর পূর্বে সংকলিত মূল কুরআন উম্মুল মুমিনীল হাফছাহ (রাঃ)-এর নিকট হস্তান্তর করেন।

ওছমান (রাঃ)-এর সময় কুরআন সংকলন :

ওছমান (রাঃ) ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলীফা হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁকে 'জামেউল কুরআন' বলা হয়। কুরআন সংকলন তাঁর জীবনের মহৎ কীর্তি। দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাসনামলে (৬৩৪-৬৪৪ খৃ.) রোমান ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যসহ বহু অঞ্চল মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। মূলত তখন ইসলাম আরবের গণ্ডি পেরিয়ে রোম ও ইরানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় বিজিত অঞ্চলে দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। ফলে এ অঞ্চলগুলোতে মানুষের মধ্যে কুরআন পাঠে ভিন্নতা দেখা দেয়। এমনকি মানুষের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক, একে অপরকে অবজ্ঞা ও হেয় প্রতিপন্ন করা এবং রেষারেষি শুরু হয়। এই পরিস্থিতির মধ্যে হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) সিরিয়া ও ইরাক যোদ্ধাদের সাথে আর্মেনিয়া ও আজারবাইযান অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে কুরআন পাঠের ভিন্নতা দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। বিষয়টি অবগত হয়ে ওছমান (রাঃ) করণীয় নির্ধারণ করার জন্য অভিজ্ঞ ছাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। যাঁদের মধ্যে আলী (রাঃ)ও ছিলেন। ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, হাফছাহ (রাঃ)-এর নিকটে রক্ষিত কপি হ'তে অনুলিপি প্রস্তুত করে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করতে হবে। এরপর হাফছাহ (রাঃ)-এর সাথে যোগাযোগ করা হ'লে তিনি তাঁর কাছে রক্ষিত কুরআনের কপিগুলো ওছমান (রাঃ)-এর কাছে পাঠিয়ে দেন।[৩৭]

ইমাম বুখারী স্বীয় গ্রন্থে এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) একবার ওছমান (রাঃ)-এর কাছে আসলেন। এ সময় তিনি আরমিনিয়া ও আযারবাইজান বিজয়ের ব্যাপারে সিরীয় ও ইরাকী যোদ্ধাদের জন্য যুদ্ধ-প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কুরআন পাঠে তাঁদের মতবিরোধ হুযাইফাকে ভীষণ চিন্তিত করল। সুতরাং তিনি ওছমান (রাঃ)-কে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! কিতাব সম্পর্কে ইহুদী ও নাছারাদের মতপার্থক্যে লিপ্ত হবার পূর্বে এই উম্মতকে রক্ষা করুন। তারপর ওছমান (রাঃ) হাফছাহ (রাঃ)-এর কাছে এক ব্যক্তিকে এ বলে পাঠালেন যে, আপনার কাছে সংরক্ষিত কুরআনের ছহীফাসমূহ আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা সেগুলোকে পরিপূর্ণ মাছহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করতে পারি। এরপর আমরা তা আপনার কাছে ফিরিয়ে দেব। হাফছাহ (রাঃ) তখন সেগুলো ওছমান (রাঃ)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর ওছমান (রাঃ) যায়েদ ইবনু ছাবিত (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়র (রাঃ), সাঈদ ইবনুল আছ (রাঃ) এবং আব্দুর রহমান ইবনু হারিছ ইবনে হিশাম (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন। তাঁরা মাছহাফে তা লিপিবদ্ধ করলেন। এ সময় ওছমান (রাঃ) তিনজন কুরাইশী ব্যক্তিকে বললেন, কুরআনের কোন ব্যাপারে যদি যায়েদ ইবনু ছাবিতের সঙ্গে তোমাদের মতভেদ দেখা দেয়, তাহ'লে তোমরা তা কুরাইশদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে। কারণ কুরআন তাদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। সুতরাং তাঁরা তাই করলেন। যখন মূল লিপিগুলো থেকে কয়েকটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ লেখা হয়ে গেল, তখন ওছমান (রাঃ) মূল লিপিগুলো হাফছাহ (রাঃ)-এর কাছে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর তিনি কুরআনের লিখিত মাছহাফ সমূহের এক একখানা মাছহাফ এক এক প্রদেশে পাঠিয়ে দিলেন এবং এছাড়া আলাদা আলাদা বা একত্রিত কুরআনের যে কপিসমূহ রয়েছে তা জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।[৩৮]

কুরআন সংকলন কমিটি গঠন :

কুরআন সংকলনের জন্য ওছমান (রাঃ) পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট সংকলন কমিটি গঠন করেন। কমিটির সদস্যবৃন্দ হ'লেন, যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ), আব্দুল্লাহ বিন যুবায়র (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আছ (রাঃ) ও আব্দুর রহমান ইবনুল হারেছ ইবনে হিশাম (রাঃ)।[৩৯] কেউ কেউ একজন আনছার ও ৩জন মুহাজির ছাহাবীর সমন্বয়ে চার সদস্যের কমিটির কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন, যায়েদ, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়র, সাঈদ ইবনুল আছ ও আব্দুর রহমান ইবনুল হারেছ।[৪০] যায়েদ ইবনে হারেছ (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)-এর সময়ও কুরআন সংকলনের গুরু দায়িত্ব পালন করেন। চার সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটির মধ্যে যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) ছিলেন আনছারী এবং বাকী ৩জন ছিলেন কুরায়শী। তাঁরা ২৫ হিজরীতে কুরআন সংকলনের কাজ শুরু করেন। ওছমান (রাঃ) তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'কুরআনের কোন শব্দের ব্যাপারে যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ)-এর সাথে তোমাদের মতপার্থক্য হ'লে কুরায়শী ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে। কারণ এই কিতাব তাদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে'।[৪১] কমিটির সকল সদস্য কুরআনের হাফেয

---

৩৫. হীরা আরবের একটি প্রাচীন গোত্রের নাম। দ্রঃ ওমর ইবনু রিযা কুহালা, মু'জামু ক্বাবাইলিল আরব আল-ক্বাদীমাহ ওয়াল হাদীছাহ, (বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৭ম সংস্করণ, ১৪১৪হি./ ১৯৯৪খ্রী.), ১/৩২২।

৩৬. ১৩ হিজরীতে শুরু হয়ে পূর্ণ এক বছর মতান্তরে প্রায় দু'বছরে সমাপ্ত হয়। দ্র. তাহের আল-কুরদী, তারীখুল কুরআনিল কারীম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮।

৩৭. ফাতহুল বারী, ৮/৬৭৮-৭৯।

৩৮. বুখারী হা/৪৯৮৭, ৩৫০৬; মিশকাত হা/২২২১।

৩৯. জাম'উল কুরআনিল কারীম ফী আহদিল খুলাফাইর রাশিদীন, পৃঃ ৩৩।

৪০. ঐ, পৃঃ ৩৩।

৪১. বুখারী, 'কিতাবু ফাযাইলিল কুরআন' 'বাবু জামইল কুরআন'।

হ'লেও তাঁরা হাফছাহ (রাঃ)-এর নিকট থেকে সংগৃহীত কপির উপর ভিত্তি করে কুরআনের কয়েকটি কপি প্রস্তুত করেন। গ্রন্থাকারে কুরআনের নতুন কপি প্রস্তুত হওয়ার পর মূল কপি পুনরায় হাফছাহ (রাঃ)-এর নিকট ফেরৎ পাঠানো হয়। আবুবকর (রাঃ)-এর সময়ে তৈরীকৃত কুরআনের ন্যায় ওছমান (রাঃ)-এর সময় প্রস্তুতকৃত কুরআনে হরকত ও নুকতা ছিল না। তবে তিনি সাত ক্বিরাআতের পরিবর্তে এক ক্বিরাআত, আঞ্চলিক একাধিক ভাষার পরিবর্তে প্রমিত এক ভাষায় কুরআন সংকলন করেছিলেন।[৪২] সে কারণে কুরআনের কপি বিভিন্ন প্রদেশে পাঠানোর সময় সাথে একজন ক্বারীকেও প্রেরণ করা হ'ত। যাতে তিনি জনগণকে একই পদ্ধতির ক্বিরাআতে প্রশিক্ষণ দিতে পারেন। যেমন- আব্দুল্লাহ ইবনে সায়ব (রাঃ)-কে মক্কায়, আল-মুগীরা ইবনে শিহাব (রাঃ)-কে সিরিয়ায়, আবু আবদিল্লাহ আস-সুলামা (রাঃ)-কে কূফায়, আমর ইবনে ক্বায়েস (রাঃ)-কে বছরায় এবং যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ)-কে মদীনায় প্রেরণ করা হয়।[৪৩]

কুরআন সংকলনের সিদ্ধান্তে ছাহাবায়ে কেরাম খুশীতে বিমোহিত হয়ে বলেছিলেন, 'আপনার সিদ্ধান্ত কতইনা উত্তম এবং আপনি চমৎকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন'।[৪৪] ওছমান (রাঃ)-এর সমালোচনাকারীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে আলী (রাঃ) বলেন, 'ওহে জনগণ! ওছমানের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করো না, তাঁর ব্যাপারে ভাল বৈ অন্য কিছু বল না। আল্লাহ্র শপথ! কুরআন সংকলনের ব্যাপারে তিনি তো আমাদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আল্লাহ্র শপথ! আমি যদি দায়িত্বে থাকতাম তবে অনুরূপ সিদ্ধান্তই নিতাম'।[৪৫]

কুরআনে হরকত ও নুকতা সংযোজন :

কুরআন নাযিলের সময় তাতে কোন হরকত ও নুকতা ছিল না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হরকত ও নুকতা ছাড়াই কুরআন সংরক্ষণ করে গেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম আরবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় কুরআনের পঠন-পাঠনে কোন সমস্যা হয়নি। তাছাড়া কোন সমস্যা হ'লে তাৎক্ষণিক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছ থেকেই তার সমাধান পাওয়া যেত। আবুবকর (রাঃ)-এর সময় কুরআন হুবহু সেভাবেই সংকলন করা হয়েছে। ওছমান (রাঃ)ও এক্ষেত্রে কোন সংযোজন করেননি। পরবর্তীতে অনারব ভাষাভাষী বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলে কুরআন পাঠে দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কুরআনে হরকত ও নুকতা সংযোজন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি কে করেছিলেন তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একটি অংশ বলেছেন, বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ আবুল আসাদ দুআলী এ মহৎ কাজটি করেছেন। তিনি আলী (রাঃ)-এর সম্মতি নিয়েই তা করেন। উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক (৬৪৬-৭০৫ খৃ.)-এর নামও ঐতিহাসিক সূত্রে পাওয়া যায়। তিনি আরবীকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান করলে আরবী শিক্ষার ব্যাপারে মানুষ ব্যাপক তৎপর হয়ে ওঠে। তাঁর আমলে আরবী ব্যাকরণও আবিষ্কার হয়। তাঁর সময়ে হরকত ও নুকতা সংযোজনের এটিও কারণ হ'তে পারে।

আবার উমাইয়া খিলাফতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (৬৬১-৭১৪)-এ কাজটি করেছিলেন বলে আরেকটি অংশ মত প্রকাশ করেছেন। তিনি ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়ামার (রহঃ) ও নাছর বিন আছেম (রহঃ)-এর সহায়তায় সংযোজনের কাজটি সমাপ্ত করেন। পরবর্তীতে আরবী ভাষা সকল ভাষাভাষী মানুষের জন্য সহজীকরণ করার লক্ষ্যে ভাষাবিজ্ঞানীদের গবেষণার ভিত্তিতে আরবী অক্ষরেও হরকত ও নুকতা সংযোজন করা হয়, যা কুরআনেও সন্নিবেশিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে সাড়ে ৬ কোটির বেশী কুরআনের হাফেয রয়েছেন।[৪৬] মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বেই মুসলমানদের উদ্যোগে কুরআনের লাখ লাখ কপি হাতে প্রস্তুত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যায়।

উপসংহার :

মুখস্থকরণ ও লিখনের মাধ্যমে কুরআন সংকলন এবং সংরক্ষণের ধারা মহানবী (ছাঃ) থেকে অদ্যাবধি অব্যাহত আছে। ১৪শ' বছর আগে হস্তাক্ষরে লেখা কুরআনের সাথে আধুনিক কম্পিউটার যুগের কুরআনের কোন পার্থক্য নেই। অদ্যাবধি এতে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন কিংবা সংযোজন-বিয়োজন হয়নি। আর হবেও না ইনশাআল্লাহ। কেননা মহান আল্লাহ নিজেই কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন *(হিজর ১৫/৯)*। বিশ্বব্যাপী কুরআনের কোটি কোটি হাফেয রয়েছেন। সবগুলো কুরআন পুড়িয়ে ফেললেও নতুন কুরআন ছাপাতে কোন বেগ পেতে হবে না। পৃথিবীতে এমন কোন গ্রন্থ নেই যা কুরআনের ন্যায় মানুষের স্মৃতিতে আগাগোড়া সংরক্ষিত আছে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে কুরআনের মর্যাদা রক্ষার তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

৪২. তাকি উছমানী, উলূমুল কুরআন, পৃ. ১৮৬-৮৭।
৪৩. ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, আমীরুল মুমিনীন ওছমান ইবনু আফফান (রাঃ) থেকে কুরআন সংকলনের ইতিহাস। গৃহীত আয়ওয়াউল বায়ান ফী তারীখিল কুরআন, পৃ. ৭৭।
৪৪. ফিতনাতু মাকতালি ওছমান, ১/৭৮।
৪৫. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, ৯/১১।
৪৬. বার্তা ২৪.কম, ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।

মাইশা রাবার স্ট্যাম্প
maysharabar@gmail.com
এখানে * অটো সীল * এম্বোস সীল * ফ্ল্যাক্সো সীল * অটো মেশিন * পেইড মেশিন খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ ওয়াহিদ রহমান (মানিক)
সমবায় সুপার মার্কেট (২য় তলা), সাহেব বাজার, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৭১৭-৮২১৯৮৫; ০১৩০৩-১৪৮৫৫২
তাবলীগী ইজতেমা ২০২৫ সফল হোক

বিজ্ঞানীদের উপর কুরআনের প্রভাব

*-প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া**

বিজ্ঞানীদের উপর কুরআনের প্রভাব বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রথমে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী, ধর্ম ও এদের মধ্যেকার সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। বিজ্ঞানের লক্ষ্য হ'ল প্রাকৃতিক জগতকে অনুসন্ধান করা এবং বোঝা। প্রাকৃতিক জগতের ঘটনা ব্যাখ্যা করা এবং সেই ব্যাখ্যাগুলি ব্যবহার করে দরকারী ভবিষ্যদ্বাণী করা, যার সাহায্যে মানুষের দুনিয়াবী জীবনমান উন্নত করা যায়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রশ্ন এবং সংশোধনের জন্য উন্মুক্ত। কারণ এতে নতুন ধারণার সৃষ্টি হয় এবং নতুন প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়। ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নির্ভরযোগ্য। কারণ এটি পরীক্ষা করা হয়। মিশর, মেসোপটেমিয়া, ভারত, চীন, মেসোআমেরিকা এবং মায়ার মতো প্রাচীন সভ্যতায় প্রাথমিক বিজ্ঞানের ঐতিহ্য বিকশিত হয়েছিল। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা এবং মেডিসিনের উপর তাঁদের কাজগুলি পরবর্তীকালে গ্রীক প্রাকৃতিক দর্শনকে প্রভাবিত করেছিল (৮০০ বিসিই-৬০০ খৃ.)। পশ্চিমা রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথে ইউরোপে জ্ঞানের বিকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ইসলামী স্বর্ণযুগে (৮০০-১৩০০ খৃ.) মুসলিম বিশ্বের বিজ্ঞানীরা কেবল গ্রীক জ্ঞানকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করে সংরক্ষণ করেনি বরং তাঁদের নিজস্ব গবেষণার মাধ্যমে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

পরবর্তীকালে পশ্চিমা বিশ্ব গ্রীক ও ইসলামিক কাজ পুনরুদ্ধার ও আত্মীকরণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দর্শনের শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করে। ১৬-১৭ শতকে ইউরোপে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সময় প্রাকৃতিক দর্শনকে নতুন বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করা হয়েছিল, অভিজ্ঞতাবাদ এবং যুক্তিবাদের নতুন সংজ্ঞায়িত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিভিন্ন প্রযুক্তির জন্ম দিয়েছে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি একসাথে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, যোগাযোগ, স্বাস্থ্যসেবা, ব্যক্তিগত যত্ন, বিনোদন, নগরায়ন সহ মানব জীবনের সমস্ত বস্তুগত ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি এনেছে। আধুনিক মানুষ অত্যন্ত আশাবাদী হয়ে ওঠে এবং বিশ্বাস করে যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারবে এবং সৃষ্টির সমস্ত ধাঁধা উন্মোচন করতে পারবে। যাকে বলা হয় আধুনিকতাবাদী চিন্তা। যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষতিকর প্রভাব বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেতে শুরু করে, যেমন পরিবেশগত বিপর্যয়, মানব স্বাস্থ্যের অবনতি বিশেষ করে মানসিক স্বাস্থ্য, অপূরণীয় প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয়, নৃশংস যুদ্ধ/সংঘাত, ব্যাপক দারিদ্র্য ও রোগব্যাধি, ক্রমবর্ধমান সহিংসতা, সামাজিক কাঠামোর বিচ্ছিন্নতা, ব্যাপক বৈষম্য ইত্যাদি, তখন মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব ও সম্ভাবনা সম্পর্কে চরম হতাশ হয়ে পড়ে, যা উত্তর আধুনিকতাবাদী চিন্তা হিসাবে পরিচিত। পরবর্তীতে মেটা আধুনিকতাবাদী বা উত্তর আধুনিকতাবাদী চিন্তাধারায় চরম আশাবাদ ও চরম হতাশাবাদের সমন্বয় ঘটে চলেছে। ফলস্বরূপ, কেবল টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশ সুরক্ষা, সংরক্ষণ, নবায়নযোগ্যতা, প্রাকৃতিক সমাধান ইত্যাদির উপর ক্রমবর্ধমানভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে না, সাথে সাথে আধ্যাত্মিকতা এবং ধর্মের উপরও নব উদ্যমে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে।

অর্থাৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকরা ক্রমবর্ধমানভাবে উপলব্ধি করছেন যে, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি মানুষের মনে অবধারিতভাবে উদ্ভূত কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। যেমন কে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছে? তিনি আমাদের কাছে কি চান? জীবনের উদ্দেশ্য কি? মৃত্যুর পর কি হবে? অথচ মানুষ এই প্রশ্নগুলি নিয়ে চিন্তা না করে থাকতে পারে না। এগুলোর সঠিক উত্তর না জানা পর্যন্ত মানুষ প্রকৃত শান্তি অর্জন এবং ভারসাম্যপূর্ণ জীবন লাভ করতে পারে না। স্পষ্টতই এই বিষয়গুলো অতিপ্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কিত, যা আমাদের বোধের সীমানার বাইরে অবস্থিত। ধর্মের কর্ম বলয় মূলতঃ অতিপ্রকৃত জগৎ সংক্রান্ত। প্রতিটি ধর্ম অতিপ্রকৃত জগৎ হ'তে এর প্রতিষ্ঠাতা গুরু কর্তৃক প্রাপ্ত অন্তর্দৃষ্টি বা আপ্তবাক্য অনুযায়ী উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে থাকে এবং তদনুযায়ী প্রাকৃতিক জগৎ পরিচালনার শিক্ষা প্রদান করে। ফলে অতিপ্রকৃত জগৎ সম্পর্কিত তাঁর মনে উত্থিত প্রশ্নের জবাব পাওয়ার জন্য বিশ্বব্যাপী মানুষ সবসময় ধর্মের দিকে ধাবিত হয়েছে। আর বিজ্ঞানের এখতিয়ার মূলতঃ আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে অভিগম্য এই প্রাকৃতিক জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

মানব ইতিহাসে বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে সম্পর্ককে মূলতঃ 'দ্বন্দ্ব', 'সম্প্রীতি', 'জটিলতা' এবং 'পারস্পরিক স্বাধীনতা' রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। সক্রেটিসকে ৩৯৯ বিসিই-তে অধার্মিকতার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া ও ১৭শ শতাব্দী সিই-তে গ্যালিলিওর সূর্যকেন্দ্রিকতাকে রোমান ক্যাথলিক চার্চ দ্বারা ধর্মবিরোধী বলে ঘোষণা করা বিরোধপূর্ণ সম্পর্ককে নির্দেশ করে। আলবার্ট আইনস্টাইন (মৃত্যু ১৯৫৫ খৃ.) যুক্তি দিয়েছেন যে অতিপ্রকৃত বস্তু এবং লক্ষ্যগুলিতে একজন ধর্মীয় ব্যক্তির সন্দেহাতীত এবং দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য যুক্তিবাদী বা অভিজ্ঞতামূলক ভিত্তির প্রয়োজন হয় না এবং সেজন্য বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় থাকা উচিত। এছাড়াও বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়ই জটিল সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা যা বিভিন্ন সংস্কৃতিতে এবং সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হ'তে পারে। এই জটিল সম্পর্কটি সেই সমস্ত ধর্মতত্ত্ববিদদের দ্বারা উদ্ভাসিত হয় যারা বৈজ্ঞানিক গবেষণায়ও নিযুক্ত থাকেন। যেমন রজার বেকন, ফ্রাঞ্চিস কলিন্স প্রমুখ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্সেস এই মতকে সমর্থন করে যে বিজ্ঞান এবং ধর্ম পারস্পরিকভাবে স্বাধীন। কেননা তাঁরা মানুষের অভিজ্ঞতার মৌলিকভাবে পৃথক দিকগুলো নিয়ে কাজ করে।

ধর্ম সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বিস্তৃত মতামত রয়েছে। আমেরিকার পিউ গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণা অনুযায়ী

* *প্রফেসর (অবঃ), লুইজিয়ানা টেক ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা; কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটি অফ পেট্রোলিয়াম এ্যাণ্ড মিনারেলস্, সঊদীআরব; সুলতান ক্বাবূস ইউনিভার্সিটি, ওমান।*

বিজ্ঞানীদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নিজেদের নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী বা কোন কিছুই নয় বলে দাবী করেছেন। এক-তৃতীয়াংশ কোন একটি ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত। সাধারণভাবে অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান এবং ধর্মকে দ্বন্দ্বের পরিবর্তে পৃথক এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিচালিত হিসাবে দেখেন। কিছু বিজ্ঞানী সায়েন্টিজমে বিশ্বাসী অর্থাৎ তারা মনে করেন যে বিজ্ঞানই মহাবিশ্বের সবকিছু আবিষ্কারের জন্য যথেষ্ট। অন্যরা ডিয়িজমকে মেনে চলে অর্থাৎ তাঁরা বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন কিন্তু সক্রিয়ভাবে এটি পরিচালনা করেন না। আস্তিক বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর সক্রিয়ভাবে জগতে হস্তক্ষেপ করেন।

কিছু বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং তাদের বিজ্ঞানের কাজ সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিছু বিজ্ঞানী গভীরভাবে ধার্মিক এবং তাঁরা তাঁদের বৈজ্ঞানিক কাজকে স্রষ্টার সৃষ্টিকে আলোকিত করার উপায় হিসাবে দেখেছেন।

ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনকে মুসলমানরা জ্ঞান এবং গাইডেন্সের চূড়ান্ত উৎস হিসাবে বিবেচনা করে। কুরআনে অনেক আয়াত আছে যেগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক অন্বেষণ এবং জ্ঞান অনুসন্ধানকে অর্থাৎ বিজ্ঞান চর্চাকে উৎসাহিত করে। যেমন 'এবং আকাশের প্রতি, কিভাবে তাকে উচ্চ করা হয়েছে'? '(তারা কি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না) পাহাড় সমূহের প্রতি, কিভাবে তা স্থাপন করা হয়েছে'? 'এবং পৃথিবীর প্রতি, কিভাবে তাকে বিছানো হয়েছে'? 'অতএব তুমি উপদেশ দাও। তুমি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র' 'তুমি তাদের উপরে দারোগা নও' *(গাশিয়া ৮৮/১৮-২২)*।

ইসলামী সভ্যতায় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও অর্জনের সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। ইসলামের স্বর্ণযুগে মুসলিম পণ্ডিতরা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিষয়ে যেমন জ্যোতির্বিদ্যা, মেডিসিন, গণিত এবং পদার্থবিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। কুরআন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক মুসলিম বৈজ্ঞানিক/দার্শনিক যেমন আল-খায়ারিজমী, ইবনে সিনা এবং আল-হায়ছাম বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন যা পরবর্তীকালে ১৬-১৭ শতকের ইউরোপে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও কুরআনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হ'ল আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক দিকনির্দেশনা, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নয়, কুরআনের বেশ কিছু আয়াতকে বৈজ্ঞানিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন 'আমরা স্বীয় ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি। আর আমরা অবশ্যই এর সম্প্রসারণকারী' *(যারিয়াত ৫১/৪৭)*। এটি ১৯২৯ সালে এডউইন হাবলের আবিষ্কৃত সম্প্রসারণকারী মহাবিশ্ব তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে। অতঃপর আমরা তাকে (পিতা-মাতার মিশ্রিত) জনন কোষরূপে (মায়ের গর্ভে) নিরাপদ আধারে সংরক্ষণ করি। অতঃপর উক্ত জননকোষকে আমরা পরিণত করি জমাট রক্তে। তারপর জমাট রক্তকে গোশতপিণ্ডে। অতঃপর গোশতপিণ্ডকে অস্থিতে। অতঃপর অস্থিসমূহকে ঢেকে দেই গোশত দিয়ে। অতঃপর আমরা ওকে একটি নতুন সৃষ্টিরূপে পয়দা করি। অতএব বরকতময় আল্লাহ কতই না সুন্দর সৃষ্টিকারী!' *(মুমিনূন ২৩/১২-১৪)*। এই ভ্রূণের পর্যায়গুলি ১৮২৭ সালে ভন বেয়ারের আবিষ্কৃত আধুনিক ভ্রূণবিদ্যার অনুরূপ। 'অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল উভয়ে যুক্ত ছিল। অতঃপর আমরা উভয়কে পৃথক করে দিলাম' *(আম্বিয়া ২১/৩০)*। এই আয়াতটি ১৯৭৭ সালে রবার্ট ব্যালার্ড ও তার বৈজ্ঞানিক টিম প্রতিষ্ঠিত ডীপ সী ভেন্ট থিওরীর সাথে মিলে যায়।

'আমরা পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা সৃষ্টি করেছি, যাতে তা তার বাসিন্দাদের নিয়ে টলতে না পারে। আর আমরা তার মধ্যে প্রশস্ত পথ সমূহ সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা গন্তব্যে পৌঁছতে পারে' *(আম্বিয়া ২১/৩১)*। এই আয়াতটি প্লেট টেকটোনিক্স এবং পর্বতের (পৃথিবীকে) স্থিতিশীল (রাখার) ভূমিকা প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ১৯১২ সালে আবহাওয়াবিদ আলফ্রেড ওয়েজেনার মহাদেশীয় ড্রিফট তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন যা পরবর্তীতে প্লেট টেকটোনিক্সের আধুনিক তত্ত্বে পরিণত হয়। পৃথিবীর স্থিতিশীলতা হিসাবে পাহাড়ের ভূমিকা ১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে এবং ১৯৭০ এর দশকের শুরুতে প্লেট টেকটোনিক্স তত্ত্বের ভিত্তিতে আবিষ্কৃত হয়েছিল। 'আর আমরা আকাশকে সুরক্ষিত ছাদে পরিণত করেছি। অথচ তারা সেখানকার নিদর্শন সমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে' *(আম্বিয়া ২১/৩২)*। এটি বায়ুমণ্ডলের প্রতিরক্ষা-মূলক ভূমিকার নির্দেশক। ক্ষতিকারক বিকিরণ এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পৃথিবীতে জীবন রক্ষায় বায়ুমণ্ডলের ভূমিকা আবিষ্কার করেন ১৯০২ সালে টিসেরেঙ্ক ডি বরট এবং ১৯১৩ সালে চার্লস ফ্যাব্রি। আধুনিক বিজ্ঞানের আরও কিছু বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতিভাত হয়েছে এরকম আরও আয়াত আছে। যেমন বিগ ক্রাঞ্চ *(আম্বিয়া ২১/১০৪)*, উল্কাপিণ্ডের সাথে লোহা *(হাদীদ ৫/২৫)*, দুই সমুদ্রের মিলন *(রহমান ৫৫/১৯-২০)*, সূর্যের কক্ষপথে চলা *(আম্বিয়া ২১/৩৩)*, ব্যথা রিসেপ্টর *(নিসা ৪/৫৬)*, সমুদ্রের অভ্যন্তরীণ তরঙ্গ *(নূর ২৪/৪০)* এবং ফ্রন্টাল লোব *('আলাক্ব ৯৬/১৫-১৬)* সম্পর্কিত আয়াতগুলো।

আধুনিক কালের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাথে ১৪০০ বছর আগে অবতীর্ণ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের আশ্চর্যজনক মিল লক্ষ্য করে একালের অনেক স্বনামধন্য অমুসলিম বিজ্ঞানী কুরআনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। তারা কুরআনকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করে কুরআনের বার্তা যেমন তাওহীদ, আল্লাহ্‌র পরিচয়, জীবনের অর্থ, মৃত্যু পরবর্তী জীবন ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। কুরআন যে আল্লাহ্‌র বাণী এবং পরম সত্য সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে অনেকে ইসলাম কবুল করেছেন। এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন কিথ এল. মুর, কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভ্রূণ বিশেষজ্ঞ; ই. মার্শাল জনসন, আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ার টমাস জেফারসন ইউনিভার্সিটির একজন ভ্রূণ বিশেষজ্ঞ; জো লেই সিম্পসন, আমেরিকার ফ্লোরিডা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির জেনেটিক স্কলার; গার্ড সি গোরিঞ্জার, আমেরিকার জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভ্রূণ বিশেষজ্ঞ; আলফ্রেড ক্রোনার, জার্মানির গুটেনবার্গ

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ববিদ; ইউশিদি কুসান, জাপানের টোকিও অবজারভেটরির জ্যোতির্বিজ্ঞানী; প্রফেসর আর্মস্ট্রং, আমেরিকার নাসা এবং ইউনিভার্সিটি অফ ক্যানসাসের একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী; উইলিয়াম হে, আমেরিকার কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সমুদ্রবিজ্ঞানী; দুর্গা রাও, সঊদী আরবের রাজা আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সামুদ্রিক ভূতত্ত্ববিদ; অধ্যাপক সিয়াভেদা, জাপানের একজন বিশ্ববিখ্যাত সামুদ্রিক ভূতত্ত্ববিদ; তেজতত তেজাসের, থাইল্যান্ডের একজন প্রখ্যাত অ্যানাটমি অধ্যাপক; মরিস বুকাইলি, একজন ফরাসী ডাক্তার; প্রফেসর জ্যাকি ই রু ইং, সিঙ্গাপুরে কর্মরত তাইওয়ানে জন্মগ্রহণকারী আমেরিকান ন্যানোটেকনোলজি বিজ্ঞানী; স্যার টমাস ব্রান্টন, একজন ব্রিটিশ চিকিৎসক; আর্থার ইলিসন, ব্রিটিশ বিজ্ঞানী এবং আতশুল কামাল ওকুদা, একজন জাপানি বিজ্ঞানী প্রমুখ।

পবিত্র কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ, যা অধ্যয়ন করে অনেক বিজ্ঞানী এর সত্যতা এবং ঐশ্বরিক উৎস সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং ফলশ্রুতিতে ইসলাম কবুল করেছেন। তবে এটাও সত্য যে, এমন বিজ্ঞানীও আছেন যেমন জন এসপোসিটো এবং কেরেন আর্মস্ট্রং যারা কুরআন গভীরভাবে অধ্যয়ন/গবেষণা করেও এবং কুরআনে বিশ্বাস স্থাপন করেও ইসলাম কবুল করেনি। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে পারে না। যেমনটা আল্লাহ বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তুমি হেদায়াত করতে পারো না যাকে তুমি ভালবাস। বরং আল্লাহই যাকে চান তাকে হেদায়াত করে থাকেন। আর তিনিই হেদায়াত প্রাপ্তদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত' *(ক্বাছাছ ২৮/৫৬)*।

পরিশেষে বলব, কুরআনই পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান একমাত্র সত্য ধর্মগ্রন্থ এবং এটি পৃথিবীর শেষ অবধি বিদ্যমান থাকবে। কুরআনকে বিজ্ঞানীদের কাছে দক্ষতার সাথে এবং কার্যকরভাবে উপস্থাপন করতে পারলে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায় ক্রমবর্ধমানভাবে বুঝতে সক্ষম হবে যে, কুরআন সম্পূর্ণ সত্য এবং এটিকে মেনে চলাই চূড়ান্ত সাফল্য অর্জনের একমাত্র উপায়। বিজ্ঞানীদের উপর আধুনিক মানুষের অগাধ বিশ্বাস। বিজ্ঞানীরা যত বেশী কুরআনকে উপলব্ধি করবে, কুরআনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ও কুরআন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিজ্ঞান চর্চা করবে, বিজ্ঞান তত বেশী মানুষকে আধুনিকতাবাদী সাংস্কৃতিক প্রবণতার চরম হতাশা থেকে মুক্ত করতে পারবে এবং প্রকৃত জনকল্যাণমুখী হ'তে পারবে॥

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্‌র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্‌র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্‌র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০। মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

তাবলীগী ইজতেমা ২০২৫ সফল হোক!

হোটেল নাইস ইন্টারন্যাশনাল

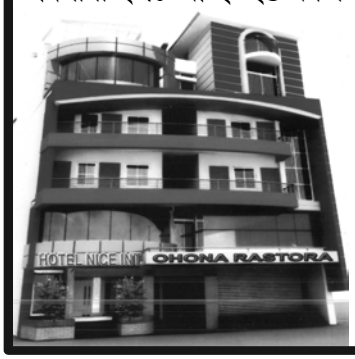

তিন তারকা মানসম্পন্ন অত্যাধুনিক বিলাসবহুল আবাসিক হোটেল। রাজশাহী শহরের প্রাণকেন্দ্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত পদ্মানদীর বাম তীর সংলগ্ন গণকপাড়া সাহেব বাজার জিরো পয়েন্ট এ অবস্থিত।

(১) শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি কক্ষ (২) ২৪ ঘন্টা রুম সার্ভিস ও সিকিউরিটি (৩) কম্প্লীমেন্টারী সকালের নাস্তা ও দৈনিক নিউজ পেপার (৪) সিকিউরিটি ক্যামেরা (৫) ইন্টারনেট সার্ভিস (৬) জেনারেটর দ্বারা শীততাপ নিয়ন্ত্রণ (৭) জরুরী চিকিৎসা (৮) মানি চেঞ্জিং ও সেফটি লকার (৯) রেস্টুরেন্ট (১০) কনফারেন্স হল (১১) হোটেলের নিজস্ব পরিবহণ (১২) রুফটপ গার্ডেন ও সানবার্থ (১৩) কার পার্কিং (১৪) অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা (১৫) লন্ড্রি সার্ভিস (১৬) সেলুনের বিশেষ ব্যবস্থা (১৭) ভিসা/ক্রেডিট কার্ডে পেমেন্টের ব্যবস্থা (১৮) হোটেল থেকে ভ্রমণের সুব্যবস্থা (১৯) ড্রাইভার এ্যাকোমেডেশন।

ফোন : ৭৭৬১৮৮, ৭৭১৮০৮; ফ্যাক্স : ০৭২১-৭৭৫৬২৫, মোবাইল : ০১৭১১-৩৪০৩৯৬।

সমাজে অপরাধপ্রবণতা হ্রাসে কুরআনে বর্ণিত শাস্তিবিধানের অপরিহার্যতা

*-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, সংহারকর্তা ও বিধানদাতা মহান আল্লাহ তা'আলা। তিনি মানুষ ও জিনকে বুদ্ধিমান প্রাণী করে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উপর আদেশ-নিষেধের বিধান জারী করেছেন। জিনদের আমরা দেখতে পাই না। আমাদের কথা তাই মানুষকে কেন্দ্র করে। মানুষকে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে প্রেরণের সময় বলে দিয়েছিলেন, قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، 'আমরা বললাম, তোমরা সবাই জান্নাত থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার নিকট থেকে তোমাদের কাছে কোন হেদায়াত পৌঁছবে, তখন যারা আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/৩৮)*। কুরআনের ভাষায় এই হেদায়াত হচ্ছে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে প্রেরিত দ্বীন ইসলাম। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট মনোনীত একমাত্র দ্বীন হ'ল ইসলাম' *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। আর আল্লাহ তা'আলা দ্বীন ইসলামেই পুরোপুরি দাখিল হ'তে বলেছেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন' *(বাক্বারাহ ২/২০৮)*।

'ইসলাম' শব্দের অর্থই আত্মসমর্পণ। পরিভাষায়, এ আত্মসমর্পণ করতে হবে আল্লাহ্র নিকটে, যা হবে রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দেখানো পথে। সে পথ স্পষ্ট উল্লেখ আছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে। সুতরাং মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ্র নিকট সৃষ্টি হিসাবে তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য। দ্বীন হিসাবে তাদের মানতে হবে একমাত্র ইসলাম। কেউ যদি তা না মেনে অন্য দ্বীন মেনে চলে তবে আল্লাহ্র নিকট তা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং পরিণামে সে চিরস্থায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، 'আর যে ব্যক্তি 'ইসলাম' ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তার নিকট থেকে তা কখনোই কবুল করা হবে না এবং ঐ ব্যক্তি আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। ইসলামকে জানা ও মানার মূলে রয়েছে কুরআন ও তার বাহক রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)। ইসলামকে জানতে ও মানতে এই দু'টি সূত্রের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে। কুরআন তার বিষয়বস্তুসহ সন্দেহাতীতভাবে সত্য। ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, সংসার জীবন ইত্যাদির মূলনীতি এ গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এটি আল্লাহ্র গ্রন্থ কি-না তা নিয়ে মনে সন্দেহ জাগা অস্বাভাবিক নয়। সে সন্দেহ খণ্ডন করতে আল্লাহ কুরআনের একাধিক জায়গায় অনুরূপ একটি গ্রন্থ অথবা দশটি সূরা অথবা নিদেনপক্ষে একটি সূরা রচনা করতে বলেছেন। তিনি সূরা বাক্বারায় বলেছেন, وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ– 'আর যদি তোমরা তাতে সন্দেহে পতিত হও, যা আমরা আমাদের বান্দার উপর নাযিল করেছি, তাহ'লে অনুরূপ একটি সূরা তোমরা রচনা করে নিয়ে এসো। আর (এ কাজে) আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের যত সহযোগী আছে সবাইকে ডাকো, যদি তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হও। কিন্তু যদি তোমরা তা না পারো, আর কখনোই তা পারবে না, তাহ'লে তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো, যার ইন্ধন হ'ল মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে অবিশ্বাসীদের জন্য' *(বাক্বারাহ ২/২৩-২৪)*। কুরআনই রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আল্লাহ্র রাসূল ও শেষ নবী বলে আমাদের নিকট পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، 'মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল ও শেষনবী' *(আহযাব ৩৩/৪০)*।

কাজেই মানব জাতির কল্যাণের জন্য আল্লাহ তা'আলা আইন বিচার ইত্যাদি যে দিবেন সেটাই স্বাভাবিক। এজন্য বিশ্বাস করতে হবে এবং জানতে হবে যে, ইসলাম শুধু ব্যক্তিগতভাবে পালনীয় কোন দ্বীন নয়, বরং ব্যক্তি জীবনসহ সমষ্টিগতভাবে পালনীয় দ্বীন। সমষ্টির স্বার্থেই ইসলাম জামা'আতবদ্ধভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কথা বলে। আধুনিক রাষ্ট্রের রয়েছে তিনটি বিভাগ। যথা আইন বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগ। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও এ তিনটি বিভাগই রয়েছে। এখানে কুরআন ও সুন্নাহ্র আইন অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্পষ্ট রয়েছে। যদি কোন আইন অস্পষ্ট থাকে কিংবা প্রণয়নের প্রয়োজন পড়ে তবে ইসলামী সরকারের মজলিসে শূরা ও মুজতাহিদ বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত 'আহলুল হাল্লে ওয়াল আকদ' নামে পরিচিত তার একটি দফতর কুরআন ও সুন্নাহ্র মূলনীতির আলোকে তা প্রণয়ন করবেন। সে আইন অনুযায়ী নির্বাহী বিভাগ দেশ পরিচালনা করবে এবং বিচার বিভাগ বিচার করবে। অপরাধপ্রবণতা রোধ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান নির্বাহী বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। আইনের মূল উদ্দেশ্য সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা স্থাপন এবং জনগণ যাতে তাদের অধিকার নির্বিঘ্নে লাভ করে তার নিশ্চয়তা বিধান। যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের পরও মানুষ বেআইনি কাজ ও অপরাধ করে বসতে পারে। তাই অপরাধী যাতে শাস্তির কথা ভেবে অপরাধ থেকে দূরে থাকে এবং অপরাধ করে বসলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ যাতে ন্যায়বিচার পায়

সেজন্য ইসলামে রয়েছে বিচার বিভাগ। আমাদের আলোচ্য বিষয় 'সমাজে অপরাধপ্রবণতা হ্রাসে কুরআন-সুন্নাহ বর্ণিত হুদূদের অপরিহার্যতা' এই বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট।

বর্তমান বিশ্বে যে সাতটি মহাদেশ রয়েছে তার ছয় মহাদেশে মানুষ বাস করে। তন্মধ্যে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ পুরোটাই পাশ্চাত্য শাসিত। সেখানে পাশ্চাত্যের শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত। তাদের আইনের গোড়ায় রয়েছে বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন, সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি দেশের সিভিল ও ক্রিমিনাল ল। এসব আইন আবার এসেছে রোমক ও গ্রীক আইন থেকে। অন্য দু'টি মহাদেশ এশিয়া ও আফ্রিকা আয়তনে ও জনসংখ্যায় বড় হ'লেও তাদের অধিকাংশ দেশ এক সময় ইউরোপের বিভিন্ন দেশের কলোনী বা উপনিবেশ ছিল। এসব দেশের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন বদল করে তারা নিজেদের দেশের আইন চালু করে। ফলে বলতে গেলে চীন, জাপান ও সঊদী আরবের মতো কিছু দেশ বাদে গোটা এশিয়া ও আফ্রিকাতেও পাশ্চাত্যের আইন ব্যবস্থা চালু হয়ে যায়। এসব আইন মানব রচিত এবং তারা তাদের সুবিধামতো আইন পরিবর্তন করে। সে যাই হোক, আইন ও বিচার শূন্য বিশ্ব-জগত অতীতেও ছিল না, বর্তমানেও নেই এবং ভবিষ্যতেও হবে না।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুঅতী যিন্দেগী থেকে শুরু করে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে ওছমানীয় খেলাফতের সমাপ্তি পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে কুরআন ও সুন্নাহ প্রবর্তিত আইন চালু ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশেও ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজ শাসকগণ ইসলামী আইন মোতাবেক বিচার-ফায়ছালা করত। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে সঊদী আরব প্রতিষ্ঠার পর তাদের আইন ও বিচারের উৎস ছিল কুরআন ও সুন্নাহ। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে এখনও কুরআনিক বিচার ব্যবস্থা চালু আছে।

অপরাধ হ্রাসে ইসলামের নীতি : অপরাধ হ্রাসে ইসলাম প্রধানত দু'টি নীতি অবলম্বনের কথা বলে। (১) প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। (২) প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে : (১) ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমাজ জীবনে ঈমান ও আমলে ছালেহ বা সৎকর্মের চর্চা। (২) ঈমান ও সৎকর্ম বিরোধী বিশ্বাস যেমন শিরক, কুফর, নিফাক, জাহেলিয়াত ও কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত অসৎকর্ম পরিহার। (৩) পরিবার ও সমাজে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অব্যাহত প্রচেষ্টা। (৪) ব্যক্তি-মানুষের চরিত্রে ভালোগুণের সমাবেশ ঘটান ও মন্দগুণ অপনোদনের ব্যবস্থা। (৫) আখেরাতে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহিতার দৃঢ় বিশ্বাসের অনুভূতি তৈরী। (৬) মহান আল্লাহ্র সঙ্গে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি এবং জীবনের নানা ক্ষেত্রে সাফল্য লাভের নিমিত্তে তার নিকট দো'আ করা। প্রতিরোধ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের। তবে রাষ্ট্র অপরাধ হ্রাসে বৃহত্তর ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা মূলতঃ বিচার ব্যবস্থা। বিচারের অধিকার রয়েছে কেবল প্রশাসন ও বিচারের সাথে নিযুক্ত ব্যক্তিদের, অন্য কারও তা নেই। ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় অপরাধ ভেদে তিন প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে : (১) ক্বিছাছ, (২) হদ, (৩) তা'যীর।

কুরআন ও সুন্নাহ্র আইন শুধু মুসলিমদের জন্য নয়, বরং তা গোটা বিশ্বের মানব জাতির জন্য। খোদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইহূদীদের উপর ব্যভিচারের শাস্তি আরোপ করেছিলেন। অবশ্য ইহূদীদের তাওরাত ও কুরআন-সুন্নাহ্র ব্যভিচারের শাস্তি একই। এ আইন শাশ্বত চিরন্তন। অতীতের জন্য যেমন তা উপযোগী, বর্তমানের জন্যও তেমনি উপযোগী এবং একইভাবে তা ভবিষ্যতের জন্যও। সকল মানুষের জাতির জন্যই তা সমভাবে প্রযোজ্য। কারণ মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তিনিই জানেন, কোন আইন মানুষের জন্য উপযোগী এবং কোনটা অনুপযোগী। কিন্তু এ আইন মেনে নিতে অনিচ্ছুক মানব গোষ্ঠী সব যুগেই তার বিরুদ্ধে নানা আপত্তি ও প্রশ্ন তুলেছে এবং তুলছে।

স্মর্তব্য যে, অপরাধ কিন্তু আদালতে তথ্য ও সাক্ষীদের সাক্ষ্যসহ বাদীকে আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم و دماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، 'মানুষ দাবী করা মাত্রই যদি দিয়ে দেওয়া হ'ত তাহ'লে লোকেরা কোন গোষ্ঠীর জান-মাল দাবী করে বসত। কিন্তু নিয়ম হ'ল, বাদীর দায়িত্ব প্রমাণ তুলে ধরা, আর বিবাদীর দায়িত্ব শপথ করা'।[১] বাদী প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হ'লে বিবাদী তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য নয় বলে আল্লাহ্র নামে শপথ করে অস্বীকার করবে। বিবাদী স্বেচ্ছায় অপরাধ স্বীকার করলে সেটাও বিচারক আমলে নিবেন। বাদীকে মিথ্যা মামলা করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। মিথ্যা মামলা মিথ্যা কথার মতই কবীরা গুনাহ। আল্লাহ বলেন, وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ 'তারা মনগড়া মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে না। *(মুমতাহিনাহ ৬০/১২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ 'তোমরা কারও প্রতি মনগড়া মিথ্যা অপবাদ আরোপ করো না'।[২] উপরন্তু মিথ্যা মামলা যুলুম। এতে মানুষকে কষ্ট দেওয়া হয়। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، 'যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদের কষ্ট দেয় কোনরূপ অপরাধ না করা সত্ত্বেও, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে' *(আহযাব ৩৩/৫৮)*। মিথ্যা মামলা করলে তথ্য ও সাক্ষ্যও মিথ্যা হবে। কিন্তু মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান হারাম। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ،

১. *তিরমিযী হা/১৩৪১; ছহীহুল জামে' হা/২৮৯৭; ইরওয়া হা/১৯৩৮।*
২. *বুখারী হা/১৮; মিশকাত হা/১৮।*

'আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না' *(ফুরক্বান ২৫/৭২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ لاَ يَسْكُتُ. 'আমি কি তোমাদের কবীরা গুনাহের মধ্যে সবচেয়ে বড়টির সম্পর্কে বলব না? আমরা বললাম, অবশ্যই বলবেন হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা, মাতা-পিতার হুকুম অমান্য করা। এ সময় তিনি হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর সোজা হয়ে বসে বললেন, সাবধান! মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। সাবধান!! মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। কথাটি তিনি বারবার বলতে লাগলে এক পর্যায়ে আমি বললাম, তিনি কি চুপ করবেন না![৩] সাক্ষ্য মিথ্যা প্রমাণিত হ'লে মামলা ডিসমিস হয়ে যাবে।

মামলা দায়েরের পর ঘটনার সত্যাসত্য যাচাইয়ের বিধান রয়েছে। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، 'হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসেক ব্যক্তি তোমাদের নিকটে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহ'লে তোমরা সেটা যাচাই কর, যাতে তোমরা অজ্ঞতাবশে কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধন না কর। অতঃপর নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হও' *(হুজুরাত ৪৯/৬)*। এজন্য বিচারক মামলা দায়ের হওয়া মাত্রই বিবাদীর উপর দণ্ড প্রদানে কোন তাড়াহুড়ো করবেন না। মামলার মধ্যে কোন সন্দেহ আছে কি-না, সাক্ষীদের সাক্ষ্যে কোন সন্দেহ পাওয়া যায় কি-না, ঘটনার বর্ণনায় কোন গরমিল পাওয়া যায় কি-না ইত্যাদি তাকে খুঁজে দেখতে হবে। কোন সন্দেহ পেলে হদ কার্যকর করা যাবে না। এজন্যে ওমর (রাঃ) বলেছেন, لَئِنْ أُعَطِّلَ الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُقِيمَهَا بِالشُّبُهَاتِ 'সন্দেহের কারণে আমি যদি হদ বাতিল করি তবে তা সন্দেহমূলে হদ কার্যকর করা থেকে আমার নিকট অধিক প্রিয়'।[৪] ইসলামী আইনের এটি একটি কমন ধারা যে, হদকে যথাসাধ্য রোধ করতে হবে। মামলার যুক্তিতর্কে যে পক্ষ হকের উপর রয়েছে তারা যদি হেরে যায় এবং নাহক পক্ষ জয়যুক্ত হয়, আর তারা মামলা থেকে প্রাপ্ত সুযোগ গ্রহণ করে তবে পরকালে তাদেরকে কঠিন শাস্তি পোহাতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ 'আমি মানুষ বৈ নই। তোমরা আমার কাছে বিবাদ নিয়ে এস। হয়তো তোমাদের কেউ অন্যজন অপেক্ষা তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপনে অধিক বাকপটু। আর আমি তো যেমন শুনি তদনুসারে বিচার করি। কাজেই আমি যদি তার ভাইয়ের হক থেকে তার জন্য রায় দিয়ে দেই তাহ'লে সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা আমি তার জন্য যা নির্ধারণ করব তা হবে বস্তুত আগুনের একটি অঙ্গার'।[৫]

কিছাছ ও হদের মামলায় প্রমাণ হিসাবে কোন ক্ষেত্রে অন্তত দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ এবং কোন ক্ষেত্রে চার জন পুরুষের চাক্ষুষ সাক্ষ্য প্রয়োজন হয়। সাক্ষীদের অবশ্যই সত্য সাক্ষ্য দিতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ 'তোমরা আল্লাহ্র জন্য সত্য সাক্ষ্য দিয়ো' *(তালাক ৬৫/২)*। অন্য আয়াতে তিনি বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহ্র জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসাবে, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়। (বাদী-বিবাদী) ধনী হৌক বা গরীব হৌক, আল্লাহ তাদের সর্বাধিক শুভাকাঙ্ক্ষী। অতএব ন্যায়বিচারে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে জেনে রেখ আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত' *(নিসা ৪/১৩৫)*।

আল্লাহ তা'আলা বিচার কার্যে নিয়োজিতদের ন্যায়বিচার করতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার করতে আদেশ দিচ্ছেন' *(নাহল ১৬/৯০)*। তিনি আরো বলেন, اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى 'তোমরা ন্যায়বিচার কর, যা আল্লাহভীতির সর্বাধিক নিকটবর্তী' *(মায়েদাহ ৫/৮)*। বিচারে পক্ষপাতিত্ব করতে আল্লাহ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا، 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে অবিচারে প্ররোচিত না করে' *(মায়েদাহ ৫/৮)*।

বিচারটা হবে কুরআন ও সুন্নাহ্র নিরিখে। তার ব্যত্যয় করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، 'বস্তুতঃ যারা আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করে না, তারাই কাফের' *(মায়েদাহ ৫/৪৪)*। রাসূলের ফায়ছালা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، 'অতএব তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা কখনোই (পূর্ণ) মুমিন হ'তে

৩. বুখারী হা/৫৯৭৬।
৪. ইবনু আবি শায়বা, আল-মুছান্নাফ, হুদুদ অধ্যায় হা/২৮৪৯৩।
৫. বুখারী হা/৭১৬৯; মিশকাত হা/৩৭৬১; ছহীহাহ হা/১১৬২।

পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয় সমূহে তোমাকে বিচারক রূপে মেনে নিবে। অতঃপর তোমার দেওয়া ফায়ছালায় তাদের মনে কোনরূপ দ্বিধা না রাখবে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নিবে' *(নিসা ৪/৬৫)*।

শাসক-শাসিত, ক্ষমতাধর-ক্ষমতাহীন, ধনী-গরীব, ছোট-বড়, স্বধর্মী-বিধর্মী নারী-পুরুষ সবার জন্য আইন ন্যায্যতার ভিত্তিতে প্রযোজ্য হবে। কারও প্রতি আইন পক্ষপাতিত্ব করবে না। তখনই তা হবে সুবিচার ও ইনছাফ। আইনের প্রথম কথা, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালন। এ লক্ষ্যেই ইসলামের প্রথম খলীফা আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) খিলাফতের আসনে আসীন হয়ে তাঁর প্রথম ভাষণে বলেছিলেন, 'শোন, তোমাদের মধ্যকার দুর্বল লোকটাও আমার নিকট সবল, যে পর্যন্ত না আমি আল্লাহ চাহে তো তার প্রাপ্য তাকে সোপর্দ করতে পারি। আর তোমাদের মধ্যকার সবল লোকটাও আমার নিকট দুর্বল, যে পর্যন্ত না আমি আল্লাহ চাহে তো তার থেকে প্রাপ্য হক আদায় করতে পারি'।[৬] আইন যদি উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলোতে পক্ষপাতমূলক হয়, শাসক শক্তিশালীর জন্য তাতে যদি সাত খুন মাফ, আর বিরোধী দুর্বলের জন্য পান থেকে চুন খসলেই জেল-যুলুমের খড়্গ নেমে আসে তবে তা হবে আইনের নামে যুলুম ও অবিচার।

মানুষের এমনকি অন্যান্য সৃষ্টির জীবন রক্ষার প্রতি ইসলাম সবিশেষ গুরুত্বারোপ করে। পশুর খেতে না দেওয়া, বেঁধে রেখে মেরে ফেলা, পাখির বাসা থেকে বাচ্চা তুলে আনা হাদীছে খুবই গর্হিত কাজ এবং ক্ষেত্রবিশেষে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলা হয়েছে। অপ্রয়োজনে গাছের সবুজ ডাল পর্যন্ত ভাঙতে নিষেধ করা হয়েছে। অপরদিকে মানুষ পশুর প্রতি দরদমাখা আচরণ করলে, সে জান্নাতে পর্যন্ত যেতে পারে বলে হাদীছে প্রমাণ রয়েছে'।[৭] আর মানুষের কথা তো বলাই বাহুল্য। মানুষ ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ্র সর্বাধিক সম্মানিত সৃষ্টি। তাই মানুষের জান, মাল ও ইয্যত ইসলামে সবচেয়ে বেশী মূল্যবান। অপরাধীরা যাতে অপরাধের মাধ্যমে মানুষের এই তিনটি দামী জিনিসের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করে সেজন্য কুরআন ও হাদীছে বহু স্থানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। খোদ ব্যক্তিকেও নিজের জান-মাল ও ইয্যতের তছরূফ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত। আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না' *(নিসা ৪/২৯)*। এখানে নিজেদের জান-মাল রক্ষা করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আদেশ করছেন সুবিচার ও নেক কাজ করতে এবং নিকটাত্মীয়দের দিতে। আর নিষেধ করছেন অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও বিদ্রোহ থেকে' *(নাহল ১৬/৯০)*। এ আয়াতে সার্বিকভাবে মানহানিমূলক কাজ থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে।

মানুষ সচরাচর যেসব অপরাধ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সে সকল অপরাধ না করার জন্য ছাহাবীদের থেকে বায়'আত নিতেন। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 'হে নবী! যখন মুমিন নারীগণ তোমার কাছে এসে এই মর্মে বায়'আত করে যে, তারা আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যেনা করবে না, তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং বৈধ কর্মে তোমার অবাধ্যতা করবে না, তাহ'লে তুমি তাদের বায়'আত গ্রহণ কর ও তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(মুমতাহিনাহ ৬০/১২)*।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ إِنِّيْ مِنْ النُّقَبَاءِ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ وَلَا نَنْتَهِبَ وَلَا نَعْصِيَ بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَإِنْ غَشِيْنَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللهِ

'উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) বলেন, আমি সে সকল নকীবের একজন যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে (আকাবায়) বায়'আত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমরা তাঁর নিকট এই মর্মে বায়'আত গ্রহণ করেছিলাম যে, আমরা আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে শরীক করব না, চুরি করব না, ব্যভিচার করব না, আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা হারাম করেছেন তাকে হত্যা করব না, লুটতরাজ করব না এবং অন্যায় কাজ করব না। আমরা এ বায়'আত মেনে চললে বিনিময়ে জান্নাত পাব। আর এগুলোর কোন একটায় আমরা লিপ্ত হ'লে তার বিচার আল্লাহ্র হাতে'।[৮]

সূরা মুমতাহিনায় উল্লিখিত বায়'আত মক্কা বিজয়কালে ঘটেছিল, কিন্তু উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ)-এর বায়'আতের ঘটনা ছিল হিজরতের পূর্বে মক্কায়, যখন তাঁর হাতে শাসন ক্ষমতা ছিল না। বুঝে দেখুন, সমাজে অপরাধ দূরীকরণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নবুঅতের সেই প্রথম লগ্ন থেকে কতটা সচেতন ছিলেন! প্রাক নবুঅত যুগে 'হিলফুল ফুযূল' গঠনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও সেকথার স্বাক্ষর বহন করে। সাধারণভাবে তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন, كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى

৬. *সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৬৬১, www.islamweb.net।*
৭. *বুখারী হা/৩৩২১; মিশকাত হা/১৯০২।*
৮. *বুখারী হা/৩৮৯৩, ৬৮৭৩, ১৮, ৩৮৯২।*

الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ، ‘প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমকে হত্যা করা, তার সম্পদ গ্রাস করা এবং তার মানহানি করা হারাম’।[৯] বিদায় হজ্জের ভাষণেও তিনি এ কথার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন, إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ، ‘নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত (প্রাণ), তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের মান-সম্ভ্রম তোমাদের পরস্পরের জন্য তেমন হারাম যেমন হারাম তোমাদের এই (আরাফার) দিন, তোমাদের এই মাস, তোমাদের এই শহর। আর উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট এ বার্তা পৌঁছে দেয়।[১০] এভাবেই ইসলাম মানুষের জান-মাল ও ইয্যতের উচ্চ মূল্য দিয়েছে। কেউ তা ক্ষুণ্ণ করলে সে অপরাধের শাস্তিও ইসলাম কঠোর করেছে।

দেখুন, ক্বিছাছ ও হদের সাথে জড়িত সকল অপরাধ কোন না কোনভাবে মানুষের জান-মাল ও ইয্যতের সাথে জড়িত। তাই সমাজে জান-মাল ও ইয্যতের নিরাপত্তা বজায় রাখার স্বার্থে যেমন হদজনিত অপরাধ করতে নিষেধ করা হয়েছে তেমনি কেউ এহেন অপরাধ করে বসলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের সমাজ-রাষ্ট্রে যে অপরাধের মাত্রা দিন দিন বেড়ে চলছে এবং সামাজিক নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে তাতে দেশে চলমান বিচার ব্যবস্থা কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না। একটি মুসলিম প্রধান দেশ হিসাবে যদি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহ্র আইন কার্যকর করা হয় এবং ক্বিছাছ ও হুদূদের আলোকে বিচার ব্যবস্থা সাজানো হয় তবে ইনশাআল্লাহ সমাজ থেকে অপরাধ প্রবণতা প্রায় শূন্যের কোঠায় চলে যাবে। হদ, ক্বিছাছ ও তা‘যীর সম্পর্কে এখানে যে আলোচনা তুলে ধরা হচ্ছে তা থেকে ইনশাআল্লাহ বুঝা যাবে যে, কুরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত হুদূদ ও ক্বিছাছ যথেষ্ট বিবেচনা প্রসূত এবং তা প্রয়োগে অনেক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আদালতে মামলা এলেই চাবুক মারা, হাত-পা কেটে দেওয়া কিংবা পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা বিষয়টি মোটেও তেমন নয়। বাদী বিবাদী উভয় পক্ষের জন্যই ইসলামী আইন আদল ও ইনছাফের মূর্ত প্রতীক। ফলে এখানে আইনের শাসন ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত থাকায় সমাজে অপরাধপ্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পাবে।

হদ ও ক্বিছাছ :

যে সকল অপরাধের জন্য আল্লাহ্র অধিকার ক্ষুণ্ণ করার দরুন নির্ধারিত দণ্ডের কথা কুরআন ও হাদীছে বলা হয়েছে তা ‘হদ’ নামে পরিচিত। হদের বহুবচন হুদূদ। আর যে সকল অপরাধের বান্দার অধিকার ক্ষুণ্ণ করার দরুন কুরআন ও হাদীছে যে দণ্ডের কথা বলা হয়েছে তা ক্বিছাছ ও দিয়াত নামে পরিচিত। হদ যেহেতু আল্লাহ্র হক তাই তা মওকুফ করা কিংবা হ্রাস-বৃদ্ধির কোন অধিকার মানুষের নেই তা সে যে পর্যায়েরই কেউ হোক না কেন। কিন্তু ক্বিছাছ যেহেতু বান্দার হক তাই তা মওকূফ করা কিংবা বাড়ান-কমানোর অধিকার বান্দার থাকে। হদ ও ক্বিছাছ ব্যতীত আদালত আর যেসব দণ্ড বিধান করে থাকে তা তা‘যীর নামে পরিচিত।

যে সকল অপরাধে হদ প্রযোজ্য তার সংখ্যা সাত। যথা: ১. চুরি, ২. ডাকাতি, ৩. ব্যভিচার, ৪. সতীত্বে দোষারোপ (অপবাদ), ৫. মদ পান, ৬. রিদ্দাহ বা দ্বীন ইসলাম ত্যাগ ও ৭. বিদ্রোহ।

এখানে সংক্ষেপে উল্লিখিত অপরাধ ও তাদের হদগুলো আলোচনা করা হ’ল।

১. চুরি ও তার হদ : চুরিকে আরবীতে ‘সারেকাহ’, বলে। গোপনে অন্যের কোন জিনিস নেওয়াকে চুরি বলে। কোন ব্যক্তির হেফাযতকৃত জিনিস তার অজ্ঞাতে লুকিয়ে গ্রহণকারীকে আরবরা চোর বলে। চুরির মধ্যে তিনটি বিষয় থাকা শর্ত। ক. অন্যের মালিকানাধীন মাল নেওয়া। খ. নেওয়াটা হবে গোপনে ও লুকিয়ে। গ. মাল হবে হেফাযতকৃত বা সংরক্ষিত। সুতরাং কোন মাল অন্যের মালিকানাধীন না হ’লে অথবা অন্যের মালিকানাধীন মাল প্রকাশ্যে নিলে অথবা তার মাল হেফাযতকৃত না হ’লে তা হাত কাটার শাস্তিযোগ্য চুরি বলে গণ্য হবে না। একই কারণে আত্মসাৎকারী ও ছিনতাইকারীর হাত কাটা যাবে না। তবে এদের সকলের উপর তা‘যীর প্রযোজ্য হবে। এ আলোচনা থেকে বুঝা যায় চুরি দুই প্রকার। এক প্রকার চুরি, যেজন্য তা‘যীর প্রযোজ্য। দ্বিতীয় প্রকার চুরি, যেজন্য হদ প্রযোজ্য। উভয় প্রকারের বিস্তারিত বর্ণনা ফিক্বহের গ্রন্থগুলোতে রয়েছে।

চুরির শাস্তি হিসাবে আল্লাহ বলেছেন, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ، ‘চোর পুরুষ হৌক বা নারী হৌক তার হাত কেটে দাও তার কৃতকর্মের ফল স্বরূপ’ *(মায়েদাহ ৫/৩৮)*। যদিও চুরির প্রমাণ মিললে আল্লাহ তা‘আলা সাধারণভাবে নারী-পুরুষ উভয় প্রকার চোরের হাত কেটে দিতে বলেছেন, কিন্তু চুরির সংজ্ঞা ও হাদীছ থেকে প্রমাণ মেলে যে, হাত কাটার ক্ষেত্রে ন্যূনতম একটা নেছাব রয়েছে, তার কমে হাত কাটা যাবে না। অনুরূপভাবে হাদীছে অনেক শ্রেণীর চোরের হাত কাটতে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। পরিবারের সদস্যগণ এমনকি নিকটত্মীয় কেউ চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে না। সব্জি ও পচনশীল দ্রব্য চুরিতে হাত কাটা নেই। মোটকথা চোর, চুরিকৃত দ্রব্য ও চুরির স্থান সম্পর্কিত কিছু দিক হদ জারীর ক্ষেত্রে বিবেচ্য।

বাহ্যদৃষ্টিতে চুরির জন্য হাত কাটাকে কঠোর শাস্তি মনে হ’তে পারে, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বিভিন্ন চিন্তাবিদগণ তা বলেও থাকেন। কিন্তু গভীরভাবে দেখলে বুঝা যাবে চুরির জন্য তা‘যীরের সাথে হাত কাটার হদও অত্যন্ত উপযোগী।

২. ডাকাতি বা দস্যুতা ও তার হদ : ডাকাতি বা দস্যুতাকে আরবীতে ‘হিরাবাহ’ ও ‘কাতউত ত্বরীক’ বলা হয়।

৯. মুসলিম হা/২৫৬৪।
১০. বুখারী হা/৬৭, ১৭৩৯; মুসলিম হা/৪২৭৬; ছহীহ আবূদাঊদ হা/১৯০৫; তিরমিযী হা/২১৫৯; ইবনু মাজাহ হা/৩০৫৫।

পরিভাষায় দ্বীন, আখলাক, শাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে একদল সশস্ত্র লোক কর্তৃক ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, খুন-খারাবী, সম্পদ ছিনতাই, ইয্যতহানি, ক্ষেত-খামার ও পশুপাল ধ্বংস করার মতো কাজকে ডাকাতি বা দস্যুতা বলে।[১১] এসব ডাকাত মুসলিম অমুসলিম যে কেউ হ'তে পারে। তারা দলবদ্ধও হ'তে পারে, আবার একজনও হ'তে পারে।

ডাকাতি বা দস্যুতা বড় ধরনের অপরাধ হিসাবে গণ্য। এজন্য কুরআন এহেন অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধকারী এবং দেশের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টিকারী' হিসাবে আখ্যা দিয়েছে। আর এ অপরাধের শাস্তিও এত কঠোর করেছে যে এমন শাস্তি অন্য কোন অপরাধের ক্ষেত্রে আরোপ করেনি। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং জনপদে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটা তাদের জন্য দুনিয়াবী লাঞ্ছনা। আর আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি' *(মায়েদাহ ৫/৩৩)*।

আয়াত থেকে বুঝা যায়, ডাকাতির শাস্তি চার প্রকার : হত্যা, অথবা শূলে চড়িয়ে হত্যা, অথবা বিপরীতক্রমে হাত-পা কেটে দেওয়া, অথবা জন্মভূমি থেকে বের করে দেওয়া।

আয়াতে 'অথবা' শব্দ থাকায় অনেক ইমাম বলেছেন, বিচারক চারটি শাস্তির যে কোনটি কার্যকর করতে পারেন। আবার অনেক ইমাম বলেছেন, চার শাস্তি চার প্রকার অপরাধের সাথে যুক্ত। ডাকাত যদি শুধু হত্যা করে অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে না নেয় তাহ'লে হত্যা কার্যকর হবে। যদি হত্যা ও অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে থাকে তাহ'লে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হবে। যদি হত্যা না করে কেবল অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে থাকে তাহ'লে বিপরীতক্রমে হাত-পা কেটে দেওয়া হবে।

আর যদি হত্যা ও অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার মতো কোন কিছুই না করে কেবল ভয়-ভীতি দেখায় তাহ'লে জন্মভূমি থেকে বের করে দেওয়া হবে।

অবশ্য ডাকাতির হদ জারীর জন্য চারটি শর্ত রয়েছে। এক- ডাকাতকে প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ হওয়া, দুই- তার সাথে যে কোন ধরনের অস্ত্রপাতি থাকা, তিন- লোকালয় থেকে দূরে ডাকাতি হওয়া, চার- ডাকাতির কার্য লোকচক্ষুর সামনে করা। লোকচক্ষুর আড়ালে হ'লে তা চুরি বলে গণ্য হবে। তৃতীয় শর্ত ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম ছাওরী (রহঃ) আরোপ করেছেন। তাদের মতে, লোকালয়ে ডাকাতি ছিনতাই বলে গণ্য। কাজেই সেজন্য ডাকাতির শাস্তির স্থলে তা'যীর আরোপিত হবে। কিন্তু ইমাম শাফেঈ, মালেক, আহমাদ, আবু ছাওর, আওযাঈ, লাইছ, আহলে যাহের প্রমুখের মতে লোকালয়, নির্জন রাস্তা, মরুভূমি সর্বত্রই ডাকাতির আইন একই। সুতরাং সব ক্ষেত্রে ডাকাতির শাস্তি কার্যকর হবে। আয়াতে তো কোন পার্থক্য টানা হয়নি। *[ক্রমশঃ]*

১১. *ফিকহুস সুন্নাহ ২/৪১৬।*

HOTEL MUKTA
INTERNATIONAL (RESIDENTIAL)
(A trusted home with a family touch)

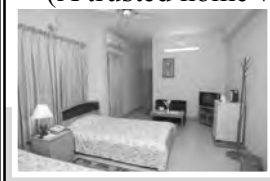
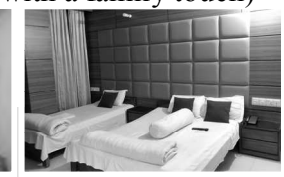

Ganakpara, Shaheb Bazar (In front of T&T), Rajshahi-6100.
Phone : 880-721-771100, 771200
Mobile : 01711-302322.
Email: admin@hotelmukta.com.bd
website: hotelmukta.com.bd

তাবলীগী ইজতেমা ২০২৫ সফল হৌক

উজালা মাইক সার্ভিস এন্ড হোসেন ডেকোরেটর

এখানে আহুজার সকল মালামাল এবং পার্টস পাইকারী ও খুচরা পাওয়া যায়।
ডিজিটাল সাউনন্ড সিস্টেম, প্রোজেক্টর, ক্যামেরা ও জেনারেটর ভাড়া দেওয়া হয়।

চাঁদ- ০১৭২৮-৬১৬০৪৫
০১৯৭৮-৬১৬০৪৫
জাবেদ- ০১৭১৬-২৮৩০০২
নওশাদ- ০১৭১৭-৮৯৯১২১

পাঁচ মাথা মোড়, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কেবল কুরআন অনুসরণই কি যথেষ্ট?

-মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম*

ভূমিকা :

কুরআন ও হাদীছ উভয়টির সমন্বয়েই ইসলাম পরিপূর্ণ। এর কোন একটিকে বাদ দিলে পূর্ণরূপে ইসলাম মানা সম্ভব নয়। কেননা কুরআনের ব্যাখ্যা হ'ল হাদীছ। রাসূল (ছাঃ) নিজে বাস্তব জীবনে কুরআনের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন এবং উদাহরণ দিয়ে উম্মতকে কুরআনের মর্ম বুঝিয়েছেন। হাদীছ ব্যতিরেকে কুরআনের প্রকৃত অর্থ কোনভাবেই বুঝা সম্ভব নয়। খুবই দুঃখজনক বিষয় হ'ল, ইসলাম আজ শত শত ফির্কায় বিভক্ত। এসব ফির্কা সৃষ্টির মূলে ব্যক্তিস্বার্থ, দলীয় স্বার্থ, গোত্রীয় কোন্দল, রাজনৈতিক স্বার্থ, নিজের মতাদর্শ প্রচার, কোন গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব বজায় রাখা ইত্যাদি পরিদৃষ্ট হয়। নবুঅতের যুগ পার হওয়ার পরপরই শী'আ ও খারেজী সম্প্রদায়ের হাত ধরে বিভিন্ন দল তৈরী হয়। ইদানীং একটি ফির্কার আবির্ভাব হয়েছে, যারা নিজেদেরকে 'আহলে কুরআন' বা কুরআনপন্থী বলে পরিচয় দেয়। তারা হাদীছ বা সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান করে এবং কুরআনকেই যথেষ্ট মনে করে। মূলত তাদের মধ্যে রয়েছে হাদীছ অস্বীকারের হীন চক্রান্ত। আলোচ্য প্রবন্ধে এ ব্যাপারে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

কুরআন ও হাদীছের উৎস অভিন্ন :

ইসলামী শরী'অতের মূল উৎস হচ্ছে অহি। দ্বীনের ভিত্তি আল্লাহ্র নাযিলকৃত অহি-র উপর প্রতিষ্ঠিত। অহি দুই প্রকার যথা- ক. অহিয়ে মাতলূ (আল-কুরআন) খ. অহিয়ে গায়র মাতলূ (হাদীছ)। অহিয়ে মাতলূ তেলাওয়াত করা হয় এবং অহিয়ে গায়র মাতলূ তেলাওয়াত করা হয় না। অহি পরিবর্তন পরিবর্ধনের ক্ষমতা আল্লাহ আমাদের রাসূল (ছাঃ)-কে দেননি। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ مَا يَكُوْنُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِيْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، 'তুমি বল, একে নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তন করা আমার কাজ নয়। আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার নিকট অহি করা হয়। আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তাহ'লে আমি এক ভয়াবহ দিবসের শাস্তির ভয় করি' *(ইউনুস ১০/১৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، 'তিনি নিজ খেয়াল-খুশীমত কোন কথা বলেন না। (যা বলেন) সেটি অহি ব্যতীত নয়, যা তার নিকট প্রত্যাদেশ করা হয়' *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ– 'আর যদি সে আমাদের উপর কোন কথা বানিয়ে বলত, তাহ'লে অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাত দিয়ে ধরে ফেলতাম। অতঃপর আমরা তার গর্দানের প্রাণশিরা কেটে দিতাম। আর তখন তোমাদের মধ্যে এমন কেউ থাকত না, যে তার ব্যাপারে আমাদের বাধা দিতে পারে' *(হাক্কাহ ৬৯/৪৪-৪৭)*।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ هَكَذَا أَمَرَنِى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওযূ করার সময় হাতে এক অঞ্জলি পানি নিতেন। তারপর ঐ পানি চোয়ালের নিম্নদেশে (থুতনির নীচে) লাগিয়ে দাড়ি খিলাল করতেন এবং বলতেন, আমার মহান প্রতিপালক আমাকে এরূপ করারই নির্দেশ দিয়েছেন'।[১] এখানে স্পষ্টই বুঝা যায়, এ আমলটি কুরআনে না থাকলেও রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র আদেশ বলে উল্লেখ করেছেন। তাহ'লে পরোক্ষভাবে রাসূলের কাজকর্ম আল্লাহ্র আদেশেরই নামান্তর। সুতরাং কুরআন ও হাদীছ উভয়ই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত অহি।

হাদীছ আল্লাহ্র নাযিলকৃত অহি :

আল্লাহ কুরআনের পাশাপাশি হিকমাহ নাযিল করেছেন। আর হিকমাহ হচ্ছে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ (কথা, কাজ, সম্মতি)। কুরআনে বর্ণিত আয়াতগুলো সরাসরি জিব্রীল (আঃ)-এর মাধ্যমে এসেছে যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু হিকমাহ হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসা ইলহাম। যা আল্লাহ কোন ফেরেশতার মাধ্যম ছাড়া নাযিল করেছেন। সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ কর, যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দিবেন এবং তাদের (অন্তরসমূহকে) পরিশুদ্ধ করবেন। নিশ্চয়ই তুমি মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(বাক্বারাহ ২/১২৯)*। আল্লাহ এই দো'আ কবুল করে তাদের মধ্যে তথা ইসমাঈলের বংশধর আরব জাতির মধ্যে সেই রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، 'বিশ্বাসীদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি তাদের নিকট তাদের মধ্য থেকে একজনকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন ও তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন

* পরিচালক, মারকাযুল উলূম লিছ ছালিহাত, শ্রীপুর, গাযীপুর।

১. আবূদাঊদ হা/১৪৫, সনদ ছহীহ।

এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ (কুরআন ও সুন্নাহ) শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিল' *(আলে ইমরান ৩/১৬৪)*। এ দু'টি আয়াতে হিকমাহ হচ্ছে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ[২], যা তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، 'আর তোমাদের উপর তিনি যে অনুগ্রহ করেছেন এবং তোমাদের উপর তিনি যে কিতাব ও হিকমাহ নাযিল করেছেন, তা স্মরণ কর। তিনি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে সাবধান করছেন। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহ সকল বিষয়ে অবগত' *(বাক্বারাহ ২/২৩১)*।

আল্লাহ কুরআনে সুন্নাহকে হিকমাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، 'আর আল্লাহ তোমার উপর কিতাব ও হিকমাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। বস্তুতঃ তোমার উপর আল্লাহ্র করুণা অসীম' *(নিসা ৪/১১৩)*। আল্লাহ আরও বলেন, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، 'আর তোমরা স্মরণ রাখো যে তোমাদের গৃহগুলিতে পঠিত হয় আল্লাহ্র আয়াত সমূহ এবং সুন্নাহ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী ও সকল বিষয়ে খবর রাখেন' *(আহযাব ৩৩/৩৪)*।

বিদ্বানগণ বলেছেন, হিকমাহ হ'ল সুন্নাহ বা হাদীছ। কেননা কুরআন ছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের গৃহে যা পাঠ করা হ'ত তা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ।[৩] এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সাবধান! আমাকে কিতাব (কুরআন), তার সঙ্গে অনুরূপ কিতাব (হাদীছ) দেওয়া হয়েছে।[৪] ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ এই আয়াতে 'কিতাব' উল্লেখ করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে কুরআন। আর হিকমাহ উল্লেখ করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত। তিনি আরো বলেন, এখানে হিকমাহ অর্থ রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত ব্যতীত অন্য কিছু করা জায়েয হবে না। কেননা এখানে কিতাবের কথা উল্লেখ করার সাথে সাথেই হিকমাহ উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ আল্লাহ তাঁর নিজের আনুগত্যের সাথে সাথে তাঁর রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করা ফরয করেছেন।[৫] সুতরাং বুঝা গেল যে, হিকমাহ (হাদীছ) আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত। এটি অস্বীকার করার মত কোন দলীল হাদীছ অস্বীকারকারীদের কাছে নেই।

কুরআন ও হাদীছের মধ্যে সম্পর্ক কতটুকু?

কুরআন হ'ল মূল আর হাদীছ হ'ল তার ব্যাখ্যা। হাদীছে বর্ণিত আমল, আদেশ-নিষেধও অবশ্য পালনীয়। কুরআনের ন্যায় হাদীছও পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দলীল। দ্বিতীয়তঃ কুরআন কতক মৌলিক ও সাধারণ নীতিমালার সমষ্টি। কিন্তু হাদীছ তার সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা প্রদান করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، '(তাদের প্রেরণ করেছিলাম) সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও কিতাব সমূহ নিয়ে। আর আমরা তোমার নিকটে কুরআন নাযিল করেছি, যাতে তুমি লোকদের নিকট বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দাও যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে' *(নাহল ১৬/৪৪)*।

মূলতঃ কুরআন ও হাদীছ দু'টিই ওহী। এ দুটির মাঝে মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে কুরআন ওহীয়ে মাতলূ, যা তিলাওয়াত করা হয়। আর হাদীছ ওহীয়ে গায়রে মাতলূ, যা তিলাওয়াত করা হয় না।

কুরআন ও হাদীছ অনুসরণের নির্দেশ :

আল্লাহ্র কিতাবকে আঁকড়ে ধরা যেমন ফরয ঠিক তেমনি তাঁর রাসূলের আনুগত্য করাও ফরয। কুরআন ও হাদীছ একটি অপরটির পরিপূরক। দু'টির কোনটিকেই অস্বীকার করা যাবে না। যদি কোন ব্যক্তি কুরআন-হাদীছের একটিকে স্বীকার ও অপরটি অস্বীকার করে অথবা কিছু অংশ অস্বীকার করে অথবা কোন একটি বিধান অস্বীকার করে তবে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ এমনটিই নির্দেশ দিয়েছেন, যার কিছু প্রমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল-

১. রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য আল্লাহ্রই আনুগত্য : মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তাদের উপর তোমাকে তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাইনি' *(নিসা ৪/৮০)*।

২. রাসূল (ছাঃ)-এর উপর ঈমান আনা ও তাঁর আনুগত্য করা ফরয : মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং জেনেশুনে তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না' *(আনফাল ৮/২০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، 'আর তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং (হারাম থেকে) সতর্ক হও। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহ'লে জেনে রাখ যে, আমাদের রাসূলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া' *(মায়েদাহ ৫/৯২)*।

---

২. *তাফসীর কুরতুবী ১৮/৯২।*
৩. *তাফসীর কুরতুবী ১৪/১৮।*
৪. *আহমদ হা/১৭১৭৪; আবু দাঊদ হা/৪৬০৪।*
৫. *ইসলাম ওয়েব ডট নেট, ফৎওয়া নং ২৪৩০ তাং ১/৭/২০০৩।*

৩. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মধ্যে পার্থক্যকারীগণ হক থেকে বিচ্যুত : মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُوْنَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيْدُوْنَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُهِيْنًا، 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় ও বলে যে, আমরা কতক নবীকে বিশ্বাস করি ও কতক নবীকে অবিশ্বাস করি, আর এভাবে তারা মধ্যবর্তী একটা পথ অবলম্বন করতে চায়। ওরা হ'ল প্রকৃত কাফের। আর কাফেরদের জন্য আমরা হীনকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি' *(নিসা ৪/১৫০-৫১)*।

৪. রাসূল (ছাঃ)-এর বিরোধিতাকারীরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে : আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা লাঞ্ছিত হয়, যেভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীরা। অথচ আমরা সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ নাযিল করেছি। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে হীনকর শাস্তি' *(মুজাদালা ৫৮/৫)*। আল্লাহ আরও বলেন, وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيْنٌ، 'পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা সমূহ লংঘন করবে, তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে হীনকর শাস্তি' *(নিসা ৪/১৪)*।

৫. রাসূল (ছাঃ)-এর বিরোধীরা ক্বিয়ামতের দিন আফসোস করবে : মহান আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيلًا، 'যালেম সেদিন নিজের দু'হাত কামড়ে বলবে, হায়! যদি আমি (দুনিয়াতে) রাসূলের পথ অবলম্বন করতাম!' *(ফুরক্বান ২৫/২৭)*। আল্লাহ আরও বলেন, يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُوْلَا، 'যেদিন তাদেরকে উপুড়মুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! যদি আমরা আল্লাহ্র আনুগত্য করতাম ও রাসূলের আনুগত্য করতাম!' *(আহযাব ৩৩/৬৬)*।

৬. রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত বিরোধী আমল বাতিল : মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র ও আনুগত্য কর তাঁর রাসূলের। আর তোমরা তোমাদের আমলগুলিকে বিনষ্ট করো না' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৩)*।

৭. রাসূল (ছাঃ)-এর ফায়ছালার ব্যাপারে মুমিনের এখতিয়ার নেই : মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِيْنًا، 'আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে তাদের নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে, সে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হয়' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُوْنَ، وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ، أَفِي قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُوْنَ أَنْ يَحِيْفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ، 'যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তাদের মধ্যে ফায়ছালা করার জন্য, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর যদি সেখানে তাদের কোন স্বার্থ থাকে, তাহ'লে তারা তাঁর কাছে ছুটে আসে বিনীতভাবে। তাদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, না তারা সন্দেহে পতিত হয়েছে, নাকি ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের উপর যুলুম করবেন? বরং তারাই তো যালেম' *(নূর ২৪/৪৮-৫০)*।

৮. রাসূল (ছাঃ)-এর ফায়ছালায় সন্দেহকারী মুমিন নয় : فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، 'অতএব তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা কখনোই (পূর্ণ) মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয় সমূহে তোমাকে বিচারক রূপে মেনে নিবে। অতঃপর তোমার দেওয়া ফায়ছালায় তাদের মনে কোনরূপ দ্বিধা না রাখবে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নিবে' *(নিসা ৪/৬৫)*।

৯. হাদীছের অনুসরণই হেদায়াত লাভের পথ : আল্লাহ বলেন, قُلْ أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ، 'বল, তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহ'লে রাসূলের দায়িত্বের জন্য তিনি দায়ী হবেন এবং তোমাদের দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী হবে। আর যদি তোমরা তার আনুগত্য কর, তাহ'লে তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হবে। বস্তুতঃ রাসূলের উপর দায়িত্ব হ'ল কেবল সুস্পষ্টভাবে (আল্লাহ্র বাণী) পৌঁছে দেওয়া' *(নূর ২৪/৫৪)*। তিনি আরো বলেন, وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ، 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হ'তে বেঁচে থাকে, তারাই হ'ল সফলকাম' *(নূর ২৪/৫২)*।

১০. মতভেদপূর্ণ বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে গ্রহণ করা : মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহ’লে বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই হ’ল কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম’ *(নিসা ৪/৫৯)*।

উল্লেখিত আয়াতগুলো দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হেদায়াত ও রহমত একমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করার মধ্যেই নিহিত। কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা হ’ল, রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য কর। এখন যদি কেউ রাসূলের আনুগত্য না করে, তবে সে কি কুরআনের হুকুম স্বীকার করল না অস্বীকার করল? রাসূলের আনুগত্য বা হাদীছ অস্বীকার করার অর্থই হ’ল কুরআন অস্বীকার করা। তাহ’লে শুধু কুরআন মানার কথা বলা ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। আর রাসূলের আনুগত্য বলতে তাঁর হাদীছের অনুসরণ ও তদনুযায়ী আমল করা বোঝায়। অতএব যারা কুরআন মানার দাবী করবে, তাদের হাদীছ না মেনে উপায় নেই। হাদীছ মানলেই কুরআন মানা হবে এবং সত্যিকার অর্থে তারা কুরআনের অনুসারী এবং প্রকৃত মুসলমান হ’তে পারবে।

কুরআনের বিধান মানার ব্যাপারে হাদীছের প্রয়োজনীয়তা :

যে সকল ইবাদতের নির্দেশ কুরআনে এসেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা হাদীছ ছাড়া জানার কোন উপায় নেই। যেমন- কুরআনুল কারীমে এসেছে, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ‘এবং ছালাত কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে’ *(বাক্বারাহ ২/৮৩)*। আরো এসেছে, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ’ল, যেমন তা ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ’তে পার’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*। অন্যত্র এসেছে, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ‘আর আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্জ ফরয করা হ’ল ঐ লোকদের উপর, যাদের এখানে আসার সামর্থ্য রয়েছে’ *(আলে-ইমরান ৩/৯৭)*।

উপরোক্ত তিনটিই মৌলিক আমল। এর কোন একটি আমল সঠিকভাবে পালন করতে হ’লে রাসূল (ছাঃ)-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানা ব্যতীত আমল করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ বলেন, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ‘এবং ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর’ *(বাক্বারাহ ২/৮৩)*।

কিন্তু ছালাত কার উপর ফরয? কোন কোন সময় আদায় করতে হবে? পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময় কখন? দিনে-রাতে কত বার, কত রাক‘আত, কি পদ্ধতিতে আদায় করতে হবে? কি কারণে ছালাত বাতিল হয়? সুন্নাত ছালাতের নিয়ম, রুকূ‘, সিজদা ও তাশাহহুদ কি নিয়মে এবং কখন কোন ক্বিরা‘আত ও দো‘আ পাঠ করতে হবে ইত্যাদি কোন কিছুই কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি।

তাছাড়া ছালাতের জন্য কি পদ্ধতিতে কি শব্দ উচ্চারণ করে আহ্বান করতে হবে? মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযা ছালাত কিভাবে পড়তে হবে? জুমা‘আর ছালাত কত রাক‘আত? খুৎবা কে কখন দিবে? দু’ঈদের ছালাত বলতে কি কিছু আছে? তাতে অতিরিক্ত তাকবীর কখন দিতে হয়? কত রাক‘আত? এগুলো নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছ থেকেই জানতে হবে।

ইমাম খত্বীব আল-বাগদাদী স্বীয় সনদে বর্ণনা করেন, একদা ছাহাবী ইমরান বিন হুছায়েন (রাঃ) কিছু ব্যক্তিসহ (শিক্ষার আসরে) বসে ছিলেন। শ্রোতাদের মধ্য হ’তে একজন বলে ফেললেন, আপনি আমাদেরকে কুরআন ছাড়া অন্য কিছু শোনাবেন না। তিনি বললেন, নিকটে আস। অতঃপর বললেন, তুমি কী মনে কর, যদি তোমাদেরকে শুধু কুরআনের উপরই ছেড়ে দেয়া হয়, তুমি কি যোহরের ছালাত চার রাক‘আত, আছর চার রাক‘আত, মাগরিব তিন রাক‘আত, প্রথম দুই রাক‘আতে ক্বিরাত পাঠ করতে হয় ইত্যাদি সবকিছু কুরআনে খুঁজে পাবে? অনুরূপভাবে কা‘বার তাওয়াফ সাত চক্কর এবং ছাফা মারওয়ার তাওয়াফ ইত্যাদি কি কুরআনে খুঁজে পাবে? অতঃপর বললেন, হে মানব সকল! তোমরা আমাদের (ছাহাবীদের) নিকট হ’তে সুন্নাহ্র আলোকে এসব বিস্তারিত বিধি-বিধান জেনে নাও। আল্লাহ্র কসম করে বলছি! তোমরা যদি সুন্নাহ মেনে না চল, তাহ’লে অবশ্যই ভ্রষ্ট হয়ে যাবে’।[৬]

যাকাত সম্পর্কে কুরআনে এসেছে, وَآتُوا الزَّكَاةَ ‘তোমরা যাকাত আদায় কর’ *(বাক্বারাহ ২/৮৩)*। কোন ধরনের সম্পদে যাকাত দিতে হবে? কি পরিমাণ সম্পদ হ’লে কি পরিমাণ যাকাত দিতে হবে? বছরে কত বার যাকাত দিতে হবে? নিজের উৎপাদিত ফসলের যাকাত হবে কি? দিতে হ’লে কোন ফসলের যাকাত বের করতে হবে? গৃহপালিত পশুর যাকাত দিতে হবে কি? স্বর্ণ-রৌপ্য বা অন্য কোন অলংকারের যাকাতের বিধান কি? হিসাব না করে মোটা অংকের টাকা দান করলেই কি যাকাত আদায় হয়ে যাবে? ইত্যাদি শত শত প্রশ্নের সমাধান রয়েছে হাদীছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، ‘পাঁচ উকিয়া এর কম রূপাতে যাকাত নেই। পাঁচ যাউদ এর কম উটে যাকাত নেই’ পাঁচ ওয়াসাকের কম খেজুরে যাকাত নেই’।[৭] এই একটি হাদীছে যাকাতের নিছাব সম্পর্কে কয়েকটি ধারণা পাওয়া গেল। এভাবে কুরআনের হুকুমকে হাদীছে ব্যাখ্যা করে উম্মতের আমলকে যথাযথ পালনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

---

৬. *ইসলাম ওয়েব ডট নেট, ক্রমিক নং ২৪৩০৫, ১/৭/২০০৩।*
৭. *বুখারী হা/১৪৫৯; মুসলিম হা/২৩১৮।*

ছিয়াম সম্পর্কে কুরআনে এসেছে, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল, যেমন তা ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*। রামাযান মাস কিভাবে শুরু হবে? ছাওম অবস্থায় কি কি নিষিদ্ধ? ফরয ছাওমের নিয়ম কি? নফল ছাওমের নিয়ম কি? ছিয়াম সম্পর্কীয় যাবতীয় বিধি-বিধান যেমন- চাঁদ দেখেই ছিয়াম শুরু করতে হবে আবার চাঁদ দেখেই ছিয়াম শেষ হবে এবং কি করলে ছিয়াম সুন্দর হয়, কি করলে নষ্ট হয় ইত্যাদি বিষয়গুলি সবিস্তার হাদীছে আলোচনা করা হয়েছে।

হজ্জ সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، 'আর আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্জ ফরয করা হ'ল ঐ লোকদের উপর, যাদের এখানে আসার সামর্থ্য রয়েছে। আর যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করে (সে জেনে রাখুক যে) আল্লাহ জগদ্বাসী থেকে অমুখাপেক্ষী' *(আলে ইমরান ৩/৯৭)*।

হজ্জের বিধান কুরআন মাজীদে সংক্ষিপ্তভাবে এসেছে, এর বিস্তারিত বর্ণনা যেমন- জীবনে কয়বার হজ্জ ফরয? ইহরাম কখন, কোথায় কিভাবে বাধতে হবে? কা'বা ঘরের তাওয়াফ কিভাবে, কয়বার করতে হবে? কিভাবে কতবার ছাফা মারওয়া সা'ঈ করতে হবে। আরাফার ময়দানে কখন ও কতক্ষণ অবস্থান করবে, সেখানে কি আমল করতে হবে?

মুজদালিফায় কি দিনের বেলায়, না কি রাতের বেলায় অবস্থান করতে হবে? মিনার আমল কি? সেখানে কত দিন থাকতে হবে? হজ্জের সাথে কুরবানী ও মাথার চুল কাটার সম্পর্ক কি? ইত্যাদি শত শত প্রশ্নের সমাধান রয়েছে কেবল হাদীছে। সুতরাং হাদীছ অস্বীকার করলে কোন ইবাদতই সঠিকভাবে আদায় করা সম্ভব নয়। উপরোক্ত মৌলিক ইবাদতগুলো ছাড়াও এমন অনেক ইবাদত রয়েছে, যা কুরআনের নির্দেশ, কিন্তু হাদীছের সাহায্য ছাড়া জানা যায় না বা পালন করা যায় না। যেমন চুরির শাস্তি, বিবাহের পদ্ধতি, উত্তারাধীকারী আইন, পুরুষের পোষাক ও অলঙ্কার পরিধানের বিধান, নেশা দ্রব্য সেবনের বিধান, মৃত প্রাণী খাওয়ার বিধান ইত্যাদি।

কুরআন অসম্পূর্ণ?

কুরআন অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ। কুরআনে কোন ত্রুটি নেই। নেই কোন সন্দেহ *(বাক্বারাহ ২/২)*। আর কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের জন্য অপরিহার্য হচ্ছে, রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করা। আমরা যদি তা না করি তাহ'লে প্রকারান্তরে কুরআনকেই অস্বীকার করা হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) হচ্ছেন কুরআনের ব্যাখ্যা দানকারী। যে কথা কুরআন মাজীদে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، 'আর আমরা তোমার নিকটে কুরআন নাযিল করেছি, যাতে তুমি লোকদের নিকটে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দাও যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে' *(নাহল ১৬/৪৪)*। তিনি আরো বলেন, وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوْا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، 'আমরা তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি কেবল এজন্য যে, তুমি তাদেরকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দিবে যেসব বিষয়ে তারা মতভেদ করে এবং (এটি নাযিল করেছি) মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ' *(নাহল ১৬/৬৪)*। সুতরাং কেউ হাদীছ অস্বীকার করলে ইসলামের মৌলিক বিধানগুলো অস্বীকার করা হয়। আর কেউ তা করলে সে মুসলিম থাকে না।

হাদীছ আমান্যকারীদের ভ্রষ্টতার প্রমাণ : যারা বলে, 'আমরা হাদীছ মানি না, শুধু কুরআন মানি' তারা নিজেদেরকে 'আহলে কুরআন' বা কুরআনবাদী বলে দাবী করে। মূলতঃ তারা 'মুনকিরীনে হাদীছ' বা হাদীছ অস্বীকারকারী। এরা ইসলামের গণ্ডি থেকে বহিষ্কৃত, কাফের-মুরতাদ এবং ইসলামের ঘোরতর শত্রু- এ ব্যাপারে পৃথিবীর সকল আলেম একমত।

শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বলেন, من أنكر السنة وقال: السنة لا يحتج بها ويكفي القرآن هذا كافر نعوذ بالله، الله أعطى النبي القرآن ومثله معه 'যে ব্যক্তি সুন্নাহ (হাদীছ)-কে অস্বীকার করবে এবং বলবে যে, সুন্নাহ দ্বারা দলীল দেয়া যাবে না; কেবল কুরআনই যথেষ্ট, সে কাফের। (আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি) আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (ছাঃ)-কে কুরআন দিয়েছেন সাথে দিয়েছেন অনুরূপ আরেকটি জিনিস (তা হ'ল, সুন্নাহ বা হাদীছ)'। সুতরাং এরা আহলেকুরআন (কুরআনপন্থী) নয়; বরং মিথ্যাবাদী ও কুরআনের দুশমন। কেননা কুরআন নির্দেশ দেয় সুন্নাহ্র অনুসরণ এবং রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করার। সুতরাং যে সুন্নাহকে অস্বীকার করল সে কুরআনকেই অস্বীকার করল। যে রাসূল (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা করল সে কুরআনের অবাধ্যতা করল। এরা কুরআনপন্থী নয়; বরং কুরআন বিরোধী, নাস্তিক, পথভ্রষ্ট এবং আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে কাফের। মহান আল্লাহ বলেন, وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، 'আর তারা বলে, আমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান এনেছি ও তাদের আনুগত্য করি। অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। বস্তুতঃ ওরা মুমিন নয়' *(নূর ২৪/৪৭)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، 'তুমি বল, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহ'লে (তারা জেনে রাখুক যে) আল্লাহ কাফেরদের ভালবাসেন না' *(আলে ইমরান ৩/৩২)*। তিনি আরও বলেন, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ، 'এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ

করেছিল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জানা উচিৎ যে, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা' *(হাশর ৫৯/৪)*।

হাদীছ অস্বীকার করার অর্থ হ'ল, ইসলামী শরী'আতের মূলনীতির দ্বিতীয় উৎসকে অস্বীকার করা। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، 'আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত হও। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা' *(হাশর ৫৯/৭)*। কাজেই হাদীছ অস্বীকার করার মত ধৃষ্টতা প্রদর্শন কারো জন্য ভাল পরিণাম বয়ে আনবে না। এ কাজ ও বিশ্বাস তাকে ইসলাম থেকে বের করে দিবে। আর আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

হাদীছ ছেড়ে কুরআন মানার যুক্তি খণ্ডন :

আহলেকুরআন তথা হাদীছ অস্বীকারকারীদের দেওয়া যুক্তি স্ববিরোধী। কারণ যারা হাদীছ অস্বীকার করে তারা জানে না কোনটি কুরআন আর কোনটি হাদীছ। কেননা তা জানার উপায় হ'ল হাদীছুন্নাবী (ছাঃ)।

হাদীছ মানে, নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনচরিত, তার নির্দেশ, পরামর্শ, বক্তব্য, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতি এবং এই ধরণের সকল কিছুর সম্মিলন। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে ২৩ বছর ধরে। তিনি যদি নিজে না বলে দেন যে, এই আয়াতটি অমুক সূরার সাথে যুক্ত হবে বা এইমাত্র এই আয়াতটি নাযিল হ'ল, তাহ'লে কোনটি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নির্দেশ আর কোনটি আল্লাহ্র অহী, তা আলাদা করা যাবে না। মুহাম্মাদ (ছাঃ) যে বলেছেন, এটি কুরআনের সূরা, এই কথাটুকুই হাদীছ। হাদীছ অস্বীকার করলে কুরআনের অস্তিত্ব সংকটে পড়বে, কারণ কুরআনের কোন আয়াত রাসূল (ছাঃ)-এর নিজস্ব বক্তব্য কিনা তা বোঝা যাবে না। শুধুমাত্র তিনিই বলতে পারেন, কোনটি আল্লাহ্র অহী আর কোনটি নবীর নিজের উপদেশ বা পরামর্শ। অর্থাৎ হাদীছ না থাকলে কুরআনের অস্তিত্ব থাকে না। কেননা এতে যে কেউ কুরআনের যেকোন আয়াত নিয়ে দাবী করতে পারে যে, এটি আসলে নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিজস্ব মতামত। এটি যে জিব্রীলের মাধ্যমে আসা অহী, তা নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) নিজ মুখে না বললে বুঝার কোন উপায় নেই।

হাদীছ ছাড়া কুরআনের ব্যাখ্যা কিভাবে সম্ভব?

হাদীছ হচ্ছে কুরআনের ব্যাখ্যা। রাসূল (ছাঃ) কুরআনের আয়াত দ্বারা কী বুঝেছেন, ছাহাবীদের কিভাবে কুরআনের আয়াত ব্যাখ্যা করেছেন, সেইসব না জানা থাকলে এক একজন কুরআনের আয়াতের এক এক অর্থ বের করতে পারে। শুধুমাত্র নবী মুহাম্মাদ এবং তাঁর ছাহাবীগণই সঠিকভাবে বলতে পারবেন, কোন প্রেক্ষাপটে কী কারণে কোন আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। সেগুলো শুধুমাত্র হাদীছেই পাওয়া সম্ভব। আর এটাই সত্য যে, কুরআনের আয়াতসমূহ সঠিকভাবে বুঝতে গেলে হাদীছের বিকল্প নেই।

মহানবী (ছাঃ) হ'লেন সকল মুসলমানের জন্য আদর্শ। তাই তার জীবন চরিত অনুসরণ না করলে মুসলমান হওয়া সম্ভব নয়। কেউ যদি কোন ছহীহ হাদীছ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে তাহ'লে সে আসলে মহানবীকে নিয়েই সন্দেহ প্রকাশ করে অর্থাৎ এককথায় ইসলামকেই অস্বীকার করে ফেলে। কোন আয়াত রহিত হয়ে নতুন কোন আয়াত নাযিল হয়েছে, নাযিলের ক্রমানুসারে সূরাগুলোর ক্রম জানতেও হাদীছ, তাফসীর, ছিরাত ও ইতিহাস গ্রন্থগুলোর সাহায্য লাগবে।

কেউ যদি হাদীছ গ্রন্থগুলো বাদ দেয় তাহ'লে পৃথিবী থেকে কুরআনের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। অনেক ধরনের প্রশ্ন চলে আসবে যার কোন উত্তর পাওয়া যাবে না। যেমন 'ঈসা কে? আবু লাহাব কে?' এধরনের অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না শুধু কুরআন নির্ভর ব্যক্তিরা। ইসলাম ধর্ম প্রচার লাভ করার শুরু থেকে এই পর্যন্ত যাদের হাত ধরে প্রসার লাভ করেছে (ছাহাবা, তাবেঈ, তাবি তাবেঈ) তারা কেউই শুধুমাত্র কুরআনের উপর ভরসা করে ইসলাম প্রচার করেননি। রাসূল যেটা আদেশ করেছেন সেটা করা, আর যেটা নিষেধ করেছেন সেটি না করা একজন মুমিন-মুসলমানের দায়িত্ব।

উপসংহার :

হাদীছ ও সুন্নাহ ব্যতীত ইসলামকে কল্পনাই করা যায় না। শরী'আতের অসংখ্য বিষয় সরাসরি হাদীছের ওপর নির্ভরশীল। ছহীহ হাদীছ অস্বীকার করা আল্লাহ্র কালামকে অস্বীকার করার শামিল। হাদীছ অস্বীকার করলে ইসলামের পাঁচ ভিত্তির চারটিকেই অস্বীকার করা হয়। একজন মুসলমানের অবশ্যই হাদীছ নিয়ে কোনরূপ সন্দেহ থাকা উচিত নয়। সুন্নাহ অস্বীকার করা মানে মহানবীকেই অস্বীকার করা। অর্থাৎ কাফের হওয়া। তাই একথা স্পষ্টতই বলা যায় যে, শুধু কুরআনের অনুসরণ যথেষ্ট নয়; বরং কুরআন ও হাদীছ উভয়টিই মেনে চলতে হবে। নচেৎ প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হওয়া ব্যতীত কোন উপায় থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা
(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)
পরিচালনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (এম.এম, এম.এ)।
সার্বিক ব্যবস্থাপনায় :
স্মার্ট ট্যুরস এ্যান্ড ট্রাভেলস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫২৫।
বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতি মাসে ওমরাহ গ্রুপ চলমান। ১,৩০,০০০-১,৪০,০০০ টাকার মধ্যে উন্নতমানের খাবার ও আবাসন সহ ছহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে।
সাতক্ষীরা অফিস : কামালনগর ঈদগাহ সংলগ্ন, সাতক্ষীরা
মোবাইল : ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯৭৮-১০৭৮০৫

কুরআনের আলোকে রামাযান

-ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম*

রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের মাস রামাযান। এটি মুমিনের জন্য প্রশিক্ষণের মাস। আল্লাহ তা'আলা এ মাসে ছিয়াম পালন করা প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুমিন নর-নারীর উপর ফরয করেছেন। মুমিন পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পুণ্য অর্জনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় এ মাসে। এ মাসে শয়তানকে শৃংখলিত করা ও জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির পথপ্রদর্শক হিসাবে এ মাসের ক্বদর রজনীতে কুরআন নাযিলের শুভ সূচনা করেছেন। তাই সালাফে ছালেহীন রামাযান মাসে অধিকাংশ সময় কুরআন তেলাওয়াতে অতিবাহিত করতেন। নিম্নে কুরআনের আলোকে রামাযান সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হ'ল।-

১. রামাযানে মাসব্যাপী ছিয়াম ফরয : ছিয়াম বা ছাওম (الصَّوْمُ وَالصِّيَامُ) আরবী শব্দ, যার অর্থ বিরত থাকা। ইসলামী পরিভাষায় 'ছিয়াম' অর্থ, اَلْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مَعَ النِّيَّةِ– 'আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে ছুবহে ছাদেক হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনসম্ভোগ হ'তে বিরত থাকা'। আল্লাহ তা'আলা এ মাসে ছিয়াম পালন করা প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুমিন নর-নারীর উপর ফরয করেছেন। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ– 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল, যেমন তা ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*।

২. কুরআন নাযিলের মাস রামাযান : ইসলামী শরী'আতের মূল উৎস কুরআন মাজীদ। এতে মানব জীবনের সার্বিক দিক নির্দেশনা বিদ্যমান। রামাযান হিজরী সনের সেই মহিমান্বিত ৮ম মাস, যে মাসে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির হেদায়াতের জন্য কুরআন নাযিল করেছেন। আল্লাহ বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ– 'রামাযান হ'ল সেই মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। যা মানুষের জন্য সুপথ প্রদর্শক ও সুপথের স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

অনেকে মনে করেন, মধ্য শা'বানের রাত্রিতে অর্থাৎ কথিত 'শবেবরাতে' কুরআন নাযিল হয়। যা মারাত্মক ভুল। তাদের পক্ষে দলীল হিসাবে সূরা দুখান-এর ৩ ও ৪ আয়াত পেশ করা হয়ে থাকে। যেখানে আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ– فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ– 'আমরা এটি নাযিল করেছি এক বরকতময় রাত্রিতে; আমরা তো সতর্ককারী। এ রাত্রিতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়' *(দুখান ৪৪/৩-৪)*। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে 'বরকতময় রাত্রি' অর্থ 'ক্বদরের রাত্রি'। যেমনটি আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ– 'নিশ্চয়ই আমরা এটি নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে' *(ক্বদর ৯৭/১)*। আর এ কথা সুবিধিত যে, ক্বদর রাত হচ্ছে রামাযান মাসে'।[১]

৩. ছিয়ামের সময় ছুবহে ছাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত : আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর বড়ই দয়াশীল। তাই তিনি পূর্ববর্তী উম্মতের চেয়ে উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য ইসলামের বিধান সমূহ সহজ করে দিয়েছেন। ছিয়াম পূর্ববর্তী উম্মতের উপরও ফরয ছিল। ইহূদী ও নাছারাদের নিয়ম ছিল যে, তারা ইফতার ছাড়াই রাতে ঘুমিয়ে গেলে পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের উপর খানাপিনা নিষিদ্ধ ছিল। রামাযানের ছিয়াম ফরয হবার প্রথম দিকে মুসলমানদের উপর এই নিয়মই বলবৎ ছিল। কিন্তু সেটি কষ্টকর হওয়ায় তা বাতিল করে ছুবহে ছাদেকের পূর্বে সাহারীর নিয়ম প্রবর্তন করা হয় এবং ছিয়ামের সময় ছুবহে ছাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

ক্বায়েস বিন ছিরমাহ আনছারী ছায়েম ছিলেন। তিনি ইফতারের সময় স্ত্রীর কাছে এসে বললেন, তোমার কাছে কোন খাবার আছে কি? স্ত্রী বলল, নেই। তবে আমি যাচ্ছি, দেখি কোন ব্যবস্থা করা যায় কি-না। তিনি শ্রমজীবী ছিলেন। ফলে দ্রুত চোখ বুঁজে এল। অতঃপর স্ত্রী এসে তাকে ঘুমন্ত দেখে বলে ওঠেন, হায় দুর্ভাগ্য! পরদিন দুপুরে তিনি ক্ষুধায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পেশ করা হ'ল। তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হ'ল, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، 'আর তোমরা খানাপিনা কর যতক্ষণ না রাতের কালো রেখা থেকে ফজরের শুভ্র রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়। অতঃপর ছিয়াম পূর্ণ কর রাত্রির আগমন পর্যন্ত' *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*। অর্থাৎ ছুবহে ছাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ছিয়াম রাখ। আগের মত ইফতারের পূর্বে ঘুমিয়ে গেলে পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত নয়।[২]

৪. রামাযানের রাতে স্ত্রীগমন হালাল : আল্লাহ তা'আলা পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছেন একে অপরের সহযোগী হিসাবে। তারা একে অপরের জীবন সঙ্গী। তারা একে অপরের সাথে মিলে-মিশে জীবন-যাপন করবে এটাই কুরআনের নির্দেশ। ইহূদী-

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. ইবনু কাছীর, ১ম খণ্ড, ৫০১ পৃ., তাফসীর সূরা দুখান ৩-৪ আয়াত।
২. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ছিয়াম ও ক্বিয়াম, (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০২৩), পৃ. ২২।

নাছারাদের জন্য রামাযানের রাতে যৌনসম্ভোগ নিষিদ্ধ ছিল। রামাযানের ছিয়াম ফরয হ'লে প্রথম দিকে মুসলমানদের জন্যও একই নিয়ম ছিল। রামাযান মাসে ছিয়াম অবস্থায় যদি কেউ ঘুমিয়ে যেত, তাহ'লে তার জন্য খানাপিনা ও স্ত্রীসম্ভোগ পরদিন ইফতার পর্যন্ত নিষিদ্ধ থাকত। এতে ছাহাবীরা পুরা রামাযান মাস স্ত্রীর নিকটবর্তী হ'তেন না। কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেকে খেয়ানত করে ফেলেন। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) একদিন সকালে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট রাতের বেলায় তার ঘুমন্ত স্ত্রীর উপর পতিত হওয়ার বিষয়টি জানান। কা'ব বিন মালেক (রাঃ) থেকেও অনুরূপ ঘটনা জানানো হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করে সূরা বাক্বারাহর নিম্নোক্ত আয়াতাংশটি নাযিল করেন। যেখানে আল্লাহ বলেন, أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ، 'ছিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রীগমন সিদ্ধ করা হ'ল। তারা তোমাদের পোষাক এবং তোমরা তাদের পোষাক। আল্লাহ জেনেছেন যে, তোমরা খেয়ানত করেছ। তিনি তোমাদের ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতএব এখন তোমরা স্ত্রীগমন কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, তা সন্ধান কর' *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*। অর্থাৎ সন্তান কামনা কর।

৫. তওবা কবুলের মাস রামাযান : তওবা কবুলের শ্রেষ্ঠ মাস রামাযান। এ মাসে সাধ্যমত তওবা করতে হবে। তাহ'লে আল্লাহ বান্দার যাবতীয় পাপ মাফ করবেন। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، يَوْمَ لاَ يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ، يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর বিশুদ্ধ তওবা। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। যেদিন আল্লাহ স্বীয় নবী ও তার ঈমানদার সাথীদের লজ্জিত করবেন না। তাদের জ্যোতি তাদের সামনে ও ডাইনে ছুটাছুটি করবে। তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর উপরে সর্বশক্তিমান' *(তাহরীম ৬৬/৮)*।

৬. বেশী বেশী দো'আর মাস রামাযান : রামাযান মাস দো'আ কবুলের মাস। তাই প্রত্যেক ছায়েমের উচিত আল্লাহ তা'আলার নিকট দো'জাহানের কল্যাণ কামনা করে বেশী বেশী দো'আ করা। সালাফে ছালেহীন রামাযান আগমনের ছয় মাস আগে থেকে দো'আ করতেন, যেন রামাযানের ইবাদত-বন্দেগী ভালোভাবে করতে পারেন। আবার রামাযানে সম্পাদিত নেক আমল কবুল হওয়ার জন্য পরবর্তী পাঁচ মাস আল্লাহর কাছে দো'আ করতেন। অর্থাৎ সারাটা বছর রামাযানের প্রভাবে তাদের হৃদয়গুলো প্রভাবিত থাকতে। ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) ঈদের খুৎবায় বলতেন, 'হে লোক সকল! তোমরা ত্রিশ দিন ছিয়াম রেখেছ, ক্বিয়াম করেছ। আর আজকের এই ঈদগাহে তোমাদের আমলগুলো কবুল করার আরয নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হয়েছ'।[৩] আল্লাহ তা'আলা বলেন, اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ– 'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকার বশে আমার ইবাদত হ'তে বিমুখ হয়, সত্বর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত অবস্থায়'। এখানে 'ইবাদত' অর্থ দো'আ'।[৪]

৭. দানের মাস রামাযান : রামাযান মাস বেশী বেশী দানের মাধ্যমে নিজেকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রবাহিত বায়ুর চাইতেও বেশী দান করতেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে দান করবে আল্লাহ তাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিবেন। আল্লাহ বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، 'কোন্ সে ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে, অতঃপর তিনি তার বিনিময়ে তাকে বহুগুণ বেশী প্রদান করবেন?' *(বাক্বারাহ ২/২৪৫)*।

৮. রামাযানের ছিয়াম শুরু হবে চাঁদ দেখে : আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সর্বশেষ বিশ্বধর্ম ইসলাম। ইসলামের বিধান অনুযায়ী রামাযান, হজ্জ, দুই ঈদ প্রভৃতি ইবাদত চান্দ্র মাসের সাথে সম্পৃক্ত। এতে পৃথিবীর সকল প্রান্তের মুসলমানের জন্য সকল ঋতুতে এগুলি পালনের সুযোগ হয়। অথচ সৌর মাসের সাথে সম্পৃক্ত হ'লে কোন দেশে কেবল গ্রীষ্মকালেই রামাযান আসত, আবার কোন দেশে কেবল শীতকালেই আসত। এতে নির্দিষ্ট অঞ্চলের লোকদের উপর তা পালন করা কষ্টকর হয়ে পড়ত। পক্ষান্তরে ছালাতের সময়কালকে আল্লাহ সূর্যের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। উদয়াচলের পার্থক্যের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা চাঁদ দেখে রামাযানের ছিয়াম শুরু করবে ও চাঁদ দেখে ছিয়াম ছাড়বে। আল্লাহ বলেন, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (রামাযানের) এ মাস পাবে, সে যেন ছিয়াম রাখে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। তাই চাঁদের হিসাবে সারা বিশ্বে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালন করা আল্লাহ তা'আলার উক্ত কল্যাণ বিধানের বিরুদ্ধাচরণের নামান্তর।

৩. *সাইয়েদ হুসাইন আল-আফানী, নিদাউর রাইয়ান ফী ফিক্বহিছ ছাওম, ২/২০৪।*
৪. মুমিন ৪০/৬০; 'আওনুল মা'বূদ হা/১৪৬৬-এর ব্যাখ্যা, 'দো'আ' অনুচ্ছেদ-৩৫২।

৯. রামাযানে ক্বদরের রাত : রামাযানের শেষ দশক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রামাযানের শেষ দশক উপস্থিত হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইবাদতের জন্য কোমর বেঁধে নিতেন। রাত্রি জাগরণ করতেন ও স্বীয় পরিবারকে জাগাতেন। শেষ দশকে তিনি যত কষ্ট করতেন, অন্য সময় তত করতেন না। রামাযানের শেষ দশক বিশেষ করে ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ মোট পাঁচটি বেজোড় রাতের মধ্যে রয়েছে লায়লাতুল ক্বদর তথা ক্বদরের রাত। এটি হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ রাতের মর্যাদা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা সূরা ক্বদর নাযিল করেছেন। আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ- وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ- لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ- تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ- سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ- 'আমরা একে নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে। তুমি কি জানো ক্বদরের রাত্রি কি? 'ক্বদরের রাত্রি হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ রাতে অবতরণ করে ফেরেশতাগণ এবং রূহ, তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে বিভিন্ন নির্দেশনা সহকারে। এ রাতে কেবলই শান্তি বর্ষণ। যা চলতে থাকে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত' *(ক্বদর ৯৭/১-৫)*।

ক্বদরের রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বস্তু সমূহ স্থিরীকৃত হয়। আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ- فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ- أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ- رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ- 'আমরা এটি নাযিল করেছি এক বরকতময় রজনীতে। নিশ্চয়ই আমরা সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয় আমাদের পক্ষ হ'তে আদেশক্রমে। আমরাই তো প্রেরণ করে থাকি যা তোমার পালনকর্তার পক্ষ হ'তে (বান্দাদের প্রতি) রহমত স্বরূপ। তিনিই তো সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(দুখান ৪৪/৩-৬)*। অর্থাৎ ঐসব বিষয় ফেরেশতাদের নিকট অর্পণ করা হয়, যা ইতিপূর্বে তাক্বদীরে লিপিবদ্ধ ছিল। সেখান থেকে প্রতি লায়লাতুল ক্বদরে আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের জন্য তার এক বছরের কর্মকাণ্ড স্বীয় প্রজ্ঞা অনুযায়ী পৃথক করে দেন।

১০. রামাযানে ই'তিকাফ : রামাযান মাসে ই'তিকাফ করা লায়লাতুল ক্বদর পাওয়া ও তাক্বওয়া অর্জনের একটি বড় মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীতে রামাযানের শেষ দশকে নিয়মিত ই'তিকাফ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রীগণও ই'তিকাফ করেছেন। ই'তিকাফের জন্য জুম'আ মসজিদ হওয়াই উত্তম। তবে নিয়মিত জামা'আত হয় এরূপ ওয়াক্তিয়া মসজিদেও ই'তিকাফ করা জায়েয। ২০শে রামাযান সূর্যাস্তের পূর্বে ই'তিকাফ স্থলে প্রবেশ করতে হবে এবং ঈদের আগের দিন বাদ মাগরিব বের হ'তে হবে। তবে বাধ্যগত কারণে শেষ দশদিনের সময়ে আগপিছ করা যাবে। ই'তিকাফকারী ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদের বাইরে গিয়ে কোন রোগীর সেবা করতে পারবে না, জানাযায় শরীক হবে না, স্ত্রীগমন করবে না এবং বাধ্যগত প্রয়োজন ব্যতীত বের হবে না। আল্লাহ বলেন, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ 'আর তোমরা স্ত্রীগমন করো না যখন তোমরা মসজিদ সমূহে ই'তেকাফ অবস্থায় থাক। এটাই আল্লাহ্র সীমারেখা। অতএব তোমরা এর নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবে আল্লাহ স্বীয় আয়াত সমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন মানুষের কল্যাণের জন্য, যাতে তারা সংযত হয়' *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*।

উপসংহার : প্রতি বছর রামাযান আসে মুমিন-মুত্তাক্বীদের গুনাহ মাফের বার্তা নিয়ে। এ মাসে তারা নেকীর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের আশায়। কুরআন নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ এ মাসকে সম্মানিত করেছেন। এ মাসে সালাফে-ছালেহীন কুরআন তেলাওয়াত সহ সর্বপ্রকার সৎকর্ম সাধ্যমত বেশী বেশী করার চেষ্টা করতেন। প্রসিদ্ধ আছে যে, ক্বাতাদাহ (রাঃ) অন্য সময় প্রতি সাত দিনে এক খতম এবং রামাযানে প্রতি তিন দিনে এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) ইয়াতীম-মিসকীন ছাড়া ইফতার করতেন না। দাউদ ত্বাঈ, মালেক বিন দীনার, আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর একই সদভ্যাস ছিল। ইমাম মালেক, যুহরী ও সুফিয়ান ছওরী (রহঃ) রামাযানে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে কুরআন তেলাওয়াতে রত হ'তেন। আমাদের উচিৎ তেলাওয়াতের সময় কুরআন অনুধাবন করা ও অশ্রু বিগলিত হওয়া। ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর ক্বিরাআত শ্রবণকালে সূরা নিসা ৪১ আয়াতে পৌঁছে গেলে রাসূল (ছাঃ) তাকে থামতে বলেন। এসময় তিনি অশ্রু বিগলিত হয়ে পড়েন।[৫] তিনি বলেন, 'ঐ চক্ষু কখনো জাহান্নামে যাবে না, যে চক্ষু আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদে'।[৬] সকল মুমিনের এ মাসে সাধ্যমত সৎকর্ম করার প্রতিযোগিতা করতে হবে। কোন বদভ্যাস থাকলে তা রামাযানেই ত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কুরআন থেকে শিক্ষা নিয়ে এ মাসে সৎ আমলের প্রতিযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

৫. *বুখারী হা/৫০৫৫*।
৬. *তিরমিযী হা/১৬৩৩*।

শিক্ষার্থীদের সাথে কুরআনের সম্পর্ক

*-সারওয়ার মিছবাহ**

শিক্ষার্থীর জীবনে কুরআনের প্রভাব :

কুরআন একটি মহাসমুদ্র, যার গভীরতা মাপা অসম্ভব। এটি কেবল একটি ধর্মগ্রন্থ নয়; বরং একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের মন, মেধা ও চরিত্রকে উন্নত করে। ছাত্রদের জীবনে কুরআনের প্রভাব অপরিসীম। এটি তাদের নৈতিকতা, জ্ঞানার্জনের মানসিকতা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে। একজন ছাত্র জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআনের সাথে পরিচিত হ'লে তার মন-মানসিকতা ইতিবাচকভাবে পরিবর্তিত হয়। কুরআনের প্রতিটি আয়াত তাদের অন্তরে নৈতিকতার বীজ বপন করে। এর মাধ্যমে তারা সত্যের প্রতি অবিচল থাকা, মিথ্যা পরিহার করা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার শিক্ষা পায়। এ শিক্ষাগুলো তাদের শুধু একজন সফল ছাত্র নয়, বরং একজন উত্তম মানুষ হিসাবে গড়ে তোলে।

কুরআন একজন ছাত্রের গবেষণামুখী চিন্তা তৈরিতে সাহায্য করে। কারণ, কুরআনের বহু আয়াতে বলা হয়েছে, 'তারা কেন গবেষণা করে না, তারা কি চিন্তা করে দেখে না'! বিভিন্ন উপমা দিয়ে বলা হয়েছে, 'বস্তুত এখানে শিক্ষা রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-গবেষণা করে'। ছাত্রদের জীবনে কুরআনের প্রভাব এতটাই গভীর যে, এটি তাদের আত্মিক উন্নতির পাশাপাশি চারপাশের পরিবেশকেও প্রভাবিত করে। একজন কুরআনের অনুসারী ছাত্র তার সহপাঠীদের জন্য আদর্শ হয়ে ওঠে। তার ব্যবহারে সৌজন্যতা, তার কথায় সত্যবাদিতা এবং তার কাজে ন্যায়পরায়ণতা প্রতিফলিত হয়। ছাত্র হিসাবে সে হয়ে ওঠে আদর্শ ছাত্র। হয় অনুসরণীয়। কারণ, সে কুরআনকে আপন করেছে। কুরআন তার সকল বিষয়গুলো মার্জিত করে তুলেছে।

আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাভাবিক চিত্র :

আমাদের সমাজে যে হাফিযিয়া মাদ্রাসাগুলো পরিচালিত হচ্ছে সেখানে সারাক্ষণই কুরআন তিলাওয়াত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। তবে দুঃখের বিষয় হ'ল- তারা অনেকাংশে কুরআনকে দুনিয়া লাভের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছে। আমি বলছি না, কুরআন পড়িয়ে তারা বেতন নেয় কেন? আমি বলছি না, তারাবীহ পড়িয়ে তারা পারিশ্রমিক নেয় কেন? আমি বলছি, তারা তাদের নিয়তকে পরিশুদ্ধ করছে না কেন?

আরেকটু বুঝিয়ে বলি। আমি সাধারণ মুসলিম। আমি জানি, আন্তর্জাতিক হিফয প্রতিযোগিতায় বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের পতাকা উড্ডিন করা নিসন্দেহে ভাল কাজ। আমি মুফতী নই। আমি ফতোয়া দিতে পারি না। প্রশ্ন হচ্ছে শুধু বাংলাদেশের পতাকা উড্ডিন করার উদ্দেশ্যে কুরআন হিফয করা কতটুকু সংগত। সকল প্রতিষ্ঠানের কথা বলছি না। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি কারো বিরোধিতা করছি না। আমি কষ্ট পাই, যখন দেখি হিফয প্রতিষ্ঠানে ইখলাছ শেখানো হয় না। আমি কষ্ট পাই, যখন দেখি বাংলাদেশের পতাকা উড্ডীন করার পরে প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের ব্যবসায়ী ব্যানার উড্ডীন করে। যে প্রতিষ্ঠানে একজন ছাত্রের মাসিক বেতন আট/দশ হাযার টাকা সেখানে মুহতামিমগণ পাঁচ হাযার টাকা শিক্ষকের বেতন দিয়ে প্রতিমাসে বেহিসাব টাকা 'মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা বাবদ পারিশ্রমিক' গ্রহণ করেন। আমি কষ্ট পাই, যখন বিশ্বের সেরা হাফেয হয়ে আসার পরে এই হাফেযগণ লেখাপড়া ছেড়ে সেলিব্রেটি বনে যান। যে বয়সে তার লেখাপড়া করার কথা, সে বয়সে তিনি আট দশটা হিফয প্রতিষ্ঠান নামক ব্যাবসাকেন্দ্র খুলে যেলায় যেলায় পোগ্রাম করে বেড়ান। অনলাইনে বিভিন্ন পণ্যের ভিডিও বিজ্ঞাপন তৈরি করেন। আমি সত্যিই কষ্ট পাই। তবে আমি বলব না, এধরণের চর্চা বন্ধ হোক। আমি বলব, তারা নিয়তকে পরিশুদ্ধ করুক। কুরআনের চর্চা হোক আল্লাহ্র সন্তুষ্টির আশায়। সুমহান জান্নাত লাভে উদগ্র বাসনায়।

অন্যদিকে আমাদের আলিয়া মাদ্রাসাগুলোর অধিকাংশ ছাত্রই কুরআন পড়তে জানে না। বা পড়লেও তা এতটুকু শুদ্ধতার স্তরে পৌঁছে না যা দ্বারা কুরআনের অর্থ সঠিক থাকে। যেখানে বাংলা, গণিত, ইংরেজী, আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ; পাশাপাশি আবার ফিক্বহ, হাদীছ, উছূল এতকিছু তারা ছাত্রদের শেখাচ্ছেন, সেখানে তারা কুরআন তিলাওয়াত শুদ্ধ করে শেখাতে পারছেন না। আমি জানি না, এই সমস্যার সমাধান কী। কেনই বা ফাযিল কামিল করার পরও একজন ছাত্রের কুরআন তিলাওয়াত অশুদ্ধ থাকবে! আমাদের কি কখনোই মন চায় না, রবের কালাম মনের মাধুরী মিশিয়ে একটু তিলাওয়াত করতে! মানুষ শখের বশেও তো কতকিছু শেখে। নাচ শেখে। গান শেখে। আমাদের কি কখনো কুরআন শিখতে মন চায় না! নাকি মন চাওয়ারই সময় পাই না! সত্যিই বিষয়গুলো আমাকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়।

আমার মনে হয়, মাদ্রাসা শিক্ষাধারায় খালেছ ক্বওমী প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো কুরআনের চর্চা ধরে রেখেছে। পাশাপাশি ছাত্র গড়া-ই যাদের মূল লক্ষ্য তারাও এই বিষয়টিকে বরাবরই প্রাধান্য দিয়েছেন। এধারার প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রত্যহ কুরআন তিলাওয়াত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রতিটি ক্লাসে রাখা হয়েছে কুরআন শিক্ষার আলাদা পিরিয়ড। কুরআন শিক্ষাকে ঐচ্ছিক হিসাবে না রেখে তা পরীক্ষার বিষয় হিসাবে যুক্ত করা হয়েছে। বছরের বিভিন্ন সময় প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। এটা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমরা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আহ্বান জানাবো, আসুন! কুরআন চর্চাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেই। কুরআনকে একটি অপ্রয়োজনীয় বিষয় হিসাবে ফেলে না রেখে এই শিক্ষাকে নতুন রূপ দেই। প্রতিটি শিক্ষাবোর্ডের কুরআন কেন্দ্রিক সিলেবাস তৈরি করার চেষ্টা করি।

ছাত্রদের কুরআন শিক্ষার আগ্রহ কমার কারণ ও তার প্রতিকার :

আধুনিক যুগে ছাত্রদের মাঝে কুরআন শিক্ষার প্রতি আগ্রহ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাচ্ছে। এটি একটি গভীর উদ্বেগের

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

বিষয়। যা নৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষাগত বিভিন্ন দিক থেকে হুমকির কারণ। কুরআন শিক্ষার প্রতি এই উদাসীনতার পেছনে রয়েছে বিভিন্ন কারণ। যা একদিকে তাদের জীবন থেকে কুরআনের প্রভাব কমিয়ে দিচ্ছে এবং অন্যদিকে সমাজেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। কারণ হিসাবে প্রথমেই বলতে পারি, আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা এবং প্রযুক্তির প্রভাব। এটা ছাত্রদের কুরআনের প্রতি আগ্রহ ব্যপকভাবে কমিয়ে দিচ্ছে। আজকের যুগে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রযুক্তি নির্ভর বিনোদনে নিমগ্ন। সোশ্যাল মিডিয়া, গেমস এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তাদের সময় ও মনোযোগ দখল করে নিচ্ছে। ফলে তারা কুরআন শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে পারছে না। এই প্রযুক্তিগত আসক্তি কুরআনের মতো গভীর এবং চিন্তাশীল বিষয়ের প্রতি তাদের মনোযোগ কমিয়ে দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত : খুব দুঃখের সাথেই বলতে হয়, অনেক অভিভাবক এবং শিক্ষকের মধ্যেও কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতার অভাব রয়েছে। শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি জোর দেওয়া হ'লেও, কুরআন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রায়শই উপেক্ষিত হয়। অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের বিজ্ঞান, গণিত বা ইংরেজি শিক্ষার প্রতি যতটা মনোযোগ দেন, কুরআন শিক্ষার প্রতি ততটা মনোযোগ দেন না। এর ফলে শিক্ষার্থীরা কুরআন শিক্ষাকে জীবনের অপরিহার্য অংশ হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত হয় না। সেখান থেকেও আমরা বড় একটা ঘাটতিতে রয়ে গেছি।

তৃতীয়ত : কুরআন শিক্ষার প্রতি আগ্রহ কমে যাওয়ার একটি বড় কারণ হ'ল, পাঠদানের পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা। অনেক ক্ষেত্রে কুরআন শিক্ষা শুধুমাত্র সারাদিন মুখস্থ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যা শিক্ষার্থীদের জন্য একঘেয়েমির কারণ হয়ে ওঠে। তারা লম্বা সময় শুধু কুরআন পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে যদি পাঠদানের মাঝে মাঝে বিরতী নেয়া যায় এবং আনুসাঙ্গিক কিছু শেখানো যায় তবে তাদের এঘেয়েমি আসবে না বলে মনে হয়। বিরতীকালীন সময়ে কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন বিষয় শেখানো যেতে পারে। যেমন, আরবী ভাষার মুলপাঠগুলো দেয়া যেতে পারে। আবার মাঝে মাঝে বক্তব্যের মাধ্যমে কুরআনের গভীর তাৎপর্য এবং জীবনের সঙ্গে এর সম্পর্ক শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা যেতে পারে। ফলাফলে তারা কুরআনের সঙ্গে মানসিক সংযোগ স্থাপন করতে শিখবে ইনশাআল্লাহ।

চতুর্থত : আমরা কুরআন শিক্ষাকে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার গণ্ডির বাইরে বের করে দিয়েছি। কাজেই কুরআন শিক্ষায় সামাজিক মূল্যবোধের স্থানও পরিবর্তন হয়েছে। এটিও কুরআন শিক্ষার প্রতি আগ্রহ কমে যাওয়ার একটি কারণ। বর্তমান সময়ে সফলতার মানদণ্ড শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং চাকুরী অর্জনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। সে প্রতিযোগিতায় কুরআন শিক্ষার মতো নৈতিক এবং আত্মিক শিক্ষার গুরুত্ব প্রায়শই আড়ালে পড়ে গেছে। আজকাল শিক্ষার্থীরা কুরআন শিক্ষাকে কেবল একটি ধর্মীয় দায়িত্ব হিসাবে দেখে, যা তাদের জীবনের অন্য ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়।

ছাত্রদের মাঝে কুরআন শিক্ষার আগ্রহ কমে যাওয়ার কারণগুলো অত্যন্ত গভীর এবং বহুমুখী। প্রযুক্তির প্রভাব, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের সচেতনতার অভাব, পাঠদানের একঘেয়েমি এবং সমাজের মানসিকতা এসব কারণ একসঙ্গে কুরআন শিক্ষার প্রতি আগ্রহ হ্রাস করছে। এই সমস্যার সমাধান করতে হ'লে শিক্ষার্থীদের কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য যুগোপযোগী এবং মানসিকভাবে উদ্দীপনামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। কুরআনের সৌন্দর্য, গুরুত্ব এবং জীবনঘনিষ্ঠ দিকগুলো শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হবে। যাতে তারা এটি কেবল ধর্মীয় দায়িত্ব নয়, বরং জীবনের পথপ্রদর্শক হিসাবে দেখতে পারে।

কুরআনের সাথে মেধা বিকাশ ও মুখস্থ শক্তি বৃদ্ধির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা :

কুরআন শুধুমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থ নয়, এটি মানব জীবনের সর্বাত্মক উন্নয়নের এক অসাধারণ মাধ্যম। এর আয়াতগুলো শুধু আত্মার প্রশান্তি আনে না, বরং মেধা বিকাশ ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে অসাধারণ ভূমিকা রাখে। আধুনিক বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের আলোকে এটি প্রমাণিত যে, কুরআন পাঠ, অধ্যয়ন এবং মুখস্থ করার অভ্যাস মানুষের মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ায় এবং জ্ঞানার্জনের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।

মানুষের মস্তিষ্কে সর্বদা একধরণের তরঙ্গ কাজ করে। যেমন নদীতে সবসময় ঢেউ থাকে। নদীর ঢেউ যেমন সর্বদা একরকম থাকে না, তেমনই মানুষের মস্তিষ্কের তরঙ্গমালাও একেক সময় একেক রকম থাকে। কুরআন তিলাওয়াতের সময় কুরআনের সুরেলা ধ্বনি ও ছন্দ মানুষের মস্তিষ্কে যে তরঙ্গ সৃষ্টি করে তার নাম 'আলফা'। এই তরঙ্গ মনকে শান্ত করে এবং মস্তিষ্ককে কার্যকর রাখে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত কুরআন পাঠকারীদের মনোযোগ এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা তুলনামূলকভাবে বেশি। এর কারণ, কুরআন পাঠ করার সময় মস্তিষ্কের ডান এবং বাম অংশ একসঙ্গে সক্রিয় থাকে, যা মনোযোগ এবং স্মৃতিশক্তি বাড়ায়। পাশাপাশি কুরআন পাঠের সময় যে আলফা তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তা কুরআন পাঠের পরেও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মস্তিষ্কে স্থায়ী হয়। সে সময় যে কাজই করা হয় সেটা মনোযোগের সাথে হয়। এজন্য সকালে ও সন্ধ্যায় পড়াশোনা শুরুর পূর্বে কুরআন তিলাওয়াত করা বেশ ফলপ্রসূ।

কুরআন মুখস্থ করা একটি ধৈর্যশীল প্রক্রিয়া। যা বারবার পুনরাবৃত্তি ও অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত হয়। এই অভ্যাস মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাস অংশকে সক্রিয় করে তোলে, যা দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গবেষণায় দেখা গেছে, যারা নিয়মিত কুরআন মুখস্থ করেন,

তাদের মস্তিষ্ক তথ্য সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারে বেশি দক্ষ। পাশাপাশি একজন মানুষ যখন বিদেশী ভাষা মুখস্থ করে তখন তার মস্তিষ্কে দ্বি-ভাষিক দক্ষতা বাড়ে। সুতরাং বলা যায়, আরবী ভাষায় কুরআন মুখস্থ করা মস্তিষ্কের দ্বি-ভাষিক দক্ষতা বাড়াবে। ভিন্ন ভাষার শব্দ ও বাক্য কাঠামো আয়ত্ত করার ফলে মস্তিষ্কের নিউরোনগুলো আরও কার্যকর হবে। আর এটি স্মৃতিশক্তি, সৃজনশীলতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতাকে বাড়িয়ে তুলবে।

কুরআনের সুরেলা তিলাওয়াত শুধু মস্তিষ্ক নয়, পুরো শরীরকেই এক গভীর প্রশান্তি এনে দেয়। এই প্রশান্তি কর্টিসল নামক স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা কমিয়ে দেয়। স্ট্রেস কমে গেলে মস্তিষ্ক আরও কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে। এর ফলে নতুন কিছু শেখা এবং মুখস্থ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তিলাওয়াতের সময় মনোযোগ কেন্দ্রীভূত থাকায় মস্তিষ্কের 'প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স' নামক অংশ সক্রিয় হয়। এটি মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা উন্নত করে। কুরআনের সাথে মেধা বিকাশ এবং মুখস্থশক্তি বৃদ্ধির এই সম্পর্ক একটি বাস্তব ও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত বিষয়। সুতরাং দাবীর সাথেই বলা যায় যে, শিক্ষার্থীর মেধা বিকাশে কুরআন একটি গুরুত্বপূর্ণ টনিক। যাকে এককথায় 'সর্বরোগের মহৌষধ' বলা যায়।

উপসংহার :

কুরআন এমন একটি জীবন বিধান, যা দুনিয়ার বুকে সর্বশেষ জীবন বিধান হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে। এর চেয়ে নির্ভুল কোন গ্রন্থ দুনিয়ার বুকে নেই। যুগে যুগে এই চ্যালেঞ্জ মানুষের প্রতি আল্লাহ দিয়ে রেখেছেন। দেখুন! একটি গ্রন্থ এমনি এমনি এই মর্যাদাপ্রাপ্ত হয় না। এটা বিশ্বের প্রতিপালকের বাণী হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথেই তার শ্রেষ্ঠত্বও প্রমাণিত হয়। শুধু শিক্ষার্থীদের জন্যই কুরআন এমন উপকারী, বিষয়টি এমন নয়। সকল পেশা, ভাষা, গোত্র, বর্ণ ভেদে সকল মানুষের সম্পর্ক কুরআনের সাথে ঠিক এমনই। কুরআনের মাধ্যমে অলৌকিক কিছু ঘটে যাওয়া কখনোই অসম্ভব নয়। কারণ, কুরআন শুধু একটি কিতাব নয়। এটি মহান স্রষ্টার বাণী। এটি নবীকুলের সর্দার মুহাম্মাদ (ছাঃ) এর মু'জেযা ॥

মেসার্স এ. সামাদ এন্ড সন্স
M/S A. Samad & Sons

এখানে হাজী সাহেবদের এহরামের কাপড়সহ সকল ধরনের কাপড়ে বিশাল সমাহার। সকল প্রকার কাপড় পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।

প্রোঃ শেখ মুহাম্মাদ আজিজুল আলম
সেঞ্চুরী সুপার মার্কেট, সাহেব বাজার কাপড় পট্টি, জিরো পয়েন্ট (ন্যাশনাল ব্যাংকের সামনে), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৮২৩-২০৪০৪৩

তাবলীগী ইজতেমা ২০২৫ সফল হোক

ইসমাইল এন্ড ব্রাদার্স
ISMAIL & BROTHERS

দেশী-বিদেশী যাবতীয় কাগজ, বোর্ড, খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা

ফোন : ০২৫-৭৩৯০৬০৫

৬/৭, জুমরাইল লেন, (আরমানীটোলা), নয়াবাজার, ঢাকা-১১০০

আশরাফ ইলেকট্রোনিক্স
asrafulislam7470@gmail.com

এল.ই.ডি টিভি, ফ্রিজ, এসি, ওয়াসিং মেশিন, ব্লেন্ডার সহ যাবতীয় ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী নগদ ও কিস্তিতে বিক্রয় করা হয়।

Exclusive Dealer
WALTON | SINGER | SONY BRAVIA
TOSHIN | NIPPON PLUS | KONKA
Haier | GREE | SONY SMART

যোগাযোগ
প্রোপ্রাইটর : মোঃ আশরাফুল ইসলাম
১ম শাখা : আলুপট্টি মোড়, বোয়ালিয়া, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৮৮৮-০৯৯১২৬; ০১৭১৬-৩৪৭৪৭০।
২য় শাখা : ব্যাংক এশিয়ার সামনে, (UCB) ব্যাংকের নিচে (ওভার ব্রীজের উত্তর পাশে), নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৮৮৬-৩৪৭৪৭০।

মানসিক প্রশান্তি লাভে আল-কুরআন

-মুজাহিদুল ইসলাম*

ভূমিকা :

আমরা প্রত্যেকেই মানসিক প্রশান্তি চাই। দুনিয়াবী জীবনে আমরা যা কিছু করি না কেন, তার কাঙ্খিত বস্তু হ'ল মানসিক প্রশান্তি। কিন্তু মানসিক প্রশান্তিটা আসলে কোথায়? আমাদের চিরস্থায়ী প্রকৃত সুখের মৌলিক উৎস কী? অনেকে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য, সামাজিক পদমর্যাদা ও ক্ষমতার মাঝেই মানসিক প্রশান্তি খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টায় লিপ্ত। এর মূল কারণ হ'ল- মানুষ অন্তরের খোরাক বুঝে উঠতে পারেনি। তারা এখনো উপলব্ধি করতে পারেনি যে, আসলে মানসিক প্রশান্তি কোথায় নিহিত? একজন মানুষকে যদি দুনিয়ার সকল সম্পদ, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী রমণী, সবচেয়ে বিলাসবহুল বাড়ি-গাড়ি দেওয়া হয়, তারপরেও সে মানুষ কখনোই মানসিক প্রশান্তি লাভে সক্ষম হবে না। কারণ মানুষের অন্তরের প্রশান্তির উৎস হ'ল আল্লাহ্‌র ভালোবাসা। মহান আল্লাহ মানব হৃদয়কে এত সম্ভ্রান্ত, নিষ্কলুষ-পবিত্র করে সৃষ্টি করেছেন যে, দুনিয়ার কোন প্রাচুর্য বা কোন মোহই তাকে পরিতৃপ্ত করতে পারবে না। কিন্তু যখন হৃদয় আল্লাহ্‌র পবিত্র ভালোবাসায় সিক্ত হবে তখন তার কাছ থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নিলেও তার কোনই আফসোস থাকবে না। সেই ভালোবাসার অমিয় সুধা পান করেছিলেন ইসলামের মর্দে মুজাহিদ ছাহাবীগণ। কোন সে শক্তি, যার বলে তারা আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় নিজেদের অন্তরকে প্রশান্ত করতে পেরেছেন? তার উত্তর একটাই আল-কুরআন। কুরআন আল্লাহ্‌র ভালোবাসা অর্জনের উত্তম মাধ্যম। যা মানুষের হৃদয়কে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা দিয়ে প্রশান্ত করে দেয়। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।

প্রশান্ত আত্মার পরিচয় :

যে আত্মা তার রবের ভালোবাসায় সিক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে সেটাই প্রশান্ত আত্মা। যার জীবন জুড়ে আধিপত্য বিস্তার করে আখেরাতের চিরস্থায়ী সুখী হওয়ার তীব্র বাসনা। যার দুনিয়া পরিচালিত হয় আখেরাত কেন্দ্রিক। প্রশান্ত আত্মা সেটাই, যা তার মহান রবের যেকোন সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থাকতে পারে, হোক তা তার জীবনের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়। সেটাকে সে আল্লাহ্‌র দেওয়া কল্যাণকর ফায়ছালা হিসাবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়। মহান আল্লাহ্‌র ইবাদতে যে হৃদয়ে চরম ভালো লাগার অনুভূতি ছুঁয়ে যায়। যে অন্তর তার রবের একত্ববাদকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। যে অন্তর জানে যে, তার যাবতীয় রিযিকের মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর উপরেই দৃঢ় পদে স্থির থাকার সক্ষমতা রাখে, সেটাই প্রকৃত প্রশান্ত অন্তর। আর মৃত্যুর সময় তাদেরকেই এই উপাধিতে ডেকে বলা হবে يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً 'হে প্রশান্ত আত্মা! ফিরে চলো তোমার প্রভুর পানে, সন্তুষ্ট চিত্তে ও সন্তোষভাজন অবস্থায়' *(ফাজর ৮৯/২৭-২৮)*। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, إن الله تعالى إذا أراد أن يقبض روح عبده المؤمن، اطمأنت النفس إلى الله تعالى، واطمأن الله إليها، 'আল্লাহ যখন কোন মুমিন বান্দার রূহ কবয করার ইচ্ছা করেন, তখন সেই রূহ আল্লাহ অভিমুখী হয়ে প্রশান্তি লাভ করে এবং আল্লাহও তার প্রতি সন্তুষ্ট হন'।[১]

আলী ত্বানত্বাবী (রহঃ) বলেন, 'প্রশান্ত আত্মা হ'ল যে তার বিশুদ্ধ ঈমান ও আমলে ছলেহের কারণে ক্বিয়ামতের দিন যাবতীয় ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে'।[২] সর্বোপরি আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয়ে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকাও প্রশান্ত আত্মার একটি অন্যতম গুণ।

এটা এমন আত্মা, যার উপরে তার প্রভু সন্তুষ্ট থাকেন এবং সেও তার প্রভুর দেওয়া যেকোন সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থাকে। সে সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় তার প্রভুকে স্মরণ করে। বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং নে'মতে শুকরিয়া আদায় করে। যে আত্মাকে নেওয়ার জন্য ফেরেশতারা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় যে, এই সম্মানিত আত্মাকে কে আল্লাহ্‌র সামনে নিয়ে যাবেন। এই সেই আত্মা, যার সুঘ্রাণে সুবাসিত হবে পুরো আসমান এবং আসমানে সুনাম ছড়িয়ে পড়বে তার। অবশেষে তাকে 'ইল্লিয়্যিন' নামক সবচেয়ে সম্মানিত এবং সর্বোচ্চ মর্যাদার স্থানে রাখা হবে *(মুত্বাফফিফীন ৮৩/১৯)*। তার কবরকে আলোকিত করে দেওয়া হবে। তার জন্য কবরে জান্নাতের বিছানার ব্যবস্থা করা হবে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার কাছে জান্নাতের সুঘ্রাণ পৌঁছতে থাকবে।[৩] কতই না সৌভাগ্যবান এই অন্তরের অধিকারীরা! দুনিয়া ও আখেরাতে এই অন্তরের চেয়ে দামী আর কী হ'তে পারে? এই অন্তরের মালিকের চেয়ে সফলকাম ব্যক্তি আর কে হ'তে পারে? সে তার প্রিয় রবের ভালোবাসায় এতটাই মোহদীপ্ত হবে যে, দুনিয়ার ন্যূনতম কোন মূল্য তার কাছে থাকবে না। সে তার প্রিয়তমা স্ত্রী, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, তার কলিজার ধন, নয়নের পুত্তলি সন্তান-সন্ততিকেও ছেড়ে যেতেও দ্বিধাবোধ বা আফসোস করবে না। আল্লাহ্‌র ভালবাসার প্রতি মানব হৃদয়ের এত টান আর কোন কিছুতেই নেই। আর এটাই হ'ল প্রশান্ত আত্মার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। আর এই আত্মার অধিকারী হওয়ার জন্য কুরআন হবে উত্তম সঙ্গী।

প্রশান্ত আত্মার বৈশিষ্ট্য :

১. তার ঈমান ও আমলে সমতা থাকা এবং কথা কাজে মিল থাকা। সেটা প্রকাশ্যে হোক বা অপ্রকাশ্য।
২. যেকোন ফরয বা ওয়াজিব ইবাদতের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া।
৩. বান্দা তার পার্থিব জীবনে সহজেই পাপ থেকে বাঁচতে পারে এবং নেকীর কাজে অগ্রগণ্য হ'তে পারে।
৪. প্রত্যেকটা কাজে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকেই প্রাধান্য দেয়া। মানুষের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ্‌র বিরাগভাজন না হওয়া।

* অনার্স (অধ্যয়নরত), ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. তাফসীরে কুরতুবী ২০/৫৮।
২. মুহাম্মাদ সাইয়েদ ত্বানত্বাবী, আত-তাফসীরুল ওয়াসীত ১৫/৩৯৪।
৩. তিরমিযী হা/ ১০৭১; মিশকাত হা/১৩০, সনদ হাসান।

বরং সবার উপরে আল্লাহকেই প্রাধান্য দেয়া।
৫. অন্যের ব্যাপারে অনুমান ভিত্তিক কথা না বলা। গীবত বা অপবাদ না দেয়া। কোন বান্দার হক নষ্ট না করা। বরং আত্ম সমালোচনায় নিজেকে ব্যস্ত রাখা এবং নিজেকে শুধরিয়ে নেয়া।
৬. আত্মীয়দের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা।
৭. অন্যের জৌলুস দেখে প্রতারিত না হওয়া। নিজের যা আছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা।

বলা যেতে পারে, এই বৈশিষ্ট্য বা গুণগুলো যে ব্যক্তির মাঝে থাকে, তিনিই মূলত সেই মহান প্রশান্ত আত্মার অধিকারী।

অন্তরের উপর কুরআনের প্রভাব :

অন্তরের উপর কুরআনের প্রভাব ব্যাপক। অন্তরে শান্তি নির্ভর করে কুরআনের উপর। মানুষ যেমন শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়। তেমনি মানুষ অন্তরের রোগেও রোগাক্রান্ত হয়। যার মহৌষধ হ'ল পবিত্র কুরআন। যে ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলে দিয়েছেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، 'হে মানবজাতি! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে এসে গেছে উপদেশবাণী (কুরআন) এবং অন্তরের ব্যধিসমূহের উপশম। আর বিশ্বাসীদের জন্য পথ প্রদর্শক ও রহমত' *(ইউনুস ১০/৫৭-৫৮)*। ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, 'অন্তরের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির আরোগ্য হ'ল কুরআনের উপদেশমালা। হেদায়াত অন্বেষণের জন্য যথেষ্ট হ'ল কুরআনের দলীলসমূহ। নিরাপত্তা ও সুস্থতার পথচারীরা কোথায়? নিশ্চয়ই কুরআনের উপদেশমালা লোহাকেও বিগলিত করে। কুরআনের মাঝে এমন শক্তি আছে, যা কঠিন শক্ত প্রস্তরখণ্ডকেও নরম করে দেয়। যদি পাথর সেটা বুঝতো, তাহ'লে পাথরও নুয়ে পড়তো। অথচ আলোকিত হৃদয় প্রতিদিন এই কুরআনের মাধ্যমে নিজেকে প্রফুল্ল রাখে। তবে যারা উদাসীন তারা শুধু তেলাওয়াত করে কিন্তু কুরআন থেকে কোন উপকার লাভ করতে পারে না।[৪]

এখানে কুরআনের মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি লাভের জন্য বুঝে বুঝে পড়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، 'আর আমরা কুরআন নাযিল করেছি, যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও অনুগ্রহ স্বরূপ' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৮২)*। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, إنما الشفاء في شيئين: العسل شفاء للناس، والقرآن شفاء لما في الصدور، 'দুইটা জিনিসে রোগের আরোগ্য রয়েছে, মানুষের শারীরিক রোগের আরোগ্য রয়েছে মধুতে। আর অন্তরের রোগের শিফা রয়েছে কুরআনে'।[৫] যদিও কুরআন মানুষের শারীরিক ও মানসিক উভয় রোগের জন্যই আরোগ্য। আমরা জানি কাফেরদের অন্তর হ'ল অসুস্থ অন্তর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যধি। আল্লাহ তাদের হঠকারিতার মাধ্যমে তাদের অন্তরের রোগকে আরোও বাড়িয়ে দেন' *(বাক্বারাহ ২/১০)*। পক্ষান্তরে এই কুরআন শুনেই তাদের মৃত অন্তর আবার সজীব হয়েছে। তাদের অন্তর হেদায়াতের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে। মালেক বিন দীনার (রহঃ) বলেছেন, أقسم لكم، لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه، 'আমি তোমাদেরকে কসম করে বলতে পারি, যে বান্দা কুরআনের প্রতি ঈমান রাখে, কুরআনের মাধ্যমে তার হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হবেই'।[৬] ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফগণ যখন কুরআন তেলাওয়াত করতে বসতেন তখন তাদের চেহারার রং পাল্টে যেত। শোনা যেত কান্নার আওয়ায। কুরআনের বাণী তাদের ঘুম কেড়ে নিত। কেউ কেউ একটা আয়াত বার বার তেলাওয়াত করেই পুরো রাত্রি কাটিয়ে দিতেন। আবার কেউ আয়াতের মর্ম বুঝতে পেরে তেলাওয়াত করতে করতে বেহুঁশ হয়ে পড়তেন। আবূ হুমামা (রহঃ) বলেন, আমি ঈসা ইবনে দাঊদ (রহঃ)-কে বললাম, দুনিয়ার প্রতি আপনার আগ্রহ কতটুকু? তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন, 'আমার ইচ্ছা হয় বুকটা চিরে অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখি যে, সেখানে কুরআন কী কাজ করেছে? তিনি যখন কুরআন তেলাওয়াত করতেন, তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন। ফলে তার দীর্ঘশ্বাস উঠে যেত। আর আমার মনে হ'ত, এই বুঝি প্রাণটা বেরিয়ে গেল।[৭]

বিশিষ্ট তাবেঈ ছাবেত বিন আসলাম আল-বুনানী (মৃ. ১২৭ হি.) বলেন, كابدت القرآن عشرين سنة وتنعمت به عشرين سنة، 'আমি বিশ বছর কুরআন নিয়ে পরিশ্রম করেছি এবং বিশ বছর এর মাধ্যমে (প্রশান্তি) উপভোগ করেছি'।[৮]

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) ছালাতে সূরা তূর তেলাওয়াত করতেন। যখন তিনি এই আয়াতে পৌঁছতেন, إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ، 'নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যই আসবে। একে প্রতিহত করার কেউ নেই' *(তূর ৫২/৭-৮)*। তিনি আয়াত দু'টো বার বার তেলাওয়াত করতেন এবং আল্লাহ্র আযাবের ভয়ে অসুস্থ হয়ে পড়তেন। এমনকি ছালাতে যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হ'ত এবং আল্লাহ্র আযাব ও জাহান্নাম সংক্রান্ত আয়াত আসত তখন তিনি ভয়ে কাঁপতে থাকতেন। একেবারে পিছনের কাতারে অবস্থানকারী লোকেরাও তাঁর কান্নার আওয়ায শুনতে পেত।[৯] অথচ তিনি ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ছাহাবী। যাকে দেখে শয়তান পালাত। এমনকি তার জীবদ্দশাতেই তার জন্য জান্নাতে প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও কুরআন তার হৃদয়কে এতটা আন্দোলিত করত। এ যেন কুরাআনের এই আয়াতেরই প্রতিফলন, যেখানে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا

৪. ইমাম ইবনুল জাওযী, আত-তাবছিরাহ ১/৬৩।
৫. ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/৮৯১০; ছহীহাহ হা/১৬৩৩, সনদ হাসান।
৬. ইবনু রজব হাম্বলী, আয-যিল্ল ওয়াল ইন্কিসার পৃ. ২৯৮।
৭. ইবনু আবিদ্দুনয়া, আল-মুতামান্নীন, পৃ. ৪৮।
৮. আবূ তালেব মাক্কী, কূতুল কুলূব ফী মু'আমালাতিল মাহবূব ২/৮৯।
৯. ইবনুল মুলাক্কিন, আত-তাওযীহ লি শরহিল জামি' আছ-ছাগীর ২৪/১৭০; ইবনুল জাওযী, মানাক্বিবে ওমর ইবনিল খাত্তাব, পৃ. ১৬৭।

الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، 'মুমিন কেবল তারাই, যখন তাদেরকে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করানো হয়, তখন তাদের অন্তর সমূহ ভয়ে কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে' *(আনফাল ৮/২)*। বলা যেতে পারে একজন বান্দার মানসিক শান্তি নির্ভর করে তার ঈমানের উপর। যার ঈমান যত মযবূত তার অন্তর তত প্রশান্ত। আর এই ঈমানকে বৃদ্ধি এবং মযবূত করে মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআন।

মানসিক প্রশান্তি লাভে কুরআনের ভূমিকা :

কুরআনের মাধ্যমে মানব হৃদয়ে যে প্রশান্তি লাভ হয়, সেটা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে এর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হ'ল।-

কুরআন তেলাওয়াত একটি ইবাদত এবং যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য যিকিরের মাধ্যমে যেমন বান্দাকে প্রতিদান দেওয়া হয়, তেমনি কুরআন পাঠকারীকেও মহান আল্লাহ অশেষ পুরস্কারে ভূষিত করবেন। আর সবচেয়ে বড় পুরস্কার হ'ল– এর মাধ্যমে বান্দার অন্তরে প্রশান্তি লাভ করা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 'যারা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহকে স্মরণ করলে যাদের অন্তরে প্রশান্তি আসে। মনে রেখ, আল্লাহ্র স্মরণেই কেবল হৃদয় প্রশান্ত হয়' *(রা'দ ১৩/২৮)*। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র যিকির বলতে এখানে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। এটা মহান আল্লাহ্র সেই যিকির, যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন। এর মাধ্যমেই মুমিনদের হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। কেননা ঈমান ও ইয়াক্বীন ছাড়া হৃদয় প্রশান্ত হয় না। আর কুরআন ছাড়া ঈমান ও ইয়াক্বীন লাভেরও কোন পথ নেই'।[১০] বোঝা যায় মানসিক প্রশান্তির জন্য ঈমান ও ইয়াক্বীন উভয়টিই প্রয়োজন। আর ঈমান ও ইয়াক্বীন লাভ হয় কুরআনের মাধ্যমে। যদিও ঈমান ও ইয়াক্বীনের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, اليقين ما رأته عينك، والإيمان ما سمعته أذنك، وصدقت به 'ইয়াক্বীন হ'ল তুমি স্ব-চক্ষে দেখে যা বিশ্বাস কর। আর ঈমান হ'ল তুমি নিজ কানে শোনার পর যা বিশ্বাস কর'।[১১]

আবার এই ঈমানটা যখন মযবূত হয় তখন তা ইয়াক্বীনে পরিণত হয়। যেমন আমরা আল্লাহকে, আখেরাতকে না দেখে বিশ্বাস করেছি। রাসূল (ছাঃ)-কে না দেখে বিশ্বাস করেছি। কিন্তু কুরআন ও হাদীছের মাধ্যমে আমাদের বিশ্বাস ইয়াক্বীনে পরিণত হয়েছে এবং হৃদয় প্রশান্ত হয়েছে। এজন্য হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, বিশ্বাসযোগ্য কোন সংবাদ শোনার পর হৃদয়ের প্রশান্তিকেই ইয়াক্বীন বলা হয়।[১২] হাফেয ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেন, ঈমানের মাধ্যমেই কেবল মানসিক শান্তি লাভ করা যায়।[১৩] আর ঈমান বৃদ্ধি পায় কুরআনের মাধ্যমেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا 'আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়' *(আনফাল ৮/২)*। আর এই ঈমানের বরকতেই তারা মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারে। অন্যত্রে মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، 'হে মানবজাতি! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে এসে গেছে উপদেশবাণী (কুরআন) এবং অন্তরের ব্যাধিসমূহের উপশম। আর বিশ্বাসীদের জন্য পথ প্রদর্শক ও রহমত' *(ইউনুস ১০/৫৭-৫৮)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, অত্র আয়াতে রহমত দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল কুরআন।[১৪] ইবনুল খাত্বীব (রহঃ) বলেন, কুরআন হ'ল অন্তরের রোগের শিফা। আর অন্তরের রোগ শারীরীক রোগের চেয়েও ভয়ঙ্কর। কারণ বিশুদ্ধ ঈমান থাকলে শারীরিক রোগ বান্দাকে জান্নাতে নিয়ে যায়। আর অন্তরের রোগ মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য একমাত্র উপায় হ'ল হৃদয়ের সুস্থতা। আর হৃদয় তখনই সুস্থ হয়, যখন তা যাবতীয় কু-প্রবৃত্তি ও খারাবী থেকে দূরে থাকে। আর সেই অন্তরকে সুস্থ রাখার উপযুক্ত হাতিয়ার হ'ল কুরআন। যা হৃদয়কে যাবতীয় অসুস্থতা ও পথভ্রষ্টতা থেকে চিরস্থায়ী সুখী এবং প্রশান্তির জীবন দান করে।[১৫] ইবনু কাছীর (রহঃ) কুরআন পরিত্যাগকারীর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যে ব্যক্তি কুরআনকে পরিত্যাগ করে, দুনিয়াতে তার জন্য কোন মানসিক প্রশান্তি বা প্রফুল্লতা নেই। বিপথগামীতার জন্য তার জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে। যদিও বাহ্যিকভাবে সে নে'মতপ্রাপ্ত হয়- যখন যা মন চায় খেতে পারে, যে পোষাক মন চায় পরিধান করতে পারে, যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে। এতদসত্ত্বেও তার হৃদয় যদি হেদায়াত ও ঈমানের ব্যাপারে নিশ্চিত হ'তে না পারে, তাহ'লে মন সর্বদা সন্দেহ, দুশ্চিন্তা, পেরেশানিতে জর্জরিত থাকে। আর এই মানসিক প্রশান্তিবিহীন জীবনই সবচেয়ে কষ্টের জীবন'।[১৬]

কুরআনের মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি লাভের উপায় :

১. অর্থ বুঝে তেলাওয়াত করা :

কুরআন বুঝে পড়ার অর্থ কুরআনের মধ্যে নিহিত মর্মার্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা করা। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, দুনিয়ার গরযে, দুনিয়ায় ক্ষণস্থায়ী কিছু পাওয়ার আশায়

১০. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন ২/৪৮০।*
১১. *ইমাম ইবনু আবীদ দুনিয়া, কিতাবুল ইয়াক্বীন পৃ. ৫২।*
১২. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন ২/৩৭৪।*
১৩. *ফতাহুল বারী ৩/১৩।*
১৪. *তাফসীরে ছাআ'লাবী ৩/২৫১।*
১৫. *আওযাহুত তাফাসীর ১/২৫৪।*
১৬. *তাফসীর ইবনে কাছীর ৩/১৭৩।*

আমরা কত প্রকারের ভাষাই না শিখি। কিন্তু কুরআন বুঝে পড়ার মত ভাষাজ্ঞান অর্জন করার তাকীদ অনুভব করি না। যদি কোন ব্যক্তি কুরআনের মাধ্যমে নিজে মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে চায়, তাহ'লে তার জন্য যরূরী হ'ল- কুরআন বুঝে তেলাওয়াত করা। আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অসংখ্য জায়গায় কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوْا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، 'এটি এক বরকতমণ্ডিত কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি। যাতে লোকেরা এর আয়াত সমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে' *(ছোয়াদ ৩৮/২৯)*। তিনি আরো বলেন, أَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا 'তবে কি তারা কুরআন গবেষণা করে না? নাকি তাদের হৃদয়গুলি তালাবদ্ধ'? *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)*।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'তোমরা কবিতার মতো দ্রুত কুরআন পাঠ করো না এবং এটাকে নষ্ট খেজুরের মতো ছিটিয়ে দিয়ো না। এর আশ্চর্য বিষয় নিয়ে একটু ভাবো। কুরআন দিয়ে দিলকে একটু নাড়া দাও। (তেলাওয়াতের সময়) সূরা শেষ করাই যেন তোমাদের একমাত্র চিন্তা না হয়'।[১৭] শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, الْقِرَاءَةُ الْقَلِيلَةُ بِتَفَكُّرٍ أَفْضَلُ مِنْ الْكَثِيرَةِ بِلَا تَفَكُّرٍ، 'না বুঝে অনেক বেশী কুরআন তেলাওয়াত করার চেয়ে চিন্তা-ভাবনা করে অল্প তেলাওয়াত করা অতি উত্তম'।[১৮] বান্দা যখন চিন্তা-গবেষণা করে কুরআন তেলাওয়াত করে এবং এর বিধি-বিধান উপলব্ধি করার চেষ্টা করে, তখন তার হৃদয়ে কুরআনের প্রভাব পড়ে। সেই প্রভাবে তার হৃদয়ে অর্জিত হয় মানসিক প্রশান্তি।

৩. সাকীনার আয়াত তেলাওয়াত করা বা শোনা :

কুরআন মাজীদে এমন কিছু আয়াত আছে, যেগুলো সাকীনাহ্র আয়াত নামে পরিচিত। 'সাকীনাহ' অর্থ হ'ল- আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এক গায়েবী মানসিক প্রশান্তি। মানসিক প্রশান্তি লাভে সাকীনাহ্র আয়াত সমূহের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়া (রহঃ) বলেন, শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) যখন কোন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তেন, তখন সাকীনাহ্র আয়াতগুলো তেলাওয়াত করতেন'।[১৯] অসুস্থতা, অক্ষমতা, উৎকণ্ঠা, শঙ্কা, শয়তানী ওয়াসওয়াসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি সাকীনাহ্র আয়াত তেলাওয়াত করতেন এবং বলতেন, 'কোন কঠিন পরিস্থিতি যখন আমার উপর জেকে বসে, তখন আমি আমার আত্মীয়-স্বজন এবং আমার আশপাশের কাউকে বলি, আমাকে সাকীনাহ্র আয়াতগুলো পড়ে শুনাও। তারপর (আয়াতগুলো শুনে) আমার থেকে সেই কঠিন অবস্থা দূর হয়ে যায় এবং আমি এমন হয়ে যাই যে আমার অন্তরেরও কোন রোগ থাকে না'। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, وَقَدْ جَرَّبْتُ أَنَا أَيْضًا قِرَاءَةَ هَذِهِ الْآيَاتِ عِنْدَ اضْطِرَابِ الْقَلْبِ بِمَا يَرِدُ عَلَيْهِ. فَرَأَيْتُ لَهَا تَأْثِيرًا عَظِيمًا فِي سُكُونِهِ وَطُمَأْنِينَتِهِ، 'আমিও মনের অস্থিরতা ও অশান্তির মুহূর্তে এই আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে দেখেছি এবং খেয়াল করেছি যে, মনের সুস্থিরতা ও প্রশান্তি লাভে এই আয়াতগুলির বিরাট প্রভাব রয়েছে'।[২০] সুতরাং সাকীনাহ্র আয়াত তেলাওয়াত করে অথবা শুনে আমরা আমাদের হৃদয়কে প্রশান্ত করতে পারি।

৪. মনোযোগ দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত শোনা :

পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহ তা'আলার এমন এক মু'জেযা, যা শুনলেও মানুষের হৃদয় নরম হয়। অন্তরে এক অপার্থিব প্রশান্তি অনুভূত হ'তে পারে। এই কুরআন শুনেই অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কাফেরদের অন্তর থাকে সর্বদা অশান্ত, হতাশাগ্রস্থ। কিন্তু তাদের অনেকের অন্তর এই কুরআন শুনে প্রশান্ত হয়েছে। যার ফলে তারা ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। এমন ঘটনা রাসূল (ছাঃ)-এর যুগ থেকে অদ্যাবধি চলমান। মক্কার কাফের মুশরিকরা লোকদের কুরআন শুনতে দিতো না। তারা লোকদেরকে কুরআন শুনতে নিষেধ করতো' *(ফুছছিলাত ৪১/২৬)*। তারা মনে করতো, কুরআনে এমন মোহনীয় শক্তি আছে, যা শুনলে মানুষ মুহাম্মাদের (ছাঃ)-এর ধর্ম গ্রহণ করে ফেলবে। অথচ দেখা গেছে, ঐসব নেতারাই গোপনে রাতের অন্ধকারে বাইরে দাঁড়িয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর তাহাজ্জুদের ছালাতের তেলাওয়াত শুনত। আবু সুফিয়ান, নযর বিন হারেছ, আখনাস বিন শারীক্ব, আবু জাহল প্রমুখ নেতারা একে অপরকে না জানিয়ে গোপনে একাজ করত' *(ইবনু হিশাম ১/৩১৫-১৬)*। কিন্তু যখন তারা জনগণের সামনে যেত, তখন তাদের মন্তব্য পাল্টে যেত।[২১]

তুফায়েল ইবনু আমের আদ-দাওসী (রাঃ) বলেন, আমি যখন মক্কায় আসি, তখন কুরায়েশ নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করি। তারা সবাই আমাকে সতর্ক করে বলে, 'তুমি একজন কবি সম্রাট। আমাদের ভয় হয় যে, তুমি মুহাম্মাদের সাথে সাক্ষাৎ করলে, তার কথা শুনে তুমি যাদুগ্রস্ত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। কারণ তার কথা যাদুর মত। সুতরাং তার ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকবে। তা না হ'লে, সে আমাদের গোত্রে যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে তা তোমাদের মাঝেও সৃষ্টি করবে। আল্লাহ্র কসম! তারা আমাকে এমনভাবে নিষেধ করতে লাগলো যে, তাদের এসব কথা শুনে আমি শপথ করলাম যে, আমি ঐ মসজিদে কান বন্ধ না রেখে প্রবেশই করবো না। পরের দিন আমি মসজিদে গেলাম। আমি আমার কানে কিছু কাপড় চেপে কান বন্ধ করে মসজিদে গেলাম। যাতে আমার কানে রাসূল (ছাঃ)-এর কথার কোন আওয়ায না আসে। মসজিদে ঢুকেই আমার দৃষ্টি পড়ল রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে। তিনি

১৭. *যাদুল মা'আদ, ১/৩২৯।*
১৮. *ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা, ৫/৩৩৪।*
১৯. *পবিত্র কুরআনে তিনটি সূরায় মোট ছয়টি আয়াতে 'সাকীনাহ'র কথা আলোকপাত করা হয়েছে। এই ছয়টি আয়াতকে সাকীনাহর আয়াত বলা হয়। সেগুলো হ'ল সূরা বাক্বারাহ ২/২৪৮; সূরা তাওবাহ ৯/২৬, ৪০; সূরা ফাৎহ ৪৮/৪, ১৮, ২৬।*
২০. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন, ২/৪৭১।*
২১. *সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃষ্ঠা: ১৩৭।*

ছালাতে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি মসজিদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু মহান আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ যে, আমার কানে শুধু রাসূল (ছাঃ)-এর আওয়াজই ভেসে আসছিল। কান এতো বন্ধ রাখা সত্ত্বেও অন্য কোন আওয়ায আমার কানে না এসে, শুধু তাঁর আওয়াজটাই আসছে। আমি কুরআন শুনে মুগ্ধ হ'লাম, বিস্মিত হ'লাম। মনে মনে বললাম, 'আল্লাহ্র কসম এটা কোন মানুষের বানানো কথা হ'তে পারে না।

আমি আমার কানের পট্টি খুলে ফেলে মনযোগ দিয়ে শুনতে থাকলাম। আমি এমন ব্যক্তি; যে ভালো মন্দের পার্থক্য করতে পারি। সিদ্ধান্ত নিলাম আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করবো। যদি খারাপ কিছু হয় বর্জন করবো। আর ভালো কিছু হ'লে গ্রহণ করবো। তারপর আমি রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতে করতে তাঁর বাড়িতে গেলাম। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে সবকিছু খুলে বললাম এবং বললাম, আপনি আপনার ধর্ম সম্পর্কে আমাকে বলুন। তিনি আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বললেন। তখনই আমি ইসলাম কবুল করলাম'।[২২]

কুরআন তেলাওয়াত শোনার মাধ্যমেও অন্তর প্রভাবিত হয়। রাসূল (ছাঃ) নিজেও কুরআন তেলাওয়াত শুনতে ভালোবাসতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, তুমি আমাকে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাও। আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমি আপনাকে কুরআন শুনাবো, অথচ তা আপনার উপরে নাযিল হয়েছে'? তিনি বললেন, 'আমি অন্যের কাছ থেকে কুরআন শুনতে বেশী পসন্দ করি'। তখন আমি সূরা নিসা তেলাওয়াত করতে লাগলাম। যখনই وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا এই আয়াতে পৌঁছলাম, লক্ষ্য করলাম রাসূল (ছাঃ)-এর দুই চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেছে।[২৩]

ইসমাঈল আস্ফাহানী বলেন, আরবে রাসূল (ছাঃ)-এর এমন অনেক শত্রু ছিল যারা তাঁকে হত্যা করার জন্য আশেপাশে ওঁত পেতে থাকতো, তখন কুরআন তেলাওয়াতের মিষ্টি ধ্বনি তারা শুনতে পেতো। ফলে কুরআন তাদের অন্তরে এমন অনুভূতি সৃষ্টি করতো যে, মুহূর্তেই তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ইসলাম কবুল করত। ফলে তাদের শত্রুতা-বন্ধুত্বে পরিণত হতো এবং কুফরী ঈমানের সাজে সুসজ্জিত হ'ত।[২৪]

ইতালির বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ৩৮ বছর বয়স্ক রোকসানা ইলিনা নেগ্রা ইসলাম গ্রহণের পর তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'আমি পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করেছি। যতই পড়েছি, ততই আমি মুগ্ধ হয়েছি। এই মুগ্ধতা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। আমি মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী। আমি সব সময় প্রশান্তির জন্য, অসুস্থতা থেকে নিরাময়ের উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা ও গবেষণা করেছি। আলহামদুলিল্লাহ! আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ইসলামেই রয়েছে সবকিছুর সঠিক সমাধান'।[২৫] সুতরাং আলোচ্য বর্ণনাগুলো থেকে বোঝা যায় যে, কুরআন শুনার মাধ্যমেও মানব হৃদয় অনাবিল প্রশান্তির ছোঁয়া পেতে পারে।

৬. নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করা :

কুরআনের মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি লাভের অন্যতম উপায় হ'ল প্রতিদিন তেলাওয়াতের জন্য কিছু সময় বরাদ্দ রাখা। সর্বোপরি হৃদয়কে বেশী বেশী তেলাওয়াতের মাধ্যমে উজ্জীবিত রাখা। তেলাওয়াতের সময় যে আয়াতগুলোর মর্মার্থ গভীর, সে আয়াতগুলো বার বার তেলাওয়াত করলে, অন্তর আরো বেশী বিগলিত হয়। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম বলেন, كَانَتْ قِرَاءَتُهُ (الفُضَيْل) حَزِيْنَةً، شَهِيَّةً، بَطِيئَةً، مُتَرَسِّلَةً، كَأَنَّهُ يُخَاطِبُ إِنْسَانًا، وَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيْهَا ذِكْرُ الجَنَّةِ، يُرَدِّدُ فِيْهَا، 'ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) দুঃখভরা কণ্ঠে, প্রবল অনুরাগ নিয়ে এবং ধীরে ধীরে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। মনে হ'ত যেন তিনি কোন মানুষকে সম্বোধন করে কিছু বলছেন। যখন জান্নাতের আলোচেনা সম্বলিত কোন আয়াত তিনি অতিক্রম করতেন, তখন সেই আয়াত বার বার তেলাওয়াত করতেন'।[২৬] মালেক ইবনু দীনার (মৃ. ১৪০ হি.) বলেন, من لم يأنس بحديث الله عَن حديث المخلوقين فقد قل علمه وعمي قلبه وضيع عمره، 'যে ব্যক্তি মানুষের সাথে কথা বলার পরিবর্তে আল্লাহ্র সাথে কথা বলতে অভ্যস্ত হবে না, তার ইলম হ্রাস পাবে, হৃদয় অন্ধ হয়ে যাবে এবং সে তার হায়াতকে সংকুচিত করবে'।[২৭] সুতরাং অধিকাংশ সময় মানুষের গীবতে ব্যস্ত না থেকে, যে হৃদয় আল্লাহ্র যিকিরে ব্যস্ত থাকতে পারে, কেবল সে হৃদয়ই প্রশান্তির ছোঁয়া পেয়ে ধন্য হ'তে পারে। আফসোস! আমরা হরহামেশা অন্যের দোষ চর্চায় আমাদের দিনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করি, কিন্তু আল্লাহ্র কালাম পড়ার সময় পাই না। ফলে মানসিক প্রশান্তি আমাদের কাছে ধরা দিতে চায় না।

পরিশেষে বলা যায়, কুরআনের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা মুসলিম জাতির মর্যাদাকে উচ্চকিত করেছেন। আর এই কুরআনের মাঝেই বান্দার জন্য যাবতীয় কল্যাণ নিহিত আছে। দুনিয়া যদি কারো উপর সংকীর্ণ হয়ে যায়, যদি সুখে থাকার দুনিয়াবী সকল রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, পাশের মানুষের বিশ্বাস-ঘাতকতায় হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়, যদি কেউ তার একাকীত্ব ঘুচাতে চায়, যদি দুনিয়াবী নানা রকম দুশ্চিন্তা-হতাশার কালো মেঘে হৃদয় আচ্ছাদিত হয়, যদি সীরাতে মুস্তাক্বীমের অন্বেষী ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে যায়, তাহ'লে এই সবকিছুর সমাধান হিসাবে সে যেন কুরআনকেই আপন করে নেয়। কুরআনকে যে যত বেশী আপন করে নেবে, কুরআন তাকে তত বেশী মানসিক প্রশান্তি এনে দিবে তার রবের পক্ষ থেকে ইনশাআল্লাহ। তাই আসুন! আমরা আমাদের জীবনকে অহি-র আলোয় আলোকিত করি। জীবনের হতাশা, দুশ্চিন্তা-পেরেশানি দূরীভূত করণে কুরআনকেই উপযুক্ত হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

২২. ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১/৩৪৫।
২৩. ছহীহুল বুখারী হা/৪৫৮২, মুসলিম হা/৮০০।
২৪. ইসমাঈল আস্ফাহানী, আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ ১/৩৯১।
২৫. দৈনিক ইনকিলাব, ১৬ জানুয়ারী ২০১৭।
২৬. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/৪২৮।
২৭. আবূ হাতেম বুস্তী, রওযাতুল 'উক্বালা, পৃ. ৮৫।

কবিতা

মহিমান্বিত কুরআন

-মিছবাহুল হক, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

কুরআন! তুমি শান্তির বাণী মুক্তির আহ্বান
নিয়ে এলে তুমি পৃথিবীতে আল্লাহ্র ফরমান।
তোমার সুরে খুঁজে পাই মোরা নবীদের আহ্বান
তোমার সুরের সুর ধরে মোরা গাই জীবনের গান।
তুমি রাসূলের হৃদয়ে ছিলে আলোর ঝরনা হয়ে
তোমার আলো সারা দুনিয়ার পথে পথে গেল বয়ে।
মানব জাতির হেদায়াত তুমি অসীম জ্ঞানের আধার
তোমার কাছে পাই সন্ধান সত্য মানবতার।
তোমার পাঠে বহে অন্তরে ঈমানের বারিধারা
সঠিক পথ চিনতে শিখি মোরা যত পথহারা।
হে কুরআন! তুমি মহান আল্লাহ্র বাণী
তোমার মাঝেই রয়েছে মুক্তি এতটুকুই জানি।
তোমার পাঠে ঘুচে যায় যেন মনের সকল ব্যথা
মনে হয় যেন শুনতে পাচ্ছি প্রতিপালকের কথা।
তোমার জ্ঞানে ডুব দেয় যে, পায় সে মুক্তা-মণি
সঠিক পথের দিশা তুমি ইলাহী জ্ঞানের খনি।

কুরআনের মাস

-খায়রুল ইসলাম,
শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ

রামাযান মাসে হ'ল কুরআন নাযিল
বিশ্বের তরে রহমত অনাবিল।
বিশ্বাবাসীর তরে হেদায়াত হয়ে
আসল কুরআন সত্যের দিশা নিয়ে।
কুরআন সে তো প্রতিপালকের বাণী
কুরআনের মাসকে সেরা বলে জানি।
কুরআন-বাহক সে তো জিবরীল আমীন
কুরআনের সবকিছু সেরা চিরদিন।
কুরআনের মাসে এসো কুরআন শিখি
কুরআনের আয়নায় দুনিয়া দেখি।
তিলাওয়াত শিখি আর অনুবাদ পড়ি
সেই মতে আমাদের জীনবটা গড়ি।
শুদ্ধ হ'তেই রব করেছেন দান
কুরআনের মাস এই মাহে রামাযান।

কুরআনের শিক্ষা

-মুনতাছির ফাহীম, সোনাতলা, বগুড়া

কুরআন শিখায় যেন গোনাহ শিরকের
না হয় জীবনে কোন মুমিনের।
শিরক মানে বুঝ আল্লাহ্র তুলনা
শিরকের গোনাহ কভু ক্ষমা হবে না।
কুরআন শিখায় করো ভাল ব্যবহার
দুনিয়ায় পিতা-মাতা বেঁচে আছে যার।
পিতা-মাতা আল্লাহ্র বড় নে'মত
পিতা-মাতা সবের জাহান্না-জান্নাত।
কুরআন শিখায়, মোরা একটাই জাতি
কভু যেন না করি অপরের ক্ষতি।
থাকি সবে সদা হয়ে ভাই ভাই
সুখ-দুঃখ সকলকে নিয়ে কাটাই।
কুরআনের শিক্ষায় রয়েছে বড় কল্যাণ
মানুষ যদি রাখে ততটুকু জ্ঞান।
কুরআনের আলোকে গড়লে সমাজ
করবে না হাহাকার দুঃখ বিরাজ।
কুরআন পড় প্রতি সন্ধ্যা-সকাল
সুন্দর হবে ইহকাল-পরকাল।

মেসার্স মোমতাজ হোসেন
প্রোঃ মইনুদ্দীন আহমাদ (রানা)
পরিবেশক
সেতু কর্পোরেশন লিঃ ও অরণী ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
ডিলার
বসুন্ধরা ও ক্লীনহীট এলপিজি
এবং স্পেয়ার মেশিন
এখানে বিভিন্ন প্রকার বালাই নাশক, এলপি গ্যাস ও স্পেয়ার মেশিন পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।
তাবলীগী ইজতেমা'২৫ সফল হোক
নওহাটা বাজার, পবা, রাজশাহী-৬২১৩।
মোবাইল : ০১৭১৫-২৪৯৮৩৪, ০১৯৩৩-৪১২২৫১।
E-mail : moin-nowhata@gmail.com

পার্টি মেকার, রাজিয়া সাউণ্ড ও ইভেন ম্যানেজমেন্ট
রাজশাহীর প্রসিদ্ধ এই ডেকোরেশন আপনাকে দিচ্ছে রুচিশীল ও আধুনিক কাজের প্রতিশ্রুতি।
তাবলীগী ইজতেমা'২৫ সফল হোক
রাণী বাজার, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৫৮-৩৫১১২৪, ০১৭৭৪-৭৬৭৬৮৬।
Partymaker.raj@gmail.com

মেসার্স হাসান হার্ডওয়ার এণ্ড ইলেকট্রিক
এখানে হার্ডওয়ার সামগ্রী, রং, পলিথিন এবং ইলেকট্রনিক্স এর মালামাল খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় করা হয়।
তাবলীগী ইজতেমা'২৫ সফল হোক
প্রোঃ মোঃ হাসান আলী
উত্তর নওদাপাড়া (বিমানবন্দর রোড) সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৯২০-৭২১৯৩৫।

স্বদেশ

লেখা শেষে গাছ হবে, এমন কলম বানাল বরগুনার আমীরুল ইসলাম

কলমের কালি ফুরিয়ে গেলে সেটির জায়গা হয় ময়লার ঝুড়িতে। এরপর তা মাটি-পানিতে মিশে সৃষ্টি করে দূষণ। কিন্তু এমন কলম যদি বানানো যায়, যা থেকে গাছের জন্ম হবে, কেমন হবে সেটা? এমনই পরিবেশবান্ধব এক উদ্যোগ নিয়েছে বরগুনার আমতলী উপযেলার আমীরুল ইসলাম নামের এক স্কুলশিক্ষার্থী।

১৬ বছর বয়সী আমীরুল তৈরি করেছে পরিবেশবান্ধব কাগজের কলম, যা ব্যবহারের পর মাটিতে ফেলে দিলে কিংবা পুঁতে দিলে জন্মাবে ফলদ গাছের চারা। রঙিন কাগজে মোড়ানো কলমের দাম ১০ টাকা, সাদা কাগজে মোড়ানোটির দাম ৫ টাকা। তার এই উদ্যোগ ইতিমধ্যে প্রশংসিত হয়েছে।

এসএসসি পরীক্ষার্থী আমীরুল ইসলাম ছোটবেলা থেকেই নতুন কিছু করার স্বপ্ন দেখে। গত বছর যখন সে প্লাস্টিকের দূষণ নিয়ে ভাবতে শুরু করে, তখনই মাথায় আসে একটি ভিন্নধর্মী কলম তৈরির ভাবনা। দুই মাসের চেষ্টার পর সে এক ধরনের বিশেষ কলম তৈরি করতে সক্ষম হয়। এর কাঠামো তৈরি হয় শক্ত কাগজ দিয়ে আর ভেতরে সংযোজন করা হয় বিভিন্ন ফলদ গাছের বীজ। কলমের কালি শেষ হ'লে সেটি মাটিতে ফেলে দিলে কয়েক দিনের মধ্যেই এই কলম থেকে গাছের চারা জন্ম নেবে। পদ্ধতিটি সহজ, তবে বুদ্ধিদীপ্ত।

আমীরুল ইসলামের বক্তব্য, মানুষ গাছ লাগাতে চায় না, কিন্তু কলম তো ফেলবেই। তাই এমন কলম তৈরি করেছি, যা ফেলার পর নিজেই গাছ হয়ে উঠবে। এতে শুধু পরিবেশ রক্ষাই হবে না, ভবিষ্যতে এর অর্থনৈতিক সম্ভাবনাও তৈরি হবে। সরকারি সহযোগিতা পেলে এই কলম সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। ইতিমধ্যে সে দু'হাযার কলম তৈরি করে বিক্রি করেছে। দিন দিন তার তৈরি কলমের চাহিদা বাড়ছে বলে তার ভাষ্য।

বিদেশ

হার্ভার্ডের ২৩% এমবিএ বেকার, দাম নেই ওয়ার্টন ও স্ট্যানফোর্ড ডিগ্রিরও

বেকারত্বের সমস্যায় ভুগছেন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দারাও। দেশটিতে এমবিএ পাস করা শিক্ষার্থীদের কাজ পেতে রীতিমতো কাঠগোড় পোড়াতে হচ্ছে। সম্প্রতি ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের রিপোর্টে বলা হয়েছে হার্ভার্ড, স্ট্যানফোর্ড এবং ওয়ার্টনের মতো আইভি লিগ কলেজ থেকে ডিগ্রি অর্জন করার পরও অনেকে চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে। ভুগছেন বেকারত্বের অভিশাপে। রিপোর্ট অনুযায়ী, গত বছর হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের এমবিএ স্নাতকদের ২৩% পড়াশোনা শেষ করার তিন মাস পরেও চাকরি পাননি। এব্যাপারে হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অ্যালামনি রিলেশনসের অধ্যক্ষ ক্রিস্টেন ফিটজপ্যাট্রির বলছেন, 'সঠিক দক্ষতা থাকলেই যে কাজ পাওয়া যাচ্ছে, এমনটা নয়। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে হার্ভার্ডের শিক্ষার্থীদের অনেক কোম্পানিই আর আলাদা নযরে দেখছে না'। এছাড়া ওয়ার্টন এবং স্ট্যানফোর্ডের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা চাকরি না পাওয়া এমবিএ পড়ুয়ার সংখ্যা যথাক্রমে ২০ এবং ২২%।

মুসলিম জাহান

গাযা পুনর্গঠনে প্রয়োজন ৫,৩২০ কোটি ডলার বা সাড়ে ৬ লাখ কোটি টাকা

প্রায় পনেরো মাসের ইস্রাঈলী আগ্রাসনে বিধ্বস্ত গাযা পুনর্গঠনে প্রয়োজন হবে ৫ হাযার কোটিরও অধিক মার্কিন ডলার। জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও বিশ্বব্যাংকের এক যৌথ প্রতিবেদনে একথা বলা হয়েছে। গবেষকরা হিসাব-নিকাশ করে বলেছেন, গাযা পুনর্গঠনে এখন আগামী ১০ বছরে ৫ হাযার ৩২০ কোটি ডলার প্রয়োজন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই বিপুল খরচ জোগাতে বেশকিছু দাতা ও অন্যান্য আর্থিক উৎস ও বেসরকারী খাতের সম্পদ থেকে তহবিল দরকার হবে। আইআরডিএনএ বলেছে, গাযায় ধ্বংস হয়েছে কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২৯২,০০০-এরও অধিক ঘরবাড়ি। ৯৫ শতাংশ হাসপাতালই হয়ে পড়েছে অকার্যকর। স্থানীয় অর্থনীতি সংকুচিত হয়েছে ৮৩ শতাংশ।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

মহাবিশ্বের বৃহত্তম 'কাঠামো'র সন্ধান

মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় কাঠামোর সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাদের দাবি, মিল্কিওয়ের চেয়েও ১৩ হাযার গুণ বড় এই কাঠামো। এর নাম দেওয়া হয়েছে কুইপু। সম্প্রতি এক গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীরা বলছেন, পৃথিবী থেকে এটি ১ হাযার কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। এই কাঠামো এতই বিশাল যে এর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে আলো পৌঁছাতে সময় লাগে ১৩ কোটি বছর। বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে কুইপুসহ আরও চারটি বিশাল কাঠামোর সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এটি আমাদের মহাবিশ্বের আকারের ধারণাকে ছাড়িয়ে যায়।

বন্ধু স্যানিটারী
এখানে পিভিসি দরজা, ফিটিংস, জিআই ফিটিংস, পাইপ ও যাবতীয় স্যানেটারী সামগ্রী খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় করা হয়।
প্রোঃ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
নওদাপাড়া (বিমান বন্দর রোড), টেক্সটাইল মিল গেটের সামনে, শাহমখদুম, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৭১৮-২৮২৬৬৬; ০১৭২৭-১২০৩৮১
তাবলীগী ইজতেমা ২০২৫ সফল হোক

ORIENT
Medical Book House
Medical IHT
Dental Genetics
Pharmacy Biochemistry
MATS
মেডিকেল কলেজের নতুন-পুরাতন বই ক্রয়-বিক্রয় করা হয়
কুরিয়ারের মাধ্যমে বই পাঠানো হয়
Orient Binding & Photostat
Thesis, Report, Spiral, Offset print, Screen Print , Photocopy, Laminating
আত-তাহরীকের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনায়
সমবায় সুপার মার্কেট, মালোপাড়া, রাজশাহী।
মোবা : ০১৭১১-০১৪৩০৭, ০১৯১৯-০১৪৩০৭, ০১৭৮৭-৬১২১৮৬

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

৩৫তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ২০২৫ সম্পন্ন

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৩ ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী ৩৫তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ২০২৫ রাজশাহী যেলার পবা উপযেলাধীন এয়ারপোর্ট থানার নিকটবর্তী ময়দানে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। ১ম দিন বাদ আছর তাবলীগী ইজতেমা'২৫-এর সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর উদ্বোধনী ভাষণের মাধ্যমে ইজতেমার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয় এবং ১৫ ফেব্রুয়ারী শনিবার ফজর ছালাতের পর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলামের সমাপনী ভাষণ ও বিদায়ী দো'আ পাঠের মাধ্যমে ইজতেমা শেষ হয়। ইজতেমায় প্রায় ৫০ জন আলোচক পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ের উপর দলীলভিত্তিক বক্তব্য পেশ করেন।

এবারের ইজতেমায় দেশের সরকার ও প্রশাসনের নিকটে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা সমূহ পেশ করা হয়-

(১) ৯০% মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হিসাবে বাংলাদেশে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। (২) দল ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করতে হবে। (৩) শিক্ষার সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজের চলমান সিলেবাস থেকে নাস্তিক্যবাদ, বিবর্তনবাদ, লিঙ্গসমতাসহ সকল প্রকার ইসলাম বিরোধী বিষয়সমূহ অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। (৪) ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী দেশে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে দেশের বিচার ব্যবস্থায় ইসলামী আইন কার্যকর করতে হবে। (৫) সূদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা বাতিল করে ন্যায় ও ইনছাফভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে হবে। (৬) বিভিন্ন সরকারী অফিসে দুর্নীতি ও ঘুষ-বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে এবং এর সাথে জড়িতদের শক্ত হাতে দমন করতে হবে। (৭) সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘব করার জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৮) দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রশাসনকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। (৯) এ সম্মেলন ফিলিস্তীনে ইস্রাঈলী ও পশ্চিমা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং সেখানে নিহত-আহত মযলুম ফিলিস্তীনীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে। সেই সাথে গাযা থেকে ফিলিস্তীনীদের চূড়ান্তভাবে উচ্ছেদের পশ্চিমা নীল-নকশার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং এই নির্মম পৈশাচিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার, ওআইসিসহ বিশ্ব মুসলিম নেতৃবৃন্দকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের জোর দাবী জানাচ্ছে। (১০) দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী সকল বৈদেশিক চুক্তি বাতিল করতে হবে এবং সীমান্তে দৈনন্দিন বাংলাদেশী হত্যা বন্ধ করতে হবে। (১১) ফারাক্কা ও গজলডোবা বাঁধের মাধ্যমে পদ্মা ও তিস্তার পানি প্রত্যাহারের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গকে শুকিয়ে মারার ভারতীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (১২) দেশের বিভিন্ন স্থানে আহলেহাদীছ মসজিদ ও মাদ্রাসা ভাংচুর করা, আহলেহাদীছ মসজিদ নির্মাণে বাধা দেয়া এবং আহলেহাদীছ সম্মেলন-সমাবেশকে বন্ধ করার জন্য যারা এখনও পর্যন্ত অপতৎপরতা চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে সরকার ও প্রশাসনকে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে। সেই সাথে পিসটিভি সহ ইসলামপন্থী মিডিয়া ও এনজিওগুলোকে স্বাধীনভাবে ইসলাম প্রচারের সুযোগ দিতে হবে।

(বিস্তারিত রিপোর্ট পরবর্তী সংখ্যায়)।

যেলা সম্মেলন : চট্টগ্রাম

ইসলামী সংবিধান হোক বিশ্ব সংবিধান!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

১৭ই জানুয়ারী শুক্রবার হালিশহর বিডিআর ময়দান, চট্টগ্রাম : অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলা শহরের বিডিআর ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' চট্টগ্রাম যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি সূরা আহযাবের ৩৬ আয়াত উল্লেখ করে বলেন, ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র জীবন বিধান। এটি মানব জাতির শেষ আশ্রয়স্থল। ইসলামী সংবিধান মানবতার জন্য কল্যাণকর। এর বিধি-বিধান অহি-র মাধ্যমে নির্ধারিত। যার কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন নেই। এটি বাস্তবায়িত হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান অমান্য করবে তারা দু'জাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই আসুন! আমরা সার্বিক জীবনে ইসলামী সংবিধান মেনে চলি। তবেই অশান্ত বিশ্বে শান্তি ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ শেখ সা'দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, ঢাকা মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল ও তরুণ দাঈ জামশেদ মজুমদার প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা আবুবকর ছিদ্দীক, সাধারণ সম্পাদক আরজু হোসাইন ছাব্বীর ও এডভোকেট ইব্রাহীম শাহাদত। এছাড়া পৃথক প্যাণ্ডেলে মহিলাদের বিপুল সমাগম ঘটে। উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রাম মহানগরীতে এবারই প্রথম প্রকাশ্য ময়দানে 'আহলেহাদীছ' নামে কোন ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'ল। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

জুম'আর খুৎবা ও মাইয়েতের জন্য গোসলখানা উদ্বোধন : সম্মেলনের পূর্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উত্তর পতেঙ্গাস্থ বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। বাদ জুম'আ তিনি মসজিদ সংলগ্ন কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্সে মাইয়েতের জন্য একটি আধুনিক গোসলখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। যেখানে বিশুদ্ধভাবে মাইয়েতের গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা করা হবে ইনশাআল্লাহ। এ সময় আমীরে জামা'আতের সাথে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও অত্র কমপ্লেক্স-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

যেলা সম্মেলন : কক্সবাজার

কথা ও কর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

১৮ই জানুয়ারী শনিবার পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তন, কক্সবাজার : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' কক্সবাজার যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত

আহ্বান জানান। তিনি সূরা নিসার ৬৫ আয়াত উল্লেখ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পৃথিবীতে এসেছিলেন মানবতার জন্য একমাত্র অনুসরণীয় ব্যক্তি হিসাবে। সুতরাং সার্বিক জীবনে তাঁর অনুসরণ ব্যতীত কেউ প্রকৃত মুমিন হ'তে পারবে না। তাঁর আদর্শ না বোঝার কারণেই অনেকে চরমপন্থার আশ্রয় নেয়। এর ফলে ২০০৫ সালে বাংলাদেশের ৬৪ যেলার ৬৩ যেলাতে একযোগে বোমা হামলা করা হয়। যা কখনোই ইসলাম সমর্থন করে না। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' যাবতীয় চরমপন্থা থেকে দূরে থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খাঁটি অনুসারী হওয়ার আহ্বান জানায়। আর এর মাধ্যমেই সার্বিক জীবনে শান্তি ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার এবং স্থানীয় ওলামাদের মধ্যে মাওলানা আতাউল্লাহ আলী হোসাইন, হাফেয তৈয়ব জালাল ও মাওলানা আব্দুল করীম প্রমুখ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান ও চট্টগ্রাম যেলা সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ শেখ সা'দী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক আবুল কালাম আযাদ।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

৪র্থ বার্ষিক কেন্দ্রীয় অধিবেশন ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২৫

২৩ ও ২৪শে জানুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য সকাল ৯-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ হোটেল স্টার-এর কনভেনশন হলে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর উদ্যোগে বোর্ড অধিভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ও প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর প্রতিষ্ঠাতা **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, শিক্ষকগণ জাতির কারিগর। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষক হ'লেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল। তিনি বয়সে ছোট হ'লেও বেশী মর্যাদাবান যদি তিনি তাক্বওয়ার বলে বলিয়ান হন। সুতরাং প্রত্যেককে তাক্বওয়া ও পরকালীন মর্যাদা অর্জনের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, কমিটি, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে একটি সুন্দর প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। এদের মধ্যে যথাযোগ্য সমন্বয় সাধন করাই প্রধান শিক্ষকের কাজ। যদি আপনারা যোগ্য শিক্ষক হন তাহ'লে আসমান ও যমীনের সকলের দো'আ পাবেন। এছাড়া আপনাদের ছাত্ররা হবে আপনাদের জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়া স্বরূপ। যার নেকী মৃত্যুর পরেও পেতে থাকবেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ও 'শিক্ষা বোর্ড'-এর প্রধান পরিদর্শক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ও 'শিক্ষা বোর্ডে'র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. নূরুল ইসলাম, নওদাপাড়া মারকাযের শিক্ষক মাওলানা ফায়ছাল মাহমূদ, ঢাকা ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ইনিস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেলের এ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জনাব জুনায়েদ মুনীর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব তরুণ হাসান, গাযীপুর ড্রিম স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল জনাব শামসুযযোহা, রাজশাহী পিটিআই-এর ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ) জনাব মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদ, নাবিল নাবা ফুডস লি., রাজশাহীর এজিএম জনাব আরীফুর রহমান প্রধান প্রমুখ। প্রশিক্ষণে মোট ১১০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

একুশে বই মেলায় স্টল উদ্বোধন

১লা ফেব্রুয়ারী শনিবার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা : অদ্য বিকাল ৪-টায় রাজধানীর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মাসব্যাপী বাংলা একাডেমী একুশে বই মেলা-২০২৫ এ 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর স্টল উদ্বোধন উপলক্ষে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। হাদীছ ফাউণ্ডেশন এর স্টল নং ১৫২ এর সম্মুখে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম সঊদী আরব শাখার সভাপতি জনাব শামসুল আলম, সাবেক সভাপতি মির্জা সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, এ বছরই প্রথম একুশে বইমেলায় হাদীছ ফাউণ্ডেশনের নামে স্টল বরাদ্দ পাওয়া যায়। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

M/S AL-MANAR STEEL
All kind of MS Rod, Cement wholesale & Retailer
Md. Mujtaba Hashemy
Proprietor

Kadirgonj, Gorhanga
(Near to Upohar Cinema Hall), Rajshahi.
+88-01740-966266, +88-01760-282828;
almanarsteel786@gmail.com

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২০১) : শুক্রবারে সূরা কাহফ পাঠের ফযীলত কি? অন্যদিনে সূরাটি পাঠ করলে একই ফযীলত পাওয়া যাবে কি?

-মামূনুর রশীদ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : শুক্রবারে সূরা কাহফ পড়ার বিশেষ ফযীলত রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য দিনে এর প্রথম দশ আয়াত বা শেষ দশ আয়াত মুখস্থ ও পাঠ করার বিশেষ ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সূরা কাহ্ফ তেলাওয়াত করবে, তার ঈমানী জ্যোতি এক জুম'আ হ'তে আরেক জুম'আ পর্যন্ত বিকশিত হবে' *(বায়হাক্বী হা/৬২০৯; মিশকাত হা/২১৭৫; ছহীহুল জামে' হা/৬৪৭০)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি জুম'আর রাতে সূরা কাহফ পাঠ করবে, তার জন্য তার ও বায়তুল আতীক্ব (কা'বা)-এর মধ্যবর্তী জায়গা নূরে আলোকিত হয়ে যাবে' *(দারেমী হা/৩৪৫০; ছহীহুত তারগীব হা/৭৩৬)*। তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফেতনা হ'তে নিরাপদ থাকবে' *(মুসলিম হা/৮০৯; মিশকাত হা/২১২৬)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি সূরা কাহফের শেষ দশ আয়াত পড়বে, সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা পাবে' *(আহমদ হা/২৭৫৫৬; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭৮৬, সনদ ছহীহ)*। অন্যত্র এসেছে, 'এক ব্যক্তি সূরা কাহফ তেলাওয়াত করছিল। আর তার পার্শ্বে তার ঘোড়া বাঁধা ছিল দুইটি রশি দ্বারা। এসময় এক খণ্ড মেঘ তাকে ঢেকে নিল এবং তার নিকটতর হ'তে লাগল। তখন তার ঘোড়া লাফাতে লাগল। সে যখন ভোরে উঠল, তখন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে তা উল্লেখ করল। তিনি বললেন, তা ছিল রহমত, যা নেমে এসেছিল কুরআনের কারণে' *(বুখারী হা/৫০১১; মুসলিম হা/৮০৯; মিশকাত হা/২১১৭)*।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফ যেভাবে নাযিল করা হয়েছে, ঠিক সেভাবেই তেলাওয়াত করবে, তার জন্য সেটা নিজের স্থান হ'তে মক্কা পর্যন্ত আলোকিত হবে এবং সূরা কাহফের শেষ দশ আয়াত পাঠ করলে দাজ্জালের ফেৎনা হ'তে মুক্ত থাকবে এবং দাজ্জাল তার উপর কোনরূপ মন্দ প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না' *(হাকেম হা/২০২৭; নাসাঈ কুবরা হা/১০৭৮৮; ছহীহাহ হা/২৬৫১)*।

প্রশ্ন (২/২০২) : কুরআন তেলাওয়াতের সময় নারীদের ছালাতের মত পর্দা করা বা পুরুষের সতর ঢাকা ও উত্তম পোষাক পরিধান যরূরী কি?

-আব্দুস সাত্তার, ময়মনসিংহ।

উত্তর : কুরআন তেলাওয়াতের জন্য হিজাব শর্ত নয়। তবে কুরআনের আদব রক্ষার্থে উত্তম ও তাক্বওয়ার পোষাক পরিধান করা মুস্তাহাব *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১/৪২০; আল-ফাতাওয়াল জামে'আ লিল মারআতিল মুসলিমাহ ১/২৪৯)*।

প্রশ্ন (৩/২০৩) : অপ্রাপ্ত বয়স্করা কুরআন তেলাওয়াত বা হিফযের জন্য ওযূ ছাড়াই কুরআন স্পর্শ করতে পারবে কি?

-খায়রুল ইসলাম, যশোর।

উত্তর : অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের জন্য মুছহাফ স্পর্শ করা বা স্পর্শ করে তেলাওয়াত করার জন্য ওযূ শর্ত নয়। কারণ তারা শরী'আতের বিধান পালনের জন্য আদিষ্ট নয়। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তিন ব্যক্তি (ক্বিয়ামত দিবসে) দায়মুক্ত। ঘুমন্ত ব্যক্তি জেগে না ওঠা পর্যন্ত, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালেগ না হওয়া পর্যন্ত এবং মস্তিষ্কবিকৃত ব্যক্তি জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত *(আবুদাঊদ হা/৪৩৯৮; মিশকাত হা/৩২৮৭, সনদ ছহীহ)*। তবে শিশুরা সাত বছরে পদার্পণ করলে পিতা-মাতা বা শিক্ষকগণ তাদের ওযূর প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করবেন এবং যে ইবাদতগুলোর জন্য ওযূ শর্ত তা বর্ণনা করে দিবেন *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৩৭/২৭৮; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৯/৬৬)*।

প্রশ্ন (৪/২০৪) : জিন-শয়তানের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য কুরআন বুকে জড়িয়ে রেখে ঘুমানো যাবে কি?

-হাসান, দিনাজপুর।

উত্তর : কুরআন বুকে নিয়ে ঘুমানো ঠিক হবে না। কারণ এতে কুরআনের প্রতি অসম্মান হয়ে যায়। যেমন কুরআন বুক থেকে পড়ে বিছানার নীচে বা শরীরের নীচে পড়ে যেতে পারে। যা কুরআনের জন্য অসম্মানজনক *(ছালেহ আল-ফাওযান, আল-মুন্তাকা ৯/৪০)*। বরং জিন-শয়তানের কুপ্রভাব থেকে বাঁচার জন্য কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দো'আসমূহ পাঠ করবে। বিশেষ করে সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিত সূরা নাস, ফালাক্ব, ইখলাছ ও আয়াতুল কুরসী *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/২১৬৩)* এবং সূরা বাক্বারাহ্র কিছু অংশ, বিশেষ করে শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে *(বুখারী হা/৫০০৯; মুসলিম হা/৭৮০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে গৃহে সূরা বাক্বারাহ্র শেষ দু'আয়াত পর পর তিন রাত পাঠ করা হয়, শয়তান তার নিকটবর্তী হয় না' *(তিরমিযী হা/২৮৮২)*। এর মাধ্যমে জিন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিপদ প্রতিবিধানে যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (৫/২০৫) : টয়লেটে থাকা অবস্থায় কুরআন শ্রবণ করা জায়েয কি?

-আহমাদ শু'আইব, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : টয়লেটের বাইরে কেউ কুরআন তেলাওয়াত করলে বা কোন ডিভাইসে বাইরে তেলাওয়াত চালানো থাকলে টয়লেটে প্রবেশ করে কুরআন শ্রবণ করলে তা দোষণীয় নয়। কারণ টয়লেটে কুরআন তেলাওয়াত করতে নিষেধ করা হ'লেও শুনতে নিষেধ করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, কোন কোন সালাফ গোসলখানা বা টয়লেটের ভিতর থেকে কুরআন তেলাওয়াত শুনেছেন মর্মে বর্ণিত হয়েছে *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৩/২৫১; ইবনুল ক্বাইয়িম, রওযাতুল মুহিব্বীন পৃ. ৬৫)*।

প্রশ্ন (৬/২০৬) : কুরআন হাত থেকে পড়ে গেলে তার ওযনে চাউল ছাদাক্বা করতে হবে কি?

-রুখছানা, চট্টগ্রাম।

উত্তর : সর্বাবস্থায় কুরআন তথা আল্লাহ্র কালামকে সম্মান করতে হবে। কুরআনের প্রতি অসম্মান হয় এমন কোন কাজ করা যাবে না। তবে ভুলবশত কারো হাত থেকে কুরআন পড়ে গেলে কুরআনের ওযন পরিমাণ চাউল ছাদাকা করতে হবে এমন বক্তব্যের কোন ভিত্তি নেই। বরং এজন্য অনুতপ্ত হয়ে নাঊযুবিল্লাহ বলাই যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর তোমরা অজান্তে কোন ভুল করলে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তরে দৃঢ় সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে। বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান *(আহযাব ৩৩/০৫)*।

প্রশ্ন (৭/২০৭) : কোন ব্যক্তির আমলনামা সমান সমান হয়ে গেলে সে আ'রাফ নামক স্থানে থাকবে কি? সে কি সেখানেই থাকবে না একসময় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে?

-রিফাতুল ইসলাম, সেনবাগ, নোয়াখালী।

উত্তর : যাদের আমলনামায় নেকী ও পাপ সমান হবে তাদেরকে কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে 'আ'রাফবাসী'। আ'রাফ জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি উঁচু স্থানের নাম। যা প্রাচীর স্বরূপ। যাদের নেকী সেই পরিমাণ হবে না যাতে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং গোনাহও সেই পরিমাণ হবে না যাতে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তাদের স্থান হবে এই আ'রাফে। অর্থাৎ গোনাহ ও নেকী সমান সমান হওয়ার কারণে না জাহান্নামে যাবে, না তারা জান্নাতে যাবে *(আ'রাফ-মাক্কী ৭/৪৬-৪৭)*। আ'রাফবাসী শেষে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হুযায়ফা ও ইবনু মাসঊদসহ অন্যান্য ছাহাবীগণ বলেন, আ'রাফের লোকেরা এমন এক সম্প্রদায় যাদের ভালো কাজ তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশে বাধা দিয়েছে এবং মন্দ কাজ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশে বাধা দিয়েছে। আর যখন জাহান্নামবাসীদের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তখন তারা (আ'রাফবাসীরা) বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথী করো না *(আ'রাফ ৭/৪৭)*। তারা যখন এই অবস্থায় থাকবে, তখন তাদের প্রতিপালক তাদের সামনে উপস্থিত হবেন এবং বলবেন, 'ওঠো, জান্নাতে প্রবেশ কর, 'আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি' *(হাকেম হা/৩২৪৭; শু'আবুল ঈমান হা/৩৭৫; ইবনুল মুবারক, আয-যুহ্দ ওয়ার রাক্বায়েক্ব ২/১২৩)*।

প্রশ্ন (৮/২০৮) : আযানের সময় বা আযানের পর দো'আ কবুল হয় কি? সেক্ষেত্রে আযানের সময় আযানের উত্তর প্রদান ও দো'আ করার মধ্যে সমন্বয় হবে কিভাবে?

-মাহবূবে আলম, পল্লবী, ঢাকা।

উত্তর : আযানের সময় আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং দো'আ কবুল হয় *(ছহীহাহ হা/১৪১৩)*। অনুরূপভাবে একামতের সময় আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয় ও দো'আ কবুল হয়, প্রত্যাখ্যান করা হয় না বলে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৯২৪৮, সনদ হাসান)*। এজন্য আযানের সময় আযানের জওয়াব দেওয়া এবং আযান শেষে দো'আ করা উচিৎ। কারণ রাসূল (ছাঃ) অন্য হাদীছে স্পষ্টভাবে বলেছেন, আযান ও একামতের মাঝের সময় দো'আ কবুল হয় এবং তা প্রত্যাখ্যান করা হয় না *(আহমাদ হা/১২৬০৬, ১৩৬৯৩, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৯/২০৯) : রামাযান মাসে কুরআন খতমের কোন গুরুত্ব রয়েছে কি?

-রেযাউল করীম, মণীপুর, গাযীপুর।

উত্তর : রামাযান মাসে অন্তত একবার কুরআন খতম করা মুস্তাহাব *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/৩৩১)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, প্রতি বছর জিব্রীল (আঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে একবার কুরআন মাজীদ শোনাতেন ও শুনতেন। কিন্তু যে বছর তাঁর ওফাত হয় সে বছর তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে দু'বার শুনিয়েছেন *(বুখারী হা/৪৯৯৮; মিশকাত হা/২০৯৯)*। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি একদা নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কয়দিনে কুরআন কয় দিনে খতম করব। তিনি বললেন, ৪০ দিনে। অতঃপর বলেন, এক মাসে। পরে বললেন, ২০ দিনে। পরে বললেন, ১৫ দিনে, ১০ দিনে ও ৭ দিনে। ৭ দিনের নিচে নামেননি *(আবুদাউদ হা/১৩৯৫)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ৩দিন *(আবুদাউদ হা/১৩৯৪)*। তাবেঈ বিদ্বান ক্বাতাদা (রহঃ) প্রতি সাতদিনে একবার এবং রামাযানে প্রতি তিনদিনে একবার কুরআন খতম করতেন *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৫/২৭৬)*। উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, রামাযান আসলে সালাফদের কুরআন খতম করার গুরুত্ব বেড়ে যেত। অতএব রামাযানে কুরআন খতম করা মুস্তাহাব। তবে কুরআন কেবল রামাযানের জন্য নাযিল হয়নি। সারা বছরই কুরআন তেলাওয়াত অব্যাহত রাখতে হবে বরং প্রতি চল্লিশ দিনে একবার খতম করা মুস্তাহাব এবং বছরে অন্তত একবার কুরআন খতম করা কর্তব্য *(আবুদাউদ হা/১৩৯৫; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/১২৭)*।

প্রশ্ন (১০/২১০) : তারাবীহ ছালাতের ক্বিরাআত কেমন হওয়া উচিৎ? বিশেষ করে লম্বা তেলাওয়াতে তারাবীহ সম্পন্ন করা জায়েয কি?

-আব্দুল্লাহ রাইসান, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : দীর্ঘ তেলাওয়াতে তারাবীহ ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব। কারণ রাসূল (ছাঃ) যে তিন দিন তারাবীহ ছালাত আদায় করেছিলেন তাতে তিনি লম্বা তেলাওয়াত করেছিলেন।

বরং একই রাক'আতে তিনি সূরা বাক্বারাহ, আলে ইমরান ও নিসা পাঠ করেছিলেন *(বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৭২; নাসাঈ হা/১৬০৫)*। সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, ওমর (রাঃ) ওবাই বিন কা'ব ও তামীম দারীকে আদেশ করলেন যেন তারা লোকেদেরকে নিয়ে রামাযান মাসের রাতের এগার রাক'আত তারাবীহ্র ছালাত আদায় করে। এ সময় ইমাম তারাবীহ্র ছালাতে এ সূরাগুলো পড়তেন। যে সূরার প্রত্যেকটিতে একশতের বেশী আয়াত ছিল। ক্বিয়াম দীর্ঘ হওয়ার কারণে আমরা আমাদের লাঠির উপর ভর করে দাঁড়িয়ে ফজরের নিকটবর্তী সময়ে ছালাত শেষ করতাম *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২)*।

'খতম তারাবীহ' বলে কোন নিয়ম শরী'আতে নেই এবং তারাবীহ্র ছালাতে কুরআন খতম করার বিশেষ কোন ফযীলত নেই। বরং ক্বিরাআত দীর্ঘ হৌক বা সংক্ষিপ্ত হৌক ছালাতে খুশূ-খুযূই হ'ল প্রধান বিষয়। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি জানিনা যে, আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) কখনো এক রাত্রিতে সমস্ত কুরআন খতম করেছেন কিংবা ফজর অবধি সারা রাত্রি ব্যাপী (নফল) ছালাত আদায় করেছেন *(মুসলিম হা/৭৪৬; মিশকাত হা/১২৫৭)*। আজকাল খতম তারাবীহতে হাফেযগণ ক্বিরাআত এমন দ্রুত পড়েন, যা কুরআন অবমাননার শামিল। মুছল্লীরা যা বুঝতে সক্ষম হন না। অথচ আল্লাহ বলেছেন, 'যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন ও চুপ থাকো' *(আ'রাফ ৭/২০৪)*। যার অর্থ কুরআন শোনা ও অনুধাবন করা। দ্রুত খতম করার ফলে অনুধাবন করার বিষয়টি উধাও হয়ে যায়। অনেকে খতম তারাবীহ্র ভয়ে তারাবীহ্র জামা'আতেই আসেন না। অতএব মুছল্লীদের আগ্রহ বুঝে হাফেয ছাহেবগণ তারাবীহ্র ক্বিরাআত দীর্ঘ অথবা সংক্ষিপ্ত করবেন।

প্রশ্ন (১১/২১১) : যে ব্যক্তি তেলাওয়াত জানা সত্ত্বেও কুরআন তেলাওয়াত পরিত্যাগ করবে তার কি গুনাহ হবে?

-রাশমান, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : কুরআন তেলাওয়াত পরিত্যাগ করা যাবেনা। বাধ্যগত অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত না করতে পারলে গুনাহ হবে না। তবে কুরআন তেলাওয়াত একেবারেই ছেড়ে দিলে গুনাহ হবে। আল্লাহ্র বাণী- 'সেদিন রাসূল বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমার উম্মত এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছিল' *(ফুরক্বান ২৫/৩০)*। আর যে সকল কর্ম পরিত্যাগ করলে কুরআন পরিত্যাগকারী হিসাবে গণ্য হবে তা হ'ল- ১. ইচ্ছা করে অবহেলাবশত কুরআন তেলাওয়াত বা শ্রবণ না করা *(ফুছছিলাত ৪১/২৬)*। ২. কুরআন বা এর বিধান নিয়ে বিদ্রুপ করা *(লোকমান ৩১/৬-৭)*। ৩. কুরআনের বিধানুযায়ী জীবন পরিচালনা না করা। ৪. কুরআন নিয়ে গবেষণা এবং এর মর্ম বুঝতে অবহেলা প্রকাশ করা। ৫. কুরআন তেলাওয়াত একেবারেই ছেড়ে দেওয়া ইত্যাদি *(ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ, পৃ. ৮২)*। অতএব কুরআন তেলাওয়াত নিয়মিত করা উচিৎ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কাছে ফিরে যেতে (আল্লাহ্র নৈকট্য পেতে) তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট থেকে যা এসেছে তার চেয়ে অর্থাৎ কুরআনের চেয়ে উত্তম আর কিছুই নেই *(ছহীহাহ হা/৯৬১)*। সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, 'সর্বোত্তম যিকর ছালাতের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াত, এরপর ছালাতের বাইরে কুরআন তেলাওয়াত। এরপর ছিয়াম। এরপরে অন্যান্য যিকর' *(হিলইয়াতুল আওলিয়া ৭/৬৭)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনকে ভালোবাসে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)ও তাকে ভালোবাসেন' *(জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, পৃ. ৩৬৪)*।

প্রশ্ন (১২/২১২) : কুরআন খতমের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা অবলম্বন করা আবশ্যক কি?

-আব্দুল্লাহ রাতিব, লাকসাম, কুমিল্লা।

উত্তর : কুরআন খতমের ক্ষেত্রে সূরাগুলোর ধারাবাহিকতা অবলম্বন করা মুস্তাহাব। কারণ রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অহী প্রাপ্ত হয়ে কুরআনের সূরাগুলো সাজানোর নির্দেশনা দিয়েছিলেন। হুযায়ফা ইবনু ইয়ামান (রাঃ) বলেন, আমি এক রাতে নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছালাত পড়লাম। তিনি সূরা বাক্বারাহ পড়তে আরম্ভ করলেন। অতঃপর আমি মনে মনে) বললাম যে, তিনি একশ' আয়াত পড়ে রুকূতে যাবেন। কিন্তু তিনি (তা না করে) ক্বিরাআত করতে থাকলেন। তারপর আমি (মনে মনে) বললাম যে, তিনি এই সূরা এক রাক'আতে সম্পন্ন করবেন; এটি পড়ে রুকূ করবেন। কিন্তু তিনি সূরা নিসা আরম্ভ করলেন। তিনি তা সম্পূর্ণ পড়লেন। তারপর তিনি সূরা আলে ইমরান শুরু করলেন। সেটিও সম্পূর্ণ পড়লেন। (এত দীর্ঘ ক্বিরাআত সত্ত্বেও) তিনি ধীর শান্তভাবে থেমে থেমে পড়ছিলেন *(মুসলিম হা/৭৭২)*। অত্র হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা নিসার পরে সূরা আলে ইমরান পড়লেন। অতএব কুরআন তেলাওয়াতের সময় সূরার ধারাবাহিকতা অবলম্বন করা ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব *(নববী, শরহু মুসলিম ৬/৬১-৬২)*।

প্রশ্ন (১৩/২১৩) : স্বামী স্ত্রীকে দু'বার তালাক প্রদানের পর তাকে বারবার খোলা করার প্রস্তাব দিলে স্ত্রীর জন্য করণীয় কি?

-ফাহীমা খানম, লাকসাম, কুমিল্লা।

উত্তর : স্বামী স্ত্রীকে দুই তোহরে দুই তালাক দিয়ে থাকলে স্বামী দুই তালাকের অধিকার হারিয়ে ফেলে। এখন এক তালাক দিয়ে দিলে সে আর স্ত্রীকে স্বাভাবিকভাবে ফিরিয়ে নিতে পারবে না *(বাক্বারাহ ২/২২৯)*। কিন্তু স্ত্রী খোলা' করে নিলে স্বামী আবার নতুন বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে। কিন্তু বৈবাহিক সম্পর্ক নিয়ে এভাবে খেল-তামাশা করা জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তিন বিষয়ে হাসি-ঠাট্টা নিষিদ্ধ। বিবাহ, তালাক ও রাজ'আত (এক বা দুই তালাকান্তে ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া) *(আবুদাউদ হা/২১৯৪; ছহীহুল জামে' হা/৩০২৭)*। এক্ষণে সংসার টিকিয়ে রাখার জন্য পারস্পরিক আলোচনা করে সমাধান করবে। প্রয়োজনে উভয় পরিবারের অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করে সমাধানের চেষ্টা করবে। সমাধান না হ'লে খোলা' করে এক হায়েয ইদ্দত শেষে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

প্রশ্ন (১৪/২১৪) : কোন গ্রামে প্রবেশের পূর্বে দো'আ পাঠের বিধান রয়েছে কি?

-আব্দুল্লাহ রাদমান, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : যেকোন গ্রামে বা শহরে প্রবেশের পূর্বে হাদীছে বর্ণিত দো'আটি পাঠ করা মুস্তাহাব। নতুন গন্তব্য স্থলে পৌঁছে কিংবা কোন ক্ষতিকর বস্তু থেকে বাঁচার জন্য পড়বে- أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ *'আ'ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তাম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব'* (আমি আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির যাবতীয় অনিষ্টকারিতা হ'তে আশ্রয় চাচ্ছি)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এই দো'আ পাঠ করলে ঐ স্থান হ'তে প্রস্থান করা পর্যন্ত তাকে কোন কিছুই ক্ষতি করবে না' *(মুসলিম হা/২৭০৮; মিশকাত হা/২৪২২)*। তিনি বলেন, 'যদি এটা সন্ধ্যাবেলা পড়া হয়, তাহ'লে ঐ রাতে তাকে সাপ-বিচ্ছু দংশন করবে না' *(মুসলিম হা/২৭০৯; মিশকাত হা/২৪২৩; দ্র. 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৮০ পৃ.)*। এছাড়াও অন্যান্য দো'আ রয়েছে *(ছহীহাহ হা/২৭৫৯)*।

প্রশ্ন (১৫/২১৫) : জনৈক আলেম দো'আয় 'আল্লাহুম্মা আমীন'-এর পরিবর্তে কেবল আমীন বলার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। তার দাবী ইহুদী খৃষ্টানরা যেমন ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা না পড়ার জন্য চক্রান্ত করেছে, ঠিক তেমনি 'আমীন' না বলে 'আল্লাহুম্মা আমীন' বলা তাদেরই চক্রান্তের অংশ। এটি তারাই চালু করেছে। আলেমের উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-আব্দুল মালেক বিন ইদ্রীস, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত আলেম বাড়াবাড়ি করেছেন। তবে দো'আয় কেবল আমীন বলাই যথেষ্ট। কারণ হাদীছে যত জায়গায় দো'আ শেষে আমীন বলার কথা এসেছে কেবল আমীন শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। আর অর্থগতভাবেই আমীন অর্থ 'হে আল্লাহ তুমি কবুল কর'। সেজন্য আমীনের পূর্বে আল্লাহুম্মা বলা অতিরিক্ত। তবে কেউ আল্লাহুম্মা আমীন বললে সুন্নাতের খেলাফ হবে না বা বিদ'আতও হবে না। কারণ সালাফদের কেউ কেউ আমীনের সাথে আল্লাহুম্মা শব্দটি যোগ করে দো'আ করেছেন। তবে ছালাতের ভিতরে এই অতিরিক্ত অংশ তথা 'আল্লাহুম্মা আমীন' বলা যাবে না *(আহমাদ হা/১৮৯৫৭; ইবনু আব্দিল বার্র, আত-তাহমীদ ৭/৯-১০; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ২/২৬২)*।

প্রশ্ন (১৬/২১৬) : পানি, চা-কফি গরম হ'লে ঠাণ্ডা করার জন্য ফুঁক দেয়ার ব্যাপারে শারঈ কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি?

-আব্দুর রহমান, বগুড়া।

উত্তর : গরম চা বা কফি ঠাণ্ডা করার উদ্দেশ্যে হ'লেও ফুঁ দেয়া ঠিক নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে এবং তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন *(তিরমিযী হা/১৮৮৮; মিশকাত হা/৪২৭৭, সনদ ছহীহ)*। পানীয়তে ফুঁ দিলে তাতে নিঃশ্বাস থেকে নিঃসৃত জীবাণু মিশ্রিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, যা কার্বনড্রাইঅক্সাইড নামে পরিচিত। এজন্যই সম্ভবত রাসূল (ছাঃ) এ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন *(ওছায়মীন, শরহ রিয়াযুছ ছালেহীন ৪/২৪৪)*। শায়েখ ওছায়মীন বলেন, 'পানীয় ঠাণ্ডা করার জন্য ফুঁ দেওয়া প্রয়োজন সাপেক্ষে জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কতিপয় বিদ্বান মত দিয়েছেন। তবে উত্তম হচ্ছে পরিহার করা। আর খাদ্য গরম হ'লে অন্য পন্থায় ঠাণ্ডা করা যেতে পারে' *(শরহ রিয়াযুছ ছালেহীন ৪/২৪৪-৪৫)*।

প্রশ্ন (১৭/২১৭) : অজ্ঞতাবশত আপন ভাগ্নির মেয়ের সাথে বিবাহ হয়। ১ ছেলে ১ মেয়ের জন্ম হয়। হারাম জানার পর বিয়ে ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং মেয়েকে অন্য ছেলের সাথে বিবাহ দেয়া হয়। এক্ষণে উক্ত ২ সন্তান কার বংশ পরিচয় পাবে? তারা কি মায়ের সাথে না পিতার সাথে থাকবে? যেহেতু হারাম বিয়ে থেকে জন্ম হয়েছে তারা পিতার সম্পদের অংশীদার হবে কি?

-তামান্না, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : অজ্ঞতাবশত কোন মাহরামকে বিয়ে করে থাকলে জানার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এ সময়ের মধ্যে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে সন্তান পিতার সাথে সম্পৃক্ত হবে এবং যাবতীয় মীরাছের বিধান তার জন্য প্রযোজ্য হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূঊল ফাতাওয়া ৩৪/১৩; আল ফাসী, শরহু মিয়ারাহ ১/১৭২)*।

প্রশ্ন (১৮/২১৮) : হানাফী মাযহাবের মুছল্লী পাশে দাঁড়ালে পায়ে পা লাগাতে গেলে পা সরিয়ে নেয়। পরে বেয়াদবী বলে আখ্যায়িত করে। এক্ষণে এরূপ মুছল্লী পাশে দাঁড়ালে করণীয় কি?

-রোহানুয্যামান, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তর : জামা'আতে ছালাত আদায়কালে মুছল্লীদের পরস্পরে পায়ে পা মিলানো একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। আনাস (রাঃ) বলেন, 'আমাদের মধ্য থেকে একজন একে অপরের কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে দিতেন। আজকের দিনে তোমরা এরূপ করতে গেলে, তোমাদের কেউ কেউ অবশ্যই খরতাপে উদভ্রান্ত খচ্চরের ন্যায় ছুটে পালাবে' *(বুখারী হা/৭২৫, মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, ছহীহাহ হা/৩১)*। ছাহাবী নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে *(আবুদাঊদ হা/৬৬২)*। অন্য হাদীছে পায়ে পা কিংবা টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে দাঁড়ানোর কথা এসেছে *(বুখারী, ফাৎহুল বারী সহ ২/২৪৭, হা/৬৮৩)*। এছাড়াও উক্ত মর্মে বহু হাদীছ রয়েছে। যার ভিত্তিতে ইমাম বুখারী (রহঃ) 'ছালাতের কাতারে কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলানো' শিরোনামে অধ্যায় রচনা করেছেন। এখানে পা মিলানো অর্থ পায়ের সাথে পা এমনভাবে লাগিয়ে দেওয়া, যাতে দু'জনের মাঝে কোনরূপ ফাঁক না থাকে এবং কাতারও সোজা হয়।

ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, নু'মান বিন বাশীরের বর্ণনার শেষাংশে كَعْبَه بِكَعْبِه 'গোড়ালির সাথে গোড়ালী' কথাটি এসেছে। এর দ্বারা পায়ের পার্শ্ব বুঝানো হয়েছে, পায়ের পিছন অংশ নয়, যেমন অনেকে ধারণা করেন' *(ফাৎহুল বারী ২/২৪৭ পৃঃ)*। এখানে মুখ্য বিষয় হ'ল দু'টি- কাতার সোজা করা ও ফাঁক বন্ধ করা। অতএব পায়ের গোড়ালী সমান্তরাল রেখে পাশাপাশি মিলানোই উত্তম।

এক্ষণে ছালাতে পাশের কোন মুছল্লী পায়ের সাথে পা মিলাতে না চাইলে সে দায়ী থাকবে, সে সুন্নাত ত্যাগকারী হবে।

প্রশ্ন (১৯/২১৯) : এক ঘন্টা আল্লাহ্র সৃষ্টি জগৎ নিয়ে চিন্তা করা সারারাত তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের চেয়েও উত্তম মর্মে প্রচলিত বর্ণনাটি ছহীহ কি?

-মারূফ হাসান, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এ বিষয়ে সরাসরি হাদীছ না থাকলেও একাধিক ছাহাবী ও তাবেঈর বক্তব্য রয়েছে *(শু'আবুল ঈমান হা/১১৭; ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৫২২৩, সনদ ছহীহ; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ৫/৩৩৪)*। কারণ এতে ঈমান অধিক বৃদ্ধি পায়। এজন্য আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার ব্যাপারে কুরআনে নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এগুলিকে অনর্থক সৃষ্টি করনি। মহা পবিত্র তুমি, অতএব তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও!' *(আলে ইমরান ৩/১৯১)*।

প্রশ্ন (২০/২২০) : আলী (রাঃ)-কে নবী করীম (ছাঃ) উঁচু কবর ভাঙ্গার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই নির্দেশ কি শুধুমাত্র ইহূদীদের কবর ভাঙ্গার জন্য প্রযোজ্য ছিল? কারণ সেই সময়ে মুসলিম ছাহাবীদের কোন কবর উঁচু ছিল, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মাযারপন্থীরা এই দাবী করে যে, এই নির্দেশ শুধুমাত্র ইহূদীদের কবরের জন্য খাছ। এ বিষয়ে সালাফদের মতামত কী?

-রূহুল আমীন, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : উক্ত দাবী ভিত্তিহীন। কারণ ১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশনা ছিল আম বা ব্যাপক অর্থে। এটিকে খাছ করতে হ'লে স্বতন্ত্র দলীল লাগবে, যা নেই। ২. এটা যে ইহূদীদের কবরের জন্য খাছ নয়, তার প্রমাণ হ'ল ছুমামাহ ইবনু শুফাই (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা একবার রোম সাম্রাজ্যের রোড্স নামক উপদ্বীপে ফুযালাহ ইবনু উবায়েদ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমাদের একজন সঙ্গী মারা গেলে ফুযালাহ তাকে কবরস্থ করতে আদেশ দিলেন। অতঃপর তার কবরকে সমান করে তৈরি করা হ'ল। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে শুনেছি, তিনি কবরকে সমতল করে তৈরি করতে আদেশ করেছেন *(মুসলিম হা/৯৬৮; তাবারানী কাবীর হা/৮১১)*। ৩. যদি ধরে নেওয়া হয় যে, হাদীছটি ইহূদীদের কবরের জন্য খাছ তাহ'লে এটাও বলা আবশ্যক হবে যে, ছবি ও মূর্তির বিষয়ে বর্ণিত হাদীছগুলোও ইহূদীদের সাথে খাছ, যা বাতিল। সুতরাং মাযারপন্থীদের দাবী ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (২১/২২১) : জুম'আর পূর্বে অনেক সময় ওয়ায-মাহফিল করা হয় এবং বলা হয়ে থাকে যে এরূপ আমল অনেক ছাহাবীর আমল দ্বারা প্রমাণিত। এটা কি সঠিক?

-লুতফাতুল ইসলাম নোবেল, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা।

উত্তর : জুম'আর খুৎবার পূর্বে মসজিদে প্রচলিত খুৎবা-পূর্ব বয়ান বলে কিছু শরী'আতে নেই। বরং এটিই নিষিদ্ধ। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুম'আর দিন ছালাতের পূর্বে বৃত্তাকারে বসতে (মজলিস করতে) এবং মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন *(আবুদাউদ হা/১০৭৯; মিশকাত হা/৭৩২, সনদ হাসান)*। ছাহাবায়ে কেরাম জুম'আর দিন হাদীছে বর্ণিত বিভিন্ন প্রাণী কুরবানী দেওয়ার ছওয়াব পাওয়ার জন্য এবং দো'আ কবুলের আশায় সকাল সকাল মসজিদে গিয়ে বিভিন্ন ইবাদতে মশগূল থাকতেন। তবে সাধারণভাবে দ্বীন শিক্ষার প্রসারে দারসের আয়োজনে দোষ নেই। বহু ছাহাবী থেকে এমর্মে আমল পাওয়া যায় *(মুছান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ হা/৫৫৪৭; খতীব বাগদাদী, আল ফক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ২/২৭২)*।

প্রশ্ন (২২/২২২) : আমার জন্য মসজিদ দান করা উত্তম নাকি একজন অভাবী আত্মীয়কে সহযোগিতা করা উত্তম। ছওয়াবের দিক দিয়ে কোনটা আমার জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ?

-উআরাফাত, মুন্সিগঞ্জ।

উত্তর : অভাবী আত্মীয়কে সহযোগিতা করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তার আত্মীয়ের প্রয়োজনীয়তা মসজিদে দান করা অপেক্ষা গুরুত্ববহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিভাবে খরচ করবে? বলে দাও যে, ধন-সম্পদ হ'তে তোমরা যা ব্যয় করবে, তা তোমাদের পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করবে' *(বাক্বারাহ ২/২১৫)*। আবু তালহা আনছারী তার মসজিদে নববীর পাশের মূল্যবান সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে দিতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা আত্মীয়-স্বজনের মাঝে দান করার জন্য নছীহত করেন *(বুখারী হা/১৪৬১; মুসলিম হা/৯৯৮)*। আত্মীয়কে দান করলে দ্বিগুণ ছওয়াব প্রাপ্তির বিষয় বর্ণনা করে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'মিসকীনদেরকে দান খয়রাত করা শুধুমাত্র একটি (সাধারণ) দান বলেই গণ্য হয়। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনকে দান করলে তাতে দু'টি (ছওয়াব) হয়, (সাধারণ) দান এবং আত্মীয়তা রক্ষা। (এর ছওয়াব) হয় *(নাসাঈ হা/২৫৮২; ছহীহুল জামে' হা/৩৮৫৮)*।

প্রশ্ন (২৩/২২৩) : সকল ভাষাই যেহেতু আল্লাহ্র সৃষ্টি তাই নাম রাখার ক্ষেত্রে আরবী নাম রাখা যরূরী কি? বাংলা বা অন্য ভাষার সুন্দর অর্থবোধক নাম রাখা যাবে কি?

-সাব্বির আহমাদ, ঢাকা।

উত্তর : সকল ভাষা আল্লাহ্র সৃষ্টি হ'লেও আরবী আল্লাহ্র বিশেষভাবে নির্বাচিত ভাষা। এই ভাষায় তিনি কুরআন নাযিল করেছেন এবং এই কুরআনকে বিশ্ববাসীর হেদায়াতের বাহক হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। তাছাড়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও আরবী ভাষী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমরা উক্ত কিতাব নাযিল করেছি আরবী ভাষায় কুরআন রূপে, যাতে তোমরা বুঝতে পার' *(ইউসুফ ১২/০২)*। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তম নাম হিসাবে নির্বাচন করেছেন আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান, হারেছ ও হাম্মাম, যা আরবী *(ছহীহুল জামে' হা/১৬১, ১৬২, ১৫৩৪,৩২৬৯)*। তবে অন্য ভাষায় সুন্দর অর্থবোধক নাম রাখলে গুনাহ হবে না ইনশাআল্লাহ *(তোহফাতুল মাওদূদ, পৃ. ১১১-১১৫)*।

প্রশ্ন (২৪/২২৪) : পশু-পাখির জন্য দো'আ করার বিধান কি? পশু-পাখি অসুস্থ হ'লে তাদের সুস্থতা কামনা করে দো'আ করা যাবে কি?

-মোকাদ্দেস হোসাইন, বদরগন্জ, রংপুর।

উত্তর : আল্লাহ্‌র সৃষ্টিজীব হিসাবে পশু-পাখির জন্যও দো'আ করা যায় এবং তাদের চিকিৎসায়ও ঝাঁড়-ফুঁক করা যায়। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) পশু-পাখির চিকিৎসা করতেন সে সকল দো'আ পাঠ করে যে দো'আসমূহ মানুষের চিকিৎসার জন্য পাঠ করতেন *(মুছান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৯৩৮৯)*। হানযালা (রাঃ) মানুষের পাশাপাশি পশু-পাখির জন্য দো'আ পাঠ করে চিকিৎসা করতেন *(মুসনাদে আহমাদ হা/২০৬৮৪; ছহীহাহ হা/২৯৫৫-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (২৫/২২৫) : আমি বর্তমানে হোস্টেলে এক রুমে ৪ জন থেকে পড়াশোনা করি। তন্মধ্যে ২ জন হিন্দু। ওদের টেবিলে ছোট মূর্তি, ঠাকুরের ছবি এগুলো আছে। আমাকে অনেক সময় ঘরে ছালাত পড়তে হয়। এটা সঠিক হচ্ছে কি?

-ছিফাত, যশোর।

উত্তর : মসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করার চেষ্টা করবে। কেননা জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব। কেউ যদি আযান শোনার পরেও ওযর ছাড়া বাড়িতে ছালাত আদায় করে, তাহ'লে সে গুনাহগার হবে *(নাসাঈ হা/৮৫০; ছহীহুত তারগীব হা/৪২৯)*। এমনকি রাসূল (ছাঃ) বিনা ওযরে বাড়িতে ছালাত আদায়কারীদের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে বলেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনেছে, অথচ জামা'আতে হাযির হয়নি, তার ছালাত নেই; যদি তার কোন গ্রহণীয় ওযর না থাকে' *(দারাকুৎনী হা/১৫৫৫; মিশকাত হা/১০৭৭; ছহীহুত তারগীব হা/৪২৬)*। এক্ষণে কেউ যদি বিনা কারণে বাড়িতে ছালাত আদায় করে তাহ'লে তার ছালাতের ফরযিয়াত আদায় হবে। তবে সে ওয়াজিব পরিত্যাগ করার জন্য গুনাহগার হবে *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/৭০)*। আর ঘরে মূর্তি থাকা অবস্থায় ফরয বা নফল ছালাত আদায় করতে হ'লে অন্তত ছালাতের সময়টুকু মূর্তিগুলো ঢেঁকে রাখবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১/৭০৫)*। অতঃপর ছালাত আদায় করবে।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুশরিকদের সাথে অবস্থান করতে নিষেধ করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুশরিকদের সাথে যে সকল মুসলমান বসবাস করে আমি তাদের দায়িত্ব হ'তে মুক্ত...' *(আবুদাঊদ হা/২৬৪৫; মিশকাত হা/৩৫৪৭; ছহীহাহ হা/৬৩৬)*। তিনি আরো বলেন, 'মুশরিকদের সাথে তোমরা একত্রে বসবাস কর না, তাদের সংসর্গেও যেয়ো না। যে ব্যক্তি তাদের সাথে বসবাস করবে অথবা তাদের সংসর্গে থাকবে সে তাদের অনুরূপ বলে বিবেচিত হবে' *(তিরমিযী হা/১৬০৫; ছহীহাহ হা/২৩৩০)*।

প্রশ্ন (২৬/২২৬) : আমি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ১০ দিনের জন্য গাড়ি ভাড়া নেই। তারপর ইচ্ছামত তা দিয়ে ইনকাম করি। কখনো লাভ হয়। কখনো লস হয়। এভাবে ব্যবসা করা জায়েয হবে কি?

-যায়েদ, দুমকি, পটুয়াখালী।

উত্তর : এভাবে ব্যবসা করা জায়েয হবে ইনশাআল্লাহ। কারণ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জায়গা বা গাড়ি ভাড়া নেওয়া ও তাতে ব্যবসা করার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা, ধোঁকা, প্রতারণা বা পণ্যের অনুপস্থিতি কিছুই নেই *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৫/৮; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/২২৮)*।

প্রশ্ন (২৭/২২৭) : যে ব্যক্তি জুম'আর রাত্রিতে সূরা ফাতিহাসহ চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে এইভাবে যে, প্রথম রাক'আতে ইয়াসীন, দ্বিতীয় রাক'আতে দুখান, তৃতীয় রাক'আতে সাজদাহ এবং চতুর্থ রাক'আতে সূরা মুলক পড়বে, সে কুরআনের কোন অংশ ভুলে যাবে না। হাদীছটির সনদ সম্পর্কে জানতে চাই।

-খালিদ, ঢাকা।

উত্তর : হাদীছটির সনদ জাল *(যঈফুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৮৭৪)*।

প্রশ্ন (২৮/২২৮) : অনেক সময় অলসতার কারণে পরবর্তী ওয়াক্তের ছালাতের জন্য পেশাব আটকে ওযূ ধরে রাখা হয়। এরূপ করায় শারঈ কোন বাধা আছে কি?

-আহনাফ তাহমীদ, জামালপুর।

উত্তর : পেশাবের চাপ যদি এমন পর্যায়ের হয় যা ছালাতের একাগ্রতা ও খুশূ' খুযূ' বিনষ্ট করতে পারে তাহ'লে সে চাপ নিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে না এবং পেশাব আটকিয়ে রাখাও যাবে না। কারণ এটি যেমন শরী'আত নিষিদ্ধ কাজ তেমনি এর কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকিও রয়েছে। আর চাপ চূড়ান্ত পর্যায়ের না হ'লে পরবর্তী ছালাত পর্যন্ত ওযূ ধরে রাখা জায়েয *(নববী, আল-মাজমূ' ৪/১০৫; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১/৪৫০-৫১; ছান'আনী, সুবুলুস সালাম ১/২২৭)*।

প্রশ্ন (২৯/২২৯) : বালিশ, তোষক ও ম্যাট্রেসে আমার শিশু ভাইয়ের পেশাব লেগে যায়। কিন্তু আমার পিতা-মাতা মনে করেন, শুকিয়ে গেলে এটা পবিত্র হয়ে যায়। কখনো বালিশ পেশাবে ভিজে গেলে তারা তা ধুয়ে না দিয়ে শুকিয়ে নিয়ে বলেন পবিত্র হয়ে গেছে। এরূপ ধারণা সঠিক কি?

-জাদীদ, ঢাকা।

উত্তর : লেপ, বালিশ, তোষক বা এজাতীয় কাপড়ে পেশাব লেগে তা রোদ-বাতাসে শুকানোর পরে কোন গন্ধ না থাকলে তা ব্যবহারে দোষ নেই। তবে সেখানে ছালাত আদায় করতে চাইলে তার উপর পবিত্র কাপড় বা মুছাল্লা বিছিয়ে ছালাত আদায় করবে। সর্বোপরি যে কাপড়গুলো ধোয়া সম্ভব সেগুলো ধুয়ে রোদ-বাতাসে শুকিয়ে নেওয়াই নিরাপদ *(ইবনু তায়মিয়াহ, ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৩১২; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/৮৭)*।

প্রশ্ন (৩০/২৩০) : আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আমি মারা গিয়েছি। তারপর আমার চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেল। ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার পর ভয়ে আমার হাত-পা প্রায় অবশ হয়ে যায়। আমার মনে হচ্ছে আমি হয়ত শীঘ্রই মারা যাব। স্বপ্নের কারণে এরূপ ধারণা করা সঠিক কি?

-মুহাম্মাদ তৌকির, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

উত্তর : এরূপ ধারণা সঠিক নয়। তবে সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। নিয়মিত নেক আমল করার মাধ্যমে সর্বদা নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে। হ'তে পারে উক্ত স্বপ্নের মাধ্যমে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। যেমন ইবনু ওমর (রাঃ) মৃত্যু ও জাহান্নামের স্বপ্ন দেখলে তার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর কতই না ভাল মানুষ হ'ত, যদি সে রাতে (তাহাজ্জুদের) ছালাত আদায় করত। সালেম বলেন, তারপর থেকে (আমার আব্বা) আব্দুল্লাহ রাতে অল্পক্ষণই ঘুমাতেন *(বুখারী হা/১১২২; মুসলিম হা/২৪৭৯)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন. 'উত্তম স্বপ্ন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়, আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি ভাল স্বপ্ন দেখে তাহ'লে সে যেন ঐ ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করে, যাকে সে ভালবাসে। আর যদি কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখে, তাহ'লে সে যেন *আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রজীম* বলে তার ক্ষতি ও শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চায় এবং বাম দিকে তিনবার থুক মারে। আর কারো কাছে যেন প্রকাশ না করে। ফলে তার কোন ক্ষতি হবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬১২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'স্বপ্ন তিন প্রকার হয়ে থাকে। (ক) সত্য স্বপ্ন (খ) মনের কল্পনা এবং (গ) শয়তানের পক্ষ হ'তে ভীতি প্রদর্শন। সুতরাং কেউ যদি অপসন্দনীয় স্বপ্ন দেখে তাহ'লে তখন উঠে যেন ছালাত আদায় করে' *(তিরমিযী হা/২২৮০)*।

প্রশ্ন (৩১/২৩১) : জানাযার ছালাত একদিকে সালাম বা দুই দিকে সালাম ফিরানো উভয়টিই সঠিক কি?

-শফীকুল ইসলাম, বগুড়া।

উত্তর : উভয়টিই সঠিক। জানাযার ছালাতান্তে ডান দিকে এক সালাম ও দুই দিকে সালাম উভয়ই জায়েয। এই মর্মে একাধিক ছহীহ হাদীছ, ছাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য ও সালাফগণের আমল রয়েছে *(দারাকুৎনী হা/১৮৩৯; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা ৬৯৮২; ও ১৮৬৪; আলবানী, আহকামুল জানায়েয, মাসআলা ক্রমিক ৮৩)*। অতএব জানাযার ছালাতে শুধু ডান দিকে অথবা উভয় দিকে সালাম ফিরানো উভয়টিই জায়েয।

প্রশ্ন (৩২/২৩২) : ওযূর পানির ছিটা অন্য বালতি বা যেকোন পাত্রে পড়লে তা নাপাক হয়ে যায় কি? সেই পানি দিয়ে পরবর্তীতে আবার ওযূ করা যাবে কি?

-মাহফূয বিন মীযান, নাটোর।

উত্তর : ওযূ ও গোসলে ব্যবহৃত পানি পবিত্র। কেউ চাইলে সে পানি দ্বারা ওযূ বা গোসল করতে পারে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ২১/২৬)*। পানিতে যতক্ষণ না অপবিত্র হওয়ার তিনটি আলামতের একটি পাওয়া যাবে ততক্ষণ পানি পবিত্র হিসাবে গণ্য হবে। আর তিনটি আলামত হচ্ছে- ১. পানির রং ২. পানির স্বাদ ৩. পানির গন্ধ। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'পানি পবিত্র, কোন জিনিসই তাকে নাপাক করতে পারে না' *(আবুদাউদ হা/৬৬; মিশকাত হা/৪৭৮, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩৩/২৩৩) : আমার মা এক আলেম-এর কাছে গিয়ে একটি কাঠালের পাতা পড়ে এনেছেন, যাতে আমি আসন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারি। তিনি চান আমি যেন তা কোমরে সর্বাবস্থায় বেঁধে রাখি। উক্ত আলেম এরূপ চিকিৎসা নাকি স্বপ্নে পেয়েছেন। এটা সঠিক কি?

-লীনা খাতুন, খুলনা।

উত্তর : উক্ত কর্ম তা'বীয হিসাবেই গণ্য হবে। রাসূলুল্লাহ কোন কিছু ঝুলাতে নিষেধ করেছেন। কারণ ঝুলন্ত বা লটকানো বস্তুর প্রতি নির্ভর করা স্পষ্ট শিরক। তা'বীয থাকার কারণে রাসূল (ছাঃ) এক ছাহাবীর বায়'আত নেননি। তা কেটে ফেলে দেয়া হ'লে তিনি তার বায়'আত গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'যে ব্যক্তি তা'বীয লটকালো সে শিরক করল' *(আহমাদ হা/১৬৯৬৯; ছহীহাহ হা/৪৯২)*। অন্য হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকালো, তাকে তার উপরই নির্ভরশীল করে দেয়া হয়' *(তিরমিযী হা/২০৭২; মিশকাত হা/৪৫৫৬; ছহীহুত তারগীব হা/৩৪৫৬)*।

প্রশ্ন (৩৪/২৩৪) : সূরা কাফিরূন পাঠের বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

-আরাফ, মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তর : সূরা কাফিরূন গুরুত্বপূর্ণ একটি সূরা। রাসূল (ছাঃ) এই সূরাটি বিভিন্ন ছালাতে পাঠ করতেন। যেমন বিতর ছালাতের দ্বিতীয় রাক'আতে, ফজর ছালাতের প্রথম রাক'আতে এবং তাওয়াফের প্রথম রাক'আতে *(মুসলিম হা/৭২৬, ১২১৮; তিরমিযী হা/৪৬২)*। এছাড়া তিনি এই সূরাটি মাগরিব ছালাতের সুন্নাতে মাঝে মধ্যে বিশেরও অধিকবার পাঠ করতেন *(আহমাদ হা/৪৭৬৩, সনদ ছহীহ)*। তিনি সূরা কাফিরূন দ্বারা সাপে কামড়ানো রোগীর চিকিৎসা করতেন *(শু'আবুল ঈমান হা/২৩৪০; মিশকাত হা/৪৫৬৭, সনদ ছহীহ)*। সূরা কাফিরূনকে কুরআনের এক-চতুর্থাংশের সমান বলা হয়েছে *(ছহীহুল জামে' হা/৬৪৬৬)*। সূরা কাফিরূন ঘুমের সময় পাঠ করলে তা শিরক থেকে মুক্তি লাভের কারণ হবে *(আবুদাউদ হা/৫০৫৫; মিশকাত হা/২১৬১)*।

প্রশ্ন (৩৫/২৩৫) : স্ত্রী যদি ডিভোর্স লেটার পাঠায়, কিন্তু স্বামী তা স্বাক্ষর না করে, তাহ'লে তা ডিভোর্স হিসাবে গণ্য হবে কি?

-নাঈম, বগুড়া।

উত্তর : এটা খোলা' হিসাবে গণ্য হবে এবং বিবাহ বিচ্ছিন্ন হবে। উক্ত নারী এক ঋতু ইদ্দত পালন শেষে শারঈ পদ্ধতিতে অন্যত্র বিয়ে করতে পারে। কারণ স্বামী তালাক দিতে টাল-বাহানা করলে স্ত্রী জনপ্রতিনিধি বা আদালতের মাধ্যমে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে। উল্লেখ্য যে, স্ত্রী দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাবার অধিকার রাখে। যাকে শরী'আতে 'খোলা' বলে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ৩২/৩০৩)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ছাবেত ইবনু ক্বায়েসের স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসল এবং বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি ছাবেত ইবনে কায়েসের দ্বীনদারী এবং চাল-চলনের নিন্দা করি না, তবে আমি মুসলিম নারী হয়ে (তার অসুন্দর হবার কারণে) তার নাফরমানী করব, এটা চাই না। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি কি তার মোহর বাবদ বাগান ফেরত দিবে? মহিলা বলল, হ্যাঁ দিব। নবী করীম (ছাঃ) ছাবেতকে বললেন, বাগান গ্রহণ কর এবং তাকে 'খোলা' হিসাবে এক তালাক প্রদান কর' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩২৭৪)*।

স্মর্তব্য যে, শারঈ ওযর ব্যতীত স্ত্রী স্বামীর নিকট তালাক চাইতে পারে না। কোন কারণ ছাড়াই যদি কেউ স্বামীর কাছে তালাক চায়, তাহ'লে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না *(আবূদাঊদ হা/২২২৬; মিশকাত হা/৩২৭৯; ছহীহুত তারগীব হা/২০১৮)*। অন্য বর্ণনায় বিনা কারণে তালাকপ্রার্থী নারীকে মুনাফিক বলা হয়েছে *(তিরমিযী হা/১১৮৬; মিশকাত হা/৩২৯০; ছহীহাহ হা/৬৩২)*।

প্রশ্ন (৩৬/২৩৬) : ওযূতে পায়ের গোড়ালী শুষ্ক থাকলে ওযূ হবে কি?

-নূরুল ইসলাম প্রধান, গাইবান্ধা।

উত্তর : ওযূতে পায়ের গোড়ালী বা দুই টাখনু ধৌত করা ফরয। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা ছালাতে দণ্ডায়মান হবে, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুই সমেত ধৌত কর এবং মাথা মাসাহ কর ও পদযুগল টাখনু সমেত ধৌত কর' *(মায়েদাহ ৫/৬)*। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মক্কা হ'তে মদীনায় ফিরে যাবার পথে একটি পানির কূপের কাছে পৌঁছলাম। আমাদের কেউ কেউ আছরের ছালাতের সময় তাড়াতাড়ি ওযূ করতে গেলেন এবং তাড়াহুড়া করে ওযূ করলেন। অতঃপর আমরা তাদের কাছে পৌঁছলাম, দেখি, তাদের পায়ের গোড়ালি শুকনা, চকচক করছে। সেখানে পানি পৌঁছেনি। এটা দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সর্বনাশ! (শুকনা) গোড়ালির লোকেরা জাহান্নামে যাবে, তোমরা পূর্ণরূপে ওযূ কর *(মুসলিম হা/২৪১; মিশকাত হা/৩৯৮)*। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি ওযূ করে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হ'ল। কিন্তু (ওযূতে) তার পায়ে নখ পরিমাণ জায়গা শুকনা ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, 'ফিরে যাও এবং উত্তমরূপে ওযূ করে এসো' *(মুসলিম হা/২৪৩; আহমাদ হা/১৩৪)*। অতএব ওযূতে গোড়ালী ভালভাবে ধৌত করতে হবে। নইলে ওযূ হবে না। আর ওযূ না হলে ছালাত হয় না।

প্রশ্ন (৩৭/২৩৭) : কুরআনের আয়াত সম্বলিত নোটপত্র নিয়ে টয়লেটে যাওয়া যাবে কি?

-সামীউল ইসলাম, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : কুরআনের আয়াত সম্বলিত নোটপত্র হাতে নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করা নিষেধ। কারণ এতে কুরআনের চরম অসম্মান হয়। তবে কারো পকেটের ভিতর বা ব্যাগের ভিতরে থাকলে তাতে দোষ নেই *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১/১২৩; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/১০৯)*।

প্রশ্ন (৩৮/২৩৮) : নাপিতের পেশা থেকে উপার্জিত সম্পদ দিয়ে হজ্জ বা ওমরাহ করলে তা কবুল হবে কি? বিশেষত এর মধ্যে যদি দাড়ি শেভ করার ইনকাম থাকে?

-আশরাফুল আলম, তাহেরপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : নাপিতের পেশা থেকে উপার্জিত সম্পদ হালাল। তবে দাড়ি কাটার মত পাপ কাজে সহযোগিতার জন্য গোনাহ হবে। এক্ষণে হজ্জ একটি দৈহিক ইবাদত। এই ইবাদত পালনে অর্থ ব্যয় মূল ইবাদত নয় বরং সহায়ক। সেজন্য নাপিতের পেশা থেকে উপার্জিত অর্থ থেকে হজ্জ করে থাকলে হজ্জের ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ১৭/১৩১; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৬/৩৮৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১১/৪৩)*। তবে পরবর্তীতে দাড়ি কাটার মত পাপ কাজে সহায়তা না করার অঙ্গীকার করবে। আল্লাহ তা'আলা অধিক ক্ষমাশীল।

প্রশ্ন (৩৯/২৩৯) : আমাদের পরিবার আর্থিকভাবে দুর্বল হওয়ায় আমার মা তার পিতার বাসায় গেলে তাকে অপমান করা হয়। আমি রাগান্বিত হয়ে আর কখনো তার পিতার বাসায় যেতে নিষেধ করেছি। এক্ষণে এটা আত্মীয়তা ছিন্ন করার শামিল হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা।

উত্তর : এরূপ আদেশও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হিসাবে গণ্য হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সেই ব্যক্তি সম্পর্ক রক্ষাকারী নয়, যে সম্পর্ক বজায় রাখার বিনিময়ে সম্পর্ক রক্ষা করে। বরং প্রকৃত সম্পর্ক রক্ষাকারী হ'ল সেই ব্যক্তি, যে কেউ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সে তা কায়েম করে' *(বুখারী হা/৫৯৯১; মিশকাত হা/৪৯২৩)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার কিছু আত্মীয় আছে, আমি তাদের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখি, আর তারা ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, আর তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। তারা কষ্ট দিলে আমি সহ্য করি, আর তারা আমার সাথে মূর্খের মত আচরণ করে। তিনি বললেন, যদি তা-ই হয়, তাহ'লে তুমি যেন তাদের মুখে গরম ছাই নিক্ষেপ করছ (অর্থাৎ এ কাজে তারা গোনাহগার হয়)। এবং তোমার সাথে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্যকারী থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এর উপর অনড় থাকবে *(মুসলিম হা/২৫৫৮; মিশকাত হা/৪৯২৪)*।

প্রশ্ন (৪০/২৪০) : কুরআন কিছু অংশ মুখস্ত করার পর অলসতা বা দুনিয়াবী ব্যস্ততার কারণে অনেকাংশই ভুলে গেছি। এজন্য আমি গুনাহগার হব কি?

-ওমর ফারূক, ভারত।

উত্তর : কুরআন ভুলে যাওয়া মন্দ কাজ। বিশেষতঃ অলসতা বশতঃ এরূপ হলে তা আরো নিন্দনীয়। ইবনু সীরীন বলেন, কেউ কুরআন ভুলে গেলে লোকেরা তাকে কঠিন ভাষায় ভর্ৎসনা করত' *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী হা/৫০৩৮-এর আলোচনা, সনদ ছহীহ)*। অলসতাবশতঃ কুরআন ভুলে গেলে গুনাহগার হ'তে হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ১৩/৪২৩; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৪/৯৯)*। তবে চেষ্টা সত্ত্বেও যদি ভুলে যায়, তবে সে গুনাহগার হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কুরআনের প্রতি যথাযথ ভাবে যত্নবান হও। আল্লাহ্র কসম! উট যেমন বাঁধন ছিঁড়ে চলে যায়, কুরআন তার চেয়ে বেশী দ্রুত চলে যায়' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২১৮৭)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি কষ্টের সাথে কুরআন মুখস্ত করে, সে দ্বিগুণ ছওয়াব পায়' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২১১২)*। তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন এরূপ না বলে যে, আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি। বরং সে যেন বলে, আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২১৮৮)*।

সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

তুহফায়ে রামাযান

আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল, যেমন তা ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*।

(ঢাকার জন্য) হিজরী : ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দ : ২০২৫

তারিখ		বার	সাহারীর শেষ সময় (ঘণ্টা-মিনিট)	ইফতারের সময় (ঘণ্টা-মিনিট)
হিজরী	খৃষ্টাব্দ			
০১ রামাযান	০২ মার্চ	রবিবার	০৫:০৪	০৬:০২
০২ রামাযান	০৩ মার্চ	সোমবার	০৫:০৩	০৬:০৩
০৩ রামাযান	০৪ মার্চ	মঙ্গলবার	০৫:০২	০৬:০৩
০৪ রামাযান	০৫ মার্চ	বুধবার	০৫:০১	০৬:০৩
০৫ রামাযান	০৬ মার্চ	বৃহস্পতি	০৫:০০	০৬:০৪
০৬ রামাযান	০৭ মার্চ	শুক্রবার	০৪:৫৯	০৬:০৪
০৭ রামাযান	০৮ মার্চ	শনিবার	০৪:৫৯	০৬:০৫
০৮ রামাযান	০৯ মার্চ	রবিবার	০৪:৫৮	০৬:০৫
০৯ রামাযান	১০ মার্চ	সোমবার	০৪:৫৭	০৬:০৬
১০ রামাযান	১১ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪:৫৬	০৬:০৬
১১ রামাযান	১২ মার্চ	বুধবার	০৪:৫৫	০৬:০৭
১২ রামাযান	১৩ মার্চ	বৃহস্পতি	০৪:৫৪	০৬:০৭
১৩ রামাযান	১৪ মার্চ	শুক্রবার	০৪:৫৩	০৬:০৮
১৪ রামাযান	১৫ মার্চ	শনিবার	০৪:৫২	০৬:০৮
১৫ রামাযান	১৬ মার্চ	রবিবার	০৪:৫১	০৬:০৮
১৬ রামাযান	১৭ মার্চ	সোমবার	০৪:৫০	০৬:০৯
১৭ রামাযান	১৮ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪:৪৯	০৬:০৯
১৮ রামাযান	১৯ মার্চ	বুধবার	০৪:৪৮	০৬:০৯
১৯ রামাযান	২০ মার্চ	বৃহস্পতি	০৪:৪৭	০৬:১০
২০ রামাযান	২১ মার্চ	শুক্রবার	০৪:৪৬	০৬:১০
২১ রামাযান	২২ মার্চ	শনিবার	০৪:৪৫	০৬:১১
২২ রামাযান	২৩ মার্চ	রবিবার	০৪:৪৪	০৬:১১
২৩ রামাযান	২৪ মার্চ	সোমবার	০৪:৪২	০৬:১১
২৪ রামাযান	২৫ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪:৪১	০৬:১২
২৫ রামাযান	২৬ মার্চ	বুধবার	০৪:৪০	০৬:১২
২৬ রামাযান	২৭ মার্চ	বৃহস্পতি	০৪:৩৯	০৬:১৩
২৭ রামাযান	২৮ মার্চ	শুক্রবার	০৪:৩৮	০৬:১৩
২৮ রামাযান	২৯ মার্চ	শনিবার	০৪:৩৭	০৬:১৩
২৯ রামাযান	৩০ মার্চ	রবিবার	০৪:৩৬	০৬:১৪
৩০ রামাযান	৩১ মার্চ	সোমবার	০৪:৩৫	০৬:১৪

বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ঢাকার সময়ের সাথে অন্যান্য যেলা সমূহের পার্থক্য মাসে একাধিকবার পরিবর্তন হয়। সেকারণ অধিকতর সঠিক সময় নির্ধারণের লক্ষ্যে রামাযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করে ইফতারের সময়সূচী দেখানো হয়েছে।

[যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	১১-২০	২১-৩০
নরসিংদী	-২	-১	-১	-১
গাযীপুর	০	০	০	০
শরীয়তপুর	০	০	০	০
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০	০
টাঙ্গাইল	+২	+২	+২	+২
কিশোরগঞ্জ	-২	-১	-২	-১
মানিকগঞ্জ	+১	+২	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	-১	০	-১	-১
রাজবাড়ী	+৩	+৪	+৪	+৪
মাদারীপুর	+১	+১	+১	+১
গোপালগঞ্জ	+৩	+৩	+২	+২
ফরিদপুর	+২	+২	+২	+২

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	১১-২০	২১-৩০
সিরাজগঞ্জ	+২	+২	+৩	+৩
পাবনা	+৪	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+৩	+৪	+৪	+৪
রাজশাহী	+৭	+৭	+৭	+৭
নাটোর	+৫	+৫	+৬	+৬
জয়পুরহাট	+৫	+৫	+৫	+৬
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৮	+৮	+৮	+৯
নওগাঁ	+৫	+৫	+৬	+৬

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	১১-২০	২১-৩০
পঞ্চগড়	+৬	+৬	+৭	+৮
দিনাজপুর	+৬	+৬	+৭	+৭
লালমণিরহাট	+৩	+৩	+৪	+৫
নীলফামারী	+৫	+৫	+৬	+৭
গাইবান্ধা	+২	+৩	+৩	+৪
ঠাকুরগাঁও	+৬	+৭	+৭	+৮
রংপুর	+৩	+৪	+৪	+৫
কুড়িগ্রাম	+২	+২	+৩	+৪

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	১১-২০	২১-৩০
শেরপুর	+১	+১	+১	+২
ময়মনসিংহ	-১	-১	০	০
জামালপুর	+১	+১	+২	+২
নেত্রকোণা	-২	-১	-১	-১

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	১১-২০	২১-৩০
যশোর	+৫	+৫	+৫	+৫
সাতক্ষীরা	+৬	+৬	+৫	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৪	+৪	+৪	+৩
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৪	+৪	+৩	+৩
বাগেরহাট	+৩	+৩	+২	+২
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	১১-২০	২১-৩০
কুমিল্লা	-৩	-৩	-৩	-৩
ফেনী	-৪	-৪	-৪	-৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩	-৩
রাঙ্গামাটি	-৭	-৭	-৭	-৭
নোয়াখালী	-৩	-২	-৩	-৩
চাঁদপুর	-১	-১	-১	-১
লক্ষ্মীপুর	-১	-১	-২	-২
চট্টগ্রাম	-৫	-৫	-৬	-৬
কক্সবাজার	-৫	-৫	-৬	-৭
খাগড়াছড়ি	-৬	-৬	-৭	-৭
বান্দরবান	-৭	-৭	-৭	-৮

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	১১-২০	২১-৩০
ঝালকাঠি	+১	+১	+১	০
পটুয়াখালী	+১	+১	০	০
পিরোজপুর	+২	+২	+২	+১
বরিশাল	+১	০	০	০
ভোলা	-১	০	-১	-১
বরগুনা	+২	+২	+১	০

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	১১-২০	২১-৩০
সিলেট	-৭	-৬	-৬	-৬
মৌলভীবাযার	-৬	-৬	-৬	-৫
হবিগঞ্জ	-৫	-৪	-৪	-৪
সুনামগঞ্জ	-৫	-৪	-৪	-৩

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

বি. দ্র. রামাযানের শুরু এবং শেষ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 28, Issue 6, March 2025

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (এডুকেশন সিটি) ও তাবলীগী ইজতেমা ময়দানের জমি ক্রয় প্রকল্পে দান করুন!

◆ প্রতি কাঠা জমির সম্ভাব্য মূল্য ১ লক্ষ টাকা ◆ প্রতিজনের বসার স্থানের সম্ভাব্য মূল্য ২৫০০ টাকা

এছাড়া মাসিক ১০০ টাকা থেকে যেকোন পরিমাণ অর্থ প্রতিমাসে দান করুন এবং নিয়মিত দানের প্রভূত নেকী অর্জন করুন।
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সেই আমল আল্লাহর অধিক পসন্দনীয়, যে আমল নিয়মিতভাবে করা হয়, যদিও তা পরিমাণে কম হয় *(বুখারী হা/৬৪৬৪)*।

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা : তাবলীগী ইজতেমা ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৭১৭ আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।
বিকাশ ও নগদ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, বিকাশ ও নগদ (পেমেন্ট) : ০১৭২৪৬২৩১৭৯
রকেট নং : ০১৭৯৭৯০০১২৩০, ০১৭১১৫৭৮০৫৭২।

সার্বিক যোগাযোগ : কেন্দ্রীয় কার্যালয়, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩ (ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ), ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত বইসমূহ

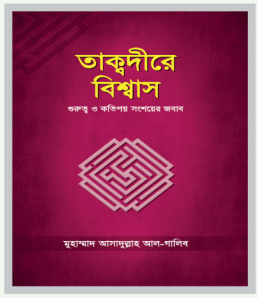

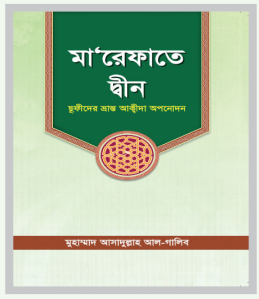

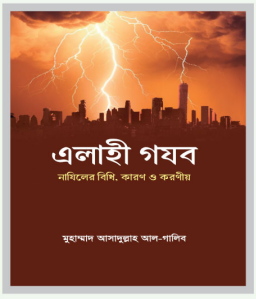

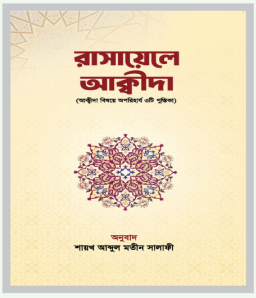

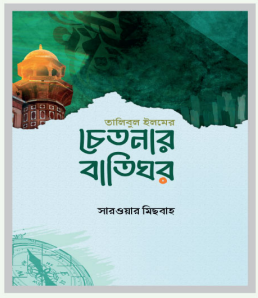

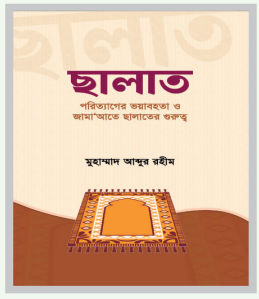

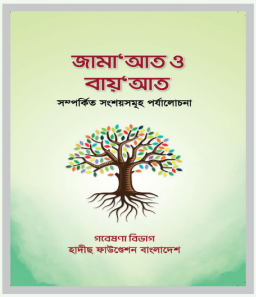

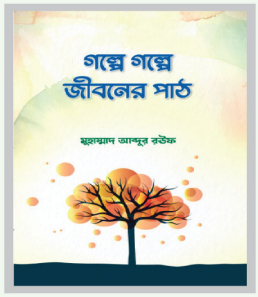

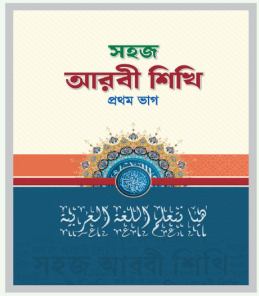

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০। www.hadeethfoundationbd.com